উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১৪ ভাদ্র ১৪৩১ শনিবার ৫.০০ টাকা 31 August 2024 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 104

ইউএস ওপেন থেকে বিদায় আলকারাজের

তেরোর পাতায়

নাইট ডিউটিতে ভয় বহু ডাক্তারের

অধিকাংশ চিকিৎসক রাতে হাসপাতালে কাজ করতে ভয় পান, বিশেষত মহিলারা। মহিলা চিকিৎসক বা সেবিকাদের কাছে রাতে হাসপাতালে কাজ করা বিভীষিকার মতো। ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় এই দাবি করা হয়েছে। চিকিৎসকদের এক-তৃতীয়াংশই জানিয়েছেন, রাতে হাসপাতালে 'বিপন্ন' এমনকি 'অতি-বিপন্ন' বোধ করেন তাঁরা।

বিস্তারিত নয়ের পাতায়

লালসার শিকার নাবালক

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ৩০ অগাস্ট : আরজি কর মেডিকেল কলেজে তরুণী চিকিৎসকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় উত্তাল রাজ্য। পথে পথে প্রতিবাদ চলছেই। এমন আবহে রাজ্যজুড়ে একাধিক ধর্ষণের ঘটনা সামনে এসেছে। তবে, এবার শিউড়ে ওঠার মতো ঘটনা ঘটল নিউ জলপাইগুড়ি থানা এলাকায়। পড়শিদের যৌন নির্যাতনের শিকার হতে হল ১০ বছরের এক নাবালককে। শুক্রবার ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই হইচই শুরু হয়েছে।

আশঙ্কাজনক অবস্থায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে ওই নাবালক। বিষয়টি যাতে প্রকাশ্যে না আসে তারজন্য পরিবারটির ওপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল বলেও অভিযোগ। নাবালকের মা বলছেন, 'পুলিশের তরফে বিষয়টি সংবাদমাধ্যমকে বলতে নিষেধ করা হয়েছে। আমরা দোষীদের চরম শাস্তি চাই।'

পরে অবশ্য চাপে পড়ে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার পকসো আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। স্থানীয় তিন নাবালককে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। জলপাইগুড়ি জুভেনাইল আদালতের নির্দেশে ১৫-১৭ বছরের সেই তিন অভিযুক্ত নাবালক একটি হোমে রয়েছে।

নাবালকের মায়ের অভিযোগ অবশ্য মানতে নারাজ শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (জোন-১) দীপক সরকার। তাঁর বক্তব্য, 'পরিবারটি কেন এমন বলছে জানি না। অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করে সকল অভিযুক্তকে ধরা হয়েছে। পুলিশের তরফে এমন কিছু বলার কথা নয়।'

অভিযোগ, প্রায় এক মাস ধরে নাবালককে যৌন নির্যাতন করা হচ্ছিল। নাবালকের কাকা জানিয়েছেন, কখনও খাবারের লোভ দেখিয়ে, কখনও ভয় দেখিয়ে ভাইপোকে যৌন নির্যাতন করা হয়েছে। গত বুধবার দুপুর একটা নাগাদ এলাকার একটি ফাঁকা জায়গায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। বিষয়টি তাঁর নজরে এলে ভাইপোকে উদ্ধার করে আনেন। এরপর অভিযুক্ত তিন নাবালকের বাড়িতে বিষয়টি বলতে যান আক্রান্ত নাবালকের কাকা এবং ঠাকুরদা। অভিযোগ, অভিযুক্ত এক নাবালকের পরিবারের লোকেরা নির্যাতিতর

এরপর দশের পাতায়

ধৃত ৩

- খাবারের লোভ কিংবা ভয় দেখিয়ে নাবালককে প্রায়ই যৌন নির্যাতন করা হত
- গত বুধবার এলাকার একটি ফাঁকা জায়গায় নির্যাতন চলছিল
- সেইসময় বিষয়টি নজরে আসে নাবালকের কাকার
- বিকেলেই নাবালকের শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়
- রাতে অভিযোগ দায়েরের পর গ্রেপ্তার হয় এলাকারই তিন নাবালক

শুক্রবার কালচিনি ব্লকে রায়মাটাং ও কালচিনি চা বাগান থেকে একটি পূর্ণবয়স্ক হাতি ও একটি শাবকের দেহ উদ্ধার হল। রায়মাটাং চা বাগানের ৫ নম্বর সেকশনে মাদি হাতিটির মৃত্যু হয়েছে সম্ভবত নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে। কালচিনি বাগানে হস্তীশাবকটির মৃত্যুর কারণ এখনও বুঝতে পারেনি বন দপ্তর। দুটি হাতির দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। ছবি : সমীর দাস

খবর তিনের পাতায়

শৌচাগারে আটকে শাস্তি ছাত্রীদের

অমৃতা দে

দিনহাটা, ৩০ অগাস্ট : দিনহাটা কলেজের ১৩ জন ছাত্রীকে শৌচাগারে 'বন্দি' করে রাখার অভিযোগ উঠল তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বিরুদ্ধে। সংগঠনের ডাকে শুক্রবার সেই ছাত্রীরা একটি মিছিলে যেতে চাননি। এটাই তাঁদের 'অপরাধ'। আর তার 'শাস্তি' হল ওই মহিলা কমনরুমের শৌচাগারে আটকে রাখা। দীর্ঘক্ষণ আটকে থাকার পর এক ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে। অসুস্থ সেই ছাত্রী সেই কলেজের প্রথম বর্ষের পড়ুয়া।

যদিও অভিযোগ মানতে নারাজ টিএমসিপির নেতারা। আর কলেজ কর্তৃপক্ষ এক্ষেত্রে নীরব দর্শক। সংবাদমাধ্যমের সামনে কোনও মন্তব্য করতে চাননি দিনহাটা কলেজের প্রিন্সিপাল আব্দুল আউয়াল। সেই কলেজের গভর্নিং বডিতে আবার রয়েছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। এব্যাপারে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। দিনহাটা থানার এক আধিকারিক বলেছেন, 'ঘটনার খবর পেয়েছি। তবে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ করেনি মেয়েটির পরিবার।'

আরজি কর কাণ্ডে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে রাজ্যজুড়ে মিছিলের ডাক দেওয়া হয়। এদিন দুপুরে দিনহাটা কলেজেও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সেই মিছিলে যেতে রাজি হননি ওই ১৩ জন। এমনটাই সূত্রের খবর। শৌচাগারে আটকে থাকা অবস্থায় প্রতিবেশী এক তরুণকে ফোন করে পুরো বিষয়টি জানান ওই পড়ুয়া। ফোন পেয়ে সেই প্রতিবেশী তড়িঘড়ি কলেজে এসে দেখেন, ততক্ষণে ওই পড়ুয়াকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সেই তরুণ বলেন, 'মিছিলে যেতে না চাওয়ায় ১৩ জন ছাত্রীকে শৌচাগারের ভেতরে আটকে রেখেছিল তৃণমূল ছাত্র পরিষদের লোকজন।

এরপর দশের পাতায়

জোড়া আন্দোলনে স্তব্ধ এনবিইউ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ৩০ অগাস্ট : মূল দাবি ছিল বিনা পয়সায় সুনির্দিষ্ট দুটি সফটওয়্যার ব্যবহার করার। তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন সহ সমস্ত বিভাগ বন্ধ করে দিয়ে আন্দোলনে নামে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের একাংশ। অন্যদিকে, মৃত পোষ্যদের চাকরির দাবিতে প্রশাসনিক ভবনের মূল দরজা আটকে দিনভর বিক্ষোভ দেখান সারা বাংলা তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির নেতা, কর্মীরা। আর এই জোড়া আন্দোলনের জেরে শুক্রবার স্তব্ধ হল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। হল না পঠনপাঠন বা প্রশাসনিক কাজকর্ম কোনওকিছুই।

এর বাইরেও এদিন আরও দুটি সংগঠন ক্যাম্পাসে আন্দোলনে নেমেছিল। আরজি কর কাণ্ডে দোষীদের শাস্তি চেয়ে ২ নম্বর গেটে বিক্ষোভ সভা করে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। অন্যদিকে তাদের জন্য সংরক্ষিত নানা পদে সাধারণ ক্যাটিগোরির কর্মপ্রার্থী বা ছাত্রদের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে অভিযোগ তুলে প্রশাসনিক ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখায় পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি। সংগঠনের সম্পাদক সুনীলবরণ কিসকুর কথা, 'দীর্ঘদিন থেকেই আমাদের জন্য সংরক্ষিত পদে অন্যদের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। আমাদের কাছে সুনির্দিষ্ট তথ্য আছে। সেসব নিয়ে পদক্ষেপ না হলে আমরা বড় আন্দোলনে নামব।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার দেবাশিস দত্ত জানিয়েছেন, প্রশাসনিক ভবন বন্ধ থাকায় এদিন উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে এসে ফিরে গিয়েছেন বেশ কয়েকজন প্রধান পরীক্ষক। আর তার জেরে রাজ্য সরকারের বেঁধে দেওয়া সময়ের (৩১ অগাস্ট) মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে না স্নাতক স্তরের ষষ্ঠ সিমেস্টার এবং আইন বিভাগের ফলাফল। ৩১ অগাস্টের মধ্যে ফলাফল প্রকাশিত হবে ধরে নিয়ে ইতিমধ্যেই স্নাতকোত্তরে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি দিয়ে দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ফলাফল প্রকাশ পিছিয়ে যাওয়ায় ভর্তি প্রক্রিয়াও পিছিয়ে যাবে বলে মনে করছে কর্তৃপক্ষ।

এদিন সকাল থেকেই ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা বিভাগের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন একদল গবেষক। বেলা ১২টা নাগাদ তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে যান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার দেবাশিস দত্ত। বেশ খানিকক্ষণ আলোচনার পর তিনি জানান, গবেষকদের দাবিমতো সফটওয়্যার চালু করতে প্রচুর অর্থ প্রয়োজন। তাই সোমবার সমস্ত পক্ষকে নিয়ে সভা করে ওই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন তাঁরা। সেই বৈঠকে গবেষকদের প্রতিনিধিদেরও রাখা হবে। তারপরই আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন গবেষকরা। যদিও ক্যাম্পাস বন্ধ দেখে ততক্ষণে কার্যত সব ছাত্রছাত্রীই ফিরে গিয়েছেন। বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ কয়েকটা বিভাগ খুললেও সেই অর্থে ক্লাস হয়নি। বিভাগগুলো খুললেও বন্ধই ছিল প্রশাসনিক ভবন।

আন্দোলনকারী গবেষকদের নেতা বিবেকানন্দ রায়ের কথা, 'আমরা দাবিগুলো নিয়ে বারবার কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়েছি। কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে আন্দোলন করতে হয়েছে। সোমবারের মধ্যে দাবি না মিটলে মঙ্গলবার থেকে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য আন্দোলন শুরু করব।'

গবেষকদের সঙ্গে আলোচনা ফলপ্রসূ হলেও শিক্ষাবন্ধু সমিতির আন্দোলন নিয়ে বিরক্ত ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার। তাঁর কথা, 'ওদের দাবিমতো মৃত পোষ্যদের ছয়টি পরিবারকে কাজে নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলাম। কিন্তু ওরা আসেনি। এখন হঠাৎ করেই অজানা কারণে আন্দোলন শুরু করেছে। রাজ্যের তৃণমূল সরকার বনধের বিরোধী। কিন্তু তাদের শাখা সংগঠন কথায় কথায় বিশ্ববিদ্যালয় অচল করে দিচ্ছে। বিষয়টিতে তৃণমূলের শিলিগুড়ির বা রাজ্যের নেতাদের নজর দেওয়া উচিত।'

শিক্ষাবন্ধু সমিতির বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক রণজিৎ রায় অবশ্য দেবাশিসের বিরুদ্ধে পালটা রাজনীতির অভিযোগ তুলেছেন। তাঁর কথা, 'ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার বিজেপির হয়ে কাজ করছেন। চাকরি দেওয়ার নামে মিথ্যা কথা বলছেন। আজ আমাদের সংগঠনের পতাকা খুলে ফেলে দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা অনৈতিক ও আইনবিরুদ্ধ কাজে যুক্ত হয়েছেন। আমরা ওর বিরুদ্ধে বড় আন্দোলনে নামব।'

আন্দোলনকারী গবেষকদের সঙ্গে কথা বলছেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে।

ফল প্রকাশ পিছিয়ে গেল স্নাতকের

সাদা কথায়

স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ বনাম রাজনৈতিক সংকীর্ণতা

গৌতম সরকার

চারপাশে এখন চর্চা অরাজনৈতিক আন্দোলন নিয়ে। এমন আন্দোলনের জোয়ার চারদিকে। রাজনীতিমুক্ত প্রতিবাদের নতুন প্রবণতা দুই বাংলায়। বাংলাদেশে শেখ মুজিবুর রহমানের মূর্তি ভেঙে ফেলার নেপথ্যে নাকি অরাজনীতি। পশ্চিমবঙ্গে আরজি করে চিকিৎসককে নৃশংস খুনের প্রতিবাদ হচ্ছে অরাজনীতির মোড়কে। আবার অরাজনীতি আসলে একধরনের রাজনীতি বলে কেউ কেউ আলোচনা করছেন।

এমন চর্চার একেবারে সারবত্তা নেই, বলা যাবে না! অরাজনীতিতে রাজনীতির মাথা গলানোর প্রয়াস যে প্রচুর। আপাতদৃষ্টিতে বাংলাদেশে তো পালাবদল ঘটিয়ে ফেলল অরাজনীতিই। সে দেশের ভাষায়, সেটা ছিল শিক্ষার্থীদের আন্দোলন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস যে আন্দোলনের ভরকেন্দ্র। চাকরিতে সংরক্ষণ বিরোধিতার ডাক দিয়ে আন্দোলনের শুরু। পরিণতি পেল 'দফা এক, দাবি এক, হাসিনার পদত্যাগে।' আন্দোলনের হোতা শিক্ষার্থী নেতাদের অনেকে এখন সে দেশের সরকারের বিভিন্ন পদে।

যতক্ষণ আন্দোলনটা সংরক্ষণ বিরোধী ছিল, ততক্ষণ অরাজনৈতিক চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন ওঠেনি। রাষ্ট্রের ক্ষমতার শরিক হওয়া মাত্র প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, একে কোন অঙ্কে অরাজনৈতিক বলা হবে? 'কারার ঐ লৌহকপাট ভেঙ্গে ফেল কর রে লোপাট' গেয়ে জমানা বদলে ছাত্রসমাজের বিপুল অংশগ্রহণ নিয়ে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু শেখ হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার পর প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন দখল, তাণ্ডব কি অরাজনীতির সাক্ষ্য দেয়? রাজনীতির তো নির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকে।

এপার বাংলাও এখন উত্তাল। বাংলাদেশের ধাঁচে স্লোগান উঠছে, দফা এক, দাবি এক, মমতার পদত্যাগ। তবে এই দাবি কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস থেকে ওঠেনি। পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজ নামে একটি অনামা সংগঠনের নবান্ন অভিযানে স্লোগানটা শোনা গেল। যদিও এই স্লোগানের জন্ম ছাত্র সমাজ দেয়নি। দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। বিজেপির প্রথম সারির নেতা। তাঁর উচ্চারিত স্লোগানে গলা মেলাল ছাত্র সমাজ। নিছক কাকতালীয়? কোনও সম্পর্ক নেই!

শুভেন্দু ওই মিছিলে যেতে চেয়েছিলেন। যদিও যাননি। তবে ছাত্র সমাজের নেতাদের আইনি ও আর্থিক সাহায্য দেবেন ঘোষণা করেছেন। দলগতভাবে বিজেপি ওই সংগঠনের ওপর 'পুলিশি অত্যাচারে'র প্রতিবাদে ১২ ঘণ্টার নোটিশে বাংলা বনধ ডেকে দিল। অরাজনীতি থাকল কি? যতক্ষণ দাবিটা আরজি করের ঘটনার ন্যায়বিচার, ততক্ষণ আন্দোলনের অরাজনৈতিক চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন ওঠে না।

কিন্তু বিচার, তদন্ত ইত্যাদি ছাপিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বদলের স্লোগানকে কিছুতেই অরাজনৈতিক বলা যায় না। রাজনীতি, অরাজনীতির ফারাক নিয়ে আলোচনা কম চলছে না। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রী প্রথম মেয়েদের রাত দখলের ডাক দিয়েছিলেন।

এরপর দশের পাতায়

মহিলা কমিশনের অফিসে ঘেরাও করে তালা ঝোলানোর কর্মসূচি বিজেপির মহিলা মোর্চার। শুক্রবার কলকাতায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল

মহিলা কমিশনে 'তালা' বিজেপির

কলকাতা, ৩০ অগাস্ট : রাজ্য মহিলা কমিশনের দপ্তরে তালা দিল, আবার কমিশনের সঙ্গে বৈঠকও করল বিজেপি মহিলা মোর্চা। পুলিশ প্রথমে বাধা দিলেও পরে কমিশনের দপ্তর পর্যন্ত যেতে দেয় মোর্চাকে। এমনকি, প্রতীকী হলেও তালা মারতে বাধা দেয়নি। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হলেও রাজ্য সরকারের প্রতি মহিলা কমিশনের পক্ষপাতপূর্ণ আচরণের অভিযোগে এই কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছিল।

আরজি কর মেডিকেল কলেজে তরুণী চিকিৎসককে খুন ও ধর্ষণের প্রতিবাদকে নানা কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে জিইয়ে রাখতে দলের নির্দেশে এই মহিলা কমিশন অভিযান। জুনিয়ার ডাক্তাররাও আন্দোলনে ঢিলে দিচ্ছেন না। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর কাজে ফেরার অনুরোধকে তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেছেন। আরও এক ধাপ এগিয়ে আগামী সোমবার জুনিয়ার ডাক্তাররা লালবাজার অভিযান করবেন বলে শুক্রবার ঘোষণা করলেন। কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের পদত্যাগের দাবি নিয়ে লালবাজারে যাবেন তাঁরা।

কাজে ফেরা দূরের কথা, কাজ থেকে আরও দূরে সরে যাওয়ার বার্তা শুক্রবার শোনা গেল আন্দোলনরত চিকিৎসকদের মুখে। লালবাজার অভিযানের পরদিন মঙ্গলবার রাজ্যজুড়ে কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন তাঁরা। তাতে শুধু জুনিয়ার ডাক্তাররা নন, সর্বস্তরের চিকিৎসকরা অংশগ্রহণ করবেন। সরকারি তো বটেই, নার্সিংহোমে কর্মরত চিকিৎসকদের ওই অভিযানে থাকতে বলা হয়েছে। এমনকি যে চিকিৎসকরা ব্যক্তিগতভাবে চেম্বারে রোগী দেখেন, তাঁদেরও শামিল হওয়ার ডাক আছে।

ফলে মঙ্গলবার গোটা রাজ্যে চিকিৎসা পরিষেবা পুরোপুরি বিপর্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। চিকিৎসকরা তাঁদের সহকর্মীর মৃত্যুর জন্য আন্দোলন চালিয়ে গেলেও সিবিআই তদন্তে নতুন করে কোনও অগ্রগতির খবর নেই। গত কয়েকদিনের মতো আরজি কর মেডিকেলের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ সিবিআই দপ্তরে হাজির হন। তাঁকে ও একই মেডিকেলের একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট

এরপর দশের পাতায়

প্রতিবন্ধকতাকে হারিয়ে দুই কন্যার রূপকথা

জীবনের জয়গান

ভাস্কর সাহা

৩০ অগাস্ট : চলতি মাসে মনু ভাকের বা নীরজ চোপড়া যা করে দেখাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, শুক্রবার সেটাই সম্ভব করলেন ২২ বছরের শুটার অবনী লেখারা। এবারের প্যারিস প্যারালিম্পিকে দেশকে প্রথম সোনা এনে দিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, এদিন ১০ মিটার এয়ার রাইফেলের এসএইচ ওয়ান ইভেন্টে ব্রোঞ্জ পেলেন অবনীর মতোই রাজস্থানের আরেক শুটার মোনা আগরওয়াল।

আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে মহিলাদের সুরক্ষার দাবি রোজদিন জোরালো হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে দুই প্যারা শুটার অবনী ও মোনার জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়ার কাহিনী নিশ্চিতভাবে অনুপ্রেরণা জোগাবে। ২০১২ সালে ১১ বছর বয়সে গাড়ি দুর্ঘটনায় শরীরের নিজের অংশ প্যারালাইসিস হয়ে যায় অবনীর। কিন্তু কথায় বলে, চ্যাম্পিয়নদের প্রতিভাকে কখনও দমিয়ে রাখা যায় না। এক্ষেত্রে অবনী পাশে পেয়ে যান তাঁর বাবাকে। বাবাই তাঁকে খেলাধুলায় যোগ দিতে বলেন। হুইলচেয়ারকেই জীবন বানিয়ে ফেলা অবনী শুরু করেছিলেন তিরন্দাজি দিয়ে।

২০১১ সালে ভারতের তারকা শুটার অভিনব বিন্দ্রার আত্মজীবনী 'আ শট অ্যাট হিস্ট্রি' প্রকাশিত হয়েছিল। তিরন্দাজিতে হাত পাকাতে শুরু করা অবনী ততদিনে অলিম্পিকে সোনাজয়ী বিন্দ্রার আত্মজীবনী পড়ে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। যার ফলে তিনি নিজেকে তিরন্দাজি থেকে শুটিং রেঞ্জে সরিয়ে আনেন। এটাই অবনীর কেরিয়ারের টার্নিং পয়েন্ট হয়ে দাঁড়ায়।

জয়পুরের কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে আঞ্চলিক পর্যায়ের শুটিং প্রতিযোগিতায় প্রথম সোনা জেতেন অবনী। এরপর আর তাঁকে পিছনে তাকাতে হয়নি। শুটিং রেঞ্জে সাফল্যের পাশাপাশি পড়াশোনাও চালিয়ে যান অবনী। রাজস্থান ইউনিভার্সিটি থেকে আইনের ডিগ্রিও অর্জন করেন তিনি।

প্যারিসে প্যারালিম্পিকে অবনী লেখারা ও মোনা আগরওয়াল। শুটিংয়ে সোনা জিতলেন অবনী, ব্রোঞ্জ মোনার। শুক্রবার।

অবনী প্রচারের আলোয় আসেন ২০২১ সালের টোকিও প্যারালিম্পিকে। যেখানে ভারতের প্রথম প্যারা অ্যাথলিট হিসেবে একই প্যারালিম্পিকে সোনা ও ব্রোঞ্জ জেতেন অবনী। পরের পর তিনটি বিশ্বকাপে জোড়া সোনা ও রুপো আসে তাঁর। এরই মাঝে ২০২২ সালে অভিনেত্রী কালকি কোয়েচলিনের একটি শোয়ে ছোট পর্দায় মুখও দেখান অবনী। এবার প্যারালিম্পিকে আরও একটি সোনা জিতে দেশের বহু মহিলার যেন আইকন বনে গেলেন।

জয়ের পর অবনী বলেছেন, 'দেশকে আরও একটি সোনা দিতে পেরে আমি খুশি। টোকিওর খেতাবও রক্ষা করতে পারলাম। পোডিয়ামে মোনার দাঁড়ানো বাড়তি অনুপ্রেরণা জোগাল।'

৩৭ বছরের মোনার জীবনকাহিনীও যে কোনও সেলুলয়েডের গল্পকে হার মানাবে।

৯ মাস বয়সে পোলিও ধরা পড়ায় শরীরে নীচের অংশ অসাড় হয়ে পড়ে মোনার। রাজস্থানের সিকারে বড় হওয়া মোনা বরাবরই মোনার পাশে অবশ্য দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর ঠাকুমা। মোনার স্বামী রবীন্দ্র চৌধুরী হুইলচেয়ার বাস্কেটবল খেলোয়াড়। অ্যাথলিট হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে বড় হওয়া মোনারও প্রথম পছন্দ শুটিং ছিল না। বরং শটপাট, জ্যাভলিন, ডিসকাস থ্রো এমনকি পাওয়ার লিফটিংওয়েও কসরত করেছিলেন। যে প্রসঙ্গে চলতি বছরে শুটিং বিশ্বকাপে সোনা জয়ের পর মোনা বলেছেন, 'শুটিংয়ে আসার আগে আমি রাজ্য পর্যায়ে শটপাট,

এরপর দশের পাতায়

উত্তরে নতুন ১৭ হিমঘরের অনুমোদন

মণীন্দ্রনারায়ণ সিংহ

আলিপুরদুয়ার, ৩০ অগাস্ট : চলতি বছরে উত্তরবঙ্গে নতুন করে ১৭টি হিমঘর তৈরির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এতে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে আরও বেশি সংখ্যক কৃষক তাঁদের উৎপাদিত আলু হিমঘরে রাখার সুবিধা পাবেন। শুক্রবার দুপুরে আলিপুরদুয়ার সার্কিট হাউসে এসে রাজ্যের কৃষি বিপণন দপ্তরের মন্ত্রী বেচারাম মান্না একথা জানালেন। তাঁর কথায়, 'সরকারি উদ্যোগে নতুন করে কোথাও হিমঘর গড়ে তোলা সম্ভব নয়। বেসরকারি উদ্যোগে হিমঘর গড়তে যে উদ্যোগীরা এগিয়ে আসছেন, তাঁদের রাজ্য সরকার সবরকমভাবে সহযোগিতা করছে।'

মন্ত্রী বেচারাম মান্না এদিন কামাখ্যাগুড়িতে বাজারের উদ্বোধনে এসে সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন, 'জেলার গ্রামীণ এলাকায় আরএমসির যে বাজারগুলি রয়েছে, তার পরিকাঠামো উন্নয়নে কৃষি বিপণন দপ্তর কাজ করছে। সুফল বাংলার স্টলও নতুন করে চালু করা হচ্ছে। যাতে চাষিদের উৎপাদিত সবজি ন্যায্যমূল্যে ক্রেতারা কিনতে পারেন।'

উত্তরবঙ্গে মোট ১৭টি নতুন হিমঘরের অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য। মন্ত্রী জানান, এর মধ্যে একটি বহুমুখী হিমঘরও রয়েছে। আলিপুরদুয়ারে একটি, জলপাইগুড়িতে পাঁচটি, কোচবিহারে তিনটি, মালদায় চারটি নতুন হিমঘরের অনুমোদন মিলেছে। এছাড়া, উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে যথাক্রমে তৈরি হবে তিনটি এবং একটি করে হিমঘর। উত্তরবঙ্গ কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা সার্কিট হাউসে মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। সংগঠনের আলিপুরদুয়ার জেলা কনভেনার ত্রিদিবেশ দাস জানান, এখানে উৎপাদিত সাদা আলুর ১০ শতাংশেরও চাহিদা নেই স্থানীয় বাজারে। এখানকার উৎপাদিত আলুর মূল বাজার অসম। এদিকে, বেশ কয়েকদিন অসমে আলু পাঠানো বন্ধ থাকায় চাষি থেকে ব্যবসায়ী সকলে প্রচণ্ড সমস্যায় পড়েন। তাঁদের সমস্যার কথা মন্ত্রী শুনেছেন। ত্রিদিবেশ বলেন, 'জেলায় বর্তমানে ১২টি হিমঘর চালু রয়েছে। এবছর সরকারিভাবে একটির অনুমোদন জানানো হলেও নতুন করে এই জেলায় তিনটি হিমঘর তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এখন জেলায় ২ লক্ষ মেট্রিক টন আলু হিমঘরে সংরক্ষণ করা সম্ভব। এরপর আরও ৫০ হাজার মেট্রিক টনের মতো আলু হিমঘরে মজুত করা সম্ভব হবে।'

দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় সফল প্রজনন

জন্ম ৪ রেড পান্ডা, ২ তুষারচিতার

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৩০ অগাস্ট : ক্যাপটিভ ব্রিডিংয়ে ফের বড়সড়ো সফলতা। দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু চিড়িয়াখানার অধীনে তোপকেদাড়া ব্রিডিং সেন্টারে চারটি রেড পান্ডা এবং দুটি তুষারচিতা শাবকের জন্ম হয়েছে। মাসখানেক আগে জন্মানো ছয়টি শাবক বর্তমানে সুস্থ, জানিয়েছে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ। জুলাই মাসের শেষদিকে রেড পান্ডা নিক্কি এবং প্রসন্নের চার শাবকের জন্ম হয়। প্রায় একই সময়ে তুষারচিতা রাহানা দুই শাবকের জন্ম দেয় বলে দার্জিলিং চিড়িয়াখানা সূত্রে জানা গিয়েছে। আপাতত মায়েদের সঙ্গেই রাখা হয়েছে নবজাতকদের।

নতুন চার শাবকের জন্মের পর চিড়িয়াখানায় রেড পান্ডার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১৯। তুষারচিতা ১১টি। আগে ৯টি তুষারচিতা ছিল দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিকাল পার্কে। দার্জিলিং চিড়িয়াখানার ডিরেক্টর বাসবরাজ হোলেইচির প্রতিক্রিয়া, 'ক্যাপটিভ ব্রিডিংয়ে চারটি রেড পান্ডা এবং দুটি তুষারচিতা শাবক জন্ম নিয়েছে। সবক'টিই সুস্থ। ফের একবার তোপকেদাড়া ব্রিডিং সেন্টার সাফল্য পেল।'

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় একমাত্র দার্জিলিং চিড়িয়াখানাতেই গত ৩০ বছর ধরে সাফল্যের সঙ্গে রেড পান্ডা এবং তুষারচিতার ক্যাপটিভ ব্রিডিং প্রক্রিয়া চলছে। এছাড়া আরও আটটি বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী, যেগুলি আইইউসিএন (ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার)-এর লাল তালিকাভুক্ত, ব্রিডিং হচ্ছে তাদেরও। তালিকায় রয়েছে হিমলায়ন থার, ব্লু শিপ, হিমালয়ান উলফ-এর মতো প্রাণী। তোপকেদাড়া

ব্রিডিং সেন্টারে চলছে প্রকল্পটি। শুরুর পর থেকে এখনও পর্যন্ত ব্রিডিং সেন্টারে ৭৯টি রেড পান্ডার জন্ম হয়েছে। এর মধ্যে ২০২৩ সালে সর্বোচ্চ ৬টি রেড পান্ডা একসঙ্গে জন্মায়। সবগুলি শাবকই বর্তমানে সুস্থ। যা এই ব্রিডিং প্রক্রিয়ার ইতিহাসে প্রথম। নতুন চারটি শাবক জন্মানোয় আরও কয়েকটি রেড পান্ডাকে সিঙ্গালিলার জঙ্গলে ছাড়া হতে পারে বলে পার্ক সূত্রে খবর। দার্জিলিং চিড়িয়াখানার প্রকল্পের উদ্দেশ্যে ছিল, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রেড পান্ডার সংখ্যা বৃদ্ধি। সেই মতো প্রতিবছর দুই থেকে তিনটি রেড পান্ডাকে রেডিও কলার পরিয়ে সিঙ্গালিলা ন্যাশনাল পার্কের জঙ্গলে ছাড়া হয়।

রেলওয়ে অধিসূচনা

সংখ্যা. জিএসইউ/কেআইআর/রি-অ্যাংগেজড/০৩ তারিখঃ ২৮-০৮-২০২৪

কাটিহার মণ্ডলের অন্তর্গত গতি শক্তি ইউনিটসমূহের জন্যে মাসিক পারিশ্রমিকের আধারে জরুরীকালীন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর পুনঃনিযুক্তি

রেলওয়ে বোর্ডের এলনং. ২০২১/ডব্লিউ-১/জিইএনএল./গতি শক্তি তারিখ ২৭-০৭-২০২৪ এর সন্দর্ভে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কাটিহার মণ্ডলের অন্তর্গত গতি শক্তি ইউনিটে মাহিলি পারিশ্রমিকের আধারে ভারতীয় রেলওয়ে থেকে যারা অবসরপ্রাপ্ত, সেই কর্মচারীগণের পুনঃনিযুক্তির দ্বারা নিম্নলিখিত পদসমূহ পূরণ করার জন্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সেইজন্যে ইচ্ছুক প্রাক্তন কর্মচারী, যারা নিম্নলিখিত শর্তাবলি পূরণ করে এবং রেলওয়ে সেবা থেকে অবসরপ্রাপ্ত, উনাদের থেকে আবেদন পত্র আমন্ত্রণ করা হয়েছে এবং আগামী ১৬-০৯-২০২৪ তারিখের ১৭.০০ ঘণ্টায় অথবা ইহার পূর্বে আবেদন পত্র যাতে উপ.সিই/জিএম/কাটিহার কার্যালয়ের অধীনের গতি শক্তি ইউনিটে পৌঁছে যায়।

ক্রমিক সংখ্যা	বিভাগ	শ্রেণী	আবশ্যক কর্মচারী সংখ্যা
১	অ্যাকাউন্টেস	জ্যেষ্ঠ এসও	০১
		সর্বমোট	০১

নির্ধারিত অর্হতা পূরণ করা ইচ্ছুক প্রার্থীগণ এখানে সংযোজিত আবেদন পত্রটি প্রার্থীর দ্বারা যথোচিতভাবে স্বাক্ষর করে এবং তিনটি অনতিম রঙ্গীণ ফটোগ্রাফ পেস্ট করে পূরণ করতে হবে। এই অধিসূচনার বিস্তৃত বিবরণ এবং আবেদন পত্র নিম্ন উল্লেখিত ওয়েবসাইট ঠিকানায় www.nfr.indianrailways.gov.in থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন।

ডিওয়াই.সিই/জিএস/কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
'প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়'

আনন্দ বিহার টার্মিনাল এবং জোগবানি ফেস্টিভ্যাল স্পেশাল ট্রেন

উৎসবের মরসুমে অতিরিক্ত ভিড় সামলাতে, আনন্দ বিহার টার্মিনাল-জোগবানী-আনন্দ বিহার টার্মিনালের মধ্যে ০৪০১০/০৪০০৯ ফেস্টিভ্যাল স্পেশাল ট্রেন নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ট্রেন নং. ০৪০১০ আনন্দ বিহার টার্মিনাল - জোগবানী স্পেশাল ২৯-১০-২০২৪, ০৫-১১-২০২৪ এবং ১২-১১-২০২৪ তারিখে (মোট-০৩ ট্রিপ)

ট্রেন নং. ০৪০০৯ জোগবানী - আনন্দ বিহার টার্মিনাল স্পেশাল ৩১-১০-২০২৪, ০৭-১১-২০২৪ এবং ১৪-১১-২০২৪ তারিখে (মোট-০৩ ট্রিপ)

আগমন	প্রস্থান	স্টেশন	আগমন	প্রস্থান
—	২৩:৪৫	আনন্দ বিহার টার্মিনাল	১৬:০৫	—
০৫:২৫	০৫:২৭	বরেলি ক্যান্ট	০৮:০৮	০৮:১০
২০:০৭	২০:১২	হাজীপুর জং	১৭:৫০	১৭:৫৫
০১:৫০	০২:১০	কাটিহার জং	১২:২০	১২:৪০
০২:৫০	০৩:০০	পূর্ণিয়া	১১:১০	১১:২০
০৩:৩৫	০৩:৪০	অররিয়া কোর্ট	১০:১৭	১০:২২
০৩:৫০	০৩:৫৫	অররিয়া	১০:০৫	১০:১০
০৪:৪০	০৪:৪৫	ফোর্বসগঞ্জ	০৯:১৫	০৯:২০
০৫:২০	—	জোগবানী	—	০৯:০০

অন্যান্য স্টপেজ ঃ গাজিয়াবাদ, মোরাদাবাদ, চান্দৌসি জং., সীতাপুর, গোন্ডা জং., বস্তি, গোরখপুর, দেওরিয়া সদর, সিওয়ান জং., ছাপরা, ছাপরা গ্রামীণ, সোনপুর জং., শাহপুর পাটোরি, বারৌনি জং., বেগু সরাই, খাগরিয়া জং. ও নওগাছিয়া।

গঠন ঃ এসি-২ টায়ার কাম এসি-৩ টায়ার স্লিপার কোচ (এক), স্লিপার ক্লাস (ষোল), জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস (দুই) এবং এসএলআর (দুই) = ২১ টি কোচ।

জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশন), মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

নিলাম বিজ্ঞপ্তি

রেফারেন্স নং. সি/১০৫/এপি/ইউসি-ইউডি/পিডি. XI তারিখঃ ২৮-০৮-২০২৪

আগামী ০৫-০৯-২০২৪ তারিখে ১১.০০ ঘণ্টায় "যেখানে যেমনভাবে আছে" শর্তের আধারে ফালাকাটা গুডস কার্যালয়ে রাখা ইউসি/ইউডি ক্লিঙ্কার সারের সর্বমোট ৭৬৫০ কিলোগ্রাম (আনুমানিক) ১৭০ টি ব্যাগের (৪৫ কেজি/ব্যাগ) জন্যে সর্বজনীন নিলাম আয়োজিত করার জন্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সেইজন্যে আগামী ০৫-০৯-২০২৪ তারিখে ১০.০০ ঘণ্টার ভেতরে সমস্ত ইচ্ছুক ডাককর্তাগণ নিশ্চিতভাবে বায়না রাশিঃ ১০০০/- টাকা কেবল (এক হাজার) জমা করতে হবে। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে www.nfr.indianrailways.gov.in ওয়েবসাইটে অবলোকন করুন।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

University B.T. & Evening College
Cooch Behar
B.Ed Admission 2024-25
Online admission portal will be open on 02-09-2024.
Visit our website
https://universitybtevening.in/
Sd/-
Principal/TIC

RAIGANJ UNIVERSITY
P.O. - Raiganj, Dist. - Uttar Dinajpur, West Bengal, Pin - 733134
ESTD. 2015 **ADMISSION NOTICE SESSION : 2024 - 25**
Admission in M.A. / M.Sc. / M.Com. Programmes
Online applications are invited from eligible candidates for admission to various PG Programmes for the academic session 2024 - 25 w.e.f. 03.09.2024 at Raiganj University. For details visit the University website : www.raiganjuniversity.ac.in
COURSES
Bengali, Commerce, Education, English, Economics, Geography, History, Philosophy, Political Science, Sanskrit, Sociology, Botany, Chemistry, Computer and Information Science, Microbiology, Mathematics, Physics, Sericulture, Zoology, Management (MBA) for vacant seats, Law (LL.M.) for vacant seats.
Admission Advt. No. : R-299/2024
Date : 29.08.2024
Sd/-
Registrar,
Raiganj University

e-TENDER NOTICE
Office of the E.O., Banarhat, Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. **BANARHAT/EO/NIT-019/2023-24 (3rd Call).** Last date of online bid submission **13/09/2024 at 05.00 pm respectively**. For further details you may visit https://wbtenders.gov.in
Sd/-
E.O., Banarhat Panchayat Samity

নারেঙ্গি ও গোরখপুরের মধ্যে সাপ্তাহিক ফেস্টিভ্যাল স্পেশাল ট্রেন

উৎসব ২০২৪-এর সময় অতিরিক্ত ভিড় সামলাতে নীচের বিবরণ অনুযায়ী নিম্নলিখিত সাপ্তাহিক ফেস্টিভ্যাল স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে:

ট্রেন নং. 05633 নারেঙ্গি থেকে ০৩-১০-২০২৪ থেকে ২৪-১০-২০২৪ পর্যন্ত = ০৪টি ট্রিপ (বৃহস্পতিবার)

ট্রেন নং. 05634 গোরখপুর থেকে ০৪-১০-২০২৪ থেকে ২৫-১০-২০২৪ পর্যন্ত = ০৪টি ট্রিপ (শুক্রবার)

দিন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	দিন
বৃহস্পতি	—	১৩:২০	নারেঙ্গি	২৩:১০	—	শুক্র
	১৩:৪৫	১৪:০০	গুয়াহাটি	২২:৩৫	২২:৫০	
	১৭:১৫	১৭:২০	নিউ বঙ্গাইগাঁও	১৮:২০	১৮:২৫	শনি
	১৮:৫৫	১৯:০০	নিউ কোচবিহার	১৬:০০	১৬:০৫	
	২১:৩৫	২১:৪৫	নিউ জলপাইগুড়ি	১৩:৪৫	১৩:৫৫	
শুক্র	০১:২০	০১:৩০	কাটিহার	১০:২০	১০:৩০	
	০৪:৩৫	০৪:৪৫	বারাউনি জং.	০৩:২০	০৩:৩০	
	১৩:০০	—	গোরখপুর জং.	—	২০:০৫	শুক্র

অন্যান্য বাণিজ্যিক স্টপেজঃ কামাখ্যা, রঙিয়া জং., কোকরাঝাড়, আলুয়াবাড়ি রোড, কিষাণগঞ্জ, বারসোই, নওগাছিয়া, মানসি জং., খাগারিয়া জং., বেগুসরাই, হাজীপুর, সোনপুর, ছাপরা, সিওয়ান জং. এবং দেওরিয়া সদর।

গঠনঃ এসি-২টিয়ার (দুই), শয়ন শ্রেণি (এগারো), সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি (ছয়) এবং জিএসএলআর/এসএলআরডি (দুই) = ২১টি কামরা।

জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশন)

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পাবলিক নোটিশ

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে আমার মক্কেল স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি, শিলিগুড়ি হোমল্যান্ড বিল্ডিং ২য় তল, সেভক রোড, জেলা-জলপাইগুড়ি -এর তরফে আমি এতদ্বারা নোটিশ দিচ্ছি যে আমাদের বিদ্যমান অন্যতম গ্রাহক যথাক্রমে (১) শ্রী সুজিত ঘোষ, প্রয়াত রাজবল্লভ ঘোষের পুত্র, (২) শ্রী নারায়ণ ঘোষ, প্রয়াত রাজবল্লভ ঘোষের পুত্র, বিনয় ম্যানসন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি, পো:অ: ও থানা : শিলিগুড়ি, জেলা-দার্জিলিং 'এতে বসবাসরত এবং যারা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি শিলিগুড়ি থেকে তাদের অন্যতম আবাসিক ফ্ল্যাট যার নং '১বি' যার আয়তন ১১৫৯ বর্গফুট দ্বিতীয় তলে (সামনের অংশ) পি+৪ তলা বিল্ডিং "বন্দনা অ্যাপার্টমেন্ট" নামে অবস্থিত বন্ধক রেখে ঋণ সুবিধা নিয়েছিলেন এবং উক্ত লোন ঋণগ্রহীতাগণ কর্তৃক ০৪.০৮.২০২৪ তারিখে বন্ধ করা হয়েছে। অবগতি জন্য জানানো হচ্ছে যে তার আসল সম্পত্তির নথি বিক্রয়ের দলিল নং ২০১৮ বর্ষের জন্য ২৩০১, যেটি বুক নং ১-তে নথিভুক্ত হয়েছে যার ভল্যুম নং ৪০২, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৮০৭৬ থেকে ৭৮১০৬ যেটি শিলিগুড়ি অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্টার্ড হয়েছে সেটি আমার উপরোক্ত মক্কেলের হেফাজত থেকে হারিয়ে গেছে এবং যথাবিহিত ভক্তিনগর থানা দ্রষ্টব্য জিডিই নং ১০৩৫ তাং ২১.০৮.২০২৪ এতে জানানো হয়েছে। যদি কোনও ব্যক্তির বা সংশ্লিষ্ট কারোর উপরোক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে দাবি/আপত্তি থাকে তবে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর সঙ্গে এই নোটিশ প্রকাশিত হওয়ার ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে যোগাযোগ করবেন অন্যথায় সম্পত্তিটি ঝঞ্ঝাটমুক্ত বলে ধার্য হবে।

শ্রী চিন্ময় সরকার
অ্যাডভোকেট/শিলিগুড়ি
শিলিগুড়ি, পিন কোড : ৭৩৪০০১
যোগাযোগ নং :
৯৮৩২০৬৩৪৮৪, ৭০৬৩৩০৭০১২

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২১০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২৪৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৮৯০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৫৫৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৫৬৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

কর্মখালি

Wanted an A.T, B.A (Pass) Bengali, B.Ed unreserved (EC) against maternity leave deputation vacancy upto 24.11.2024. Apply to the President, Vivekananda Vidyapeeth, Newtown, Cooch Behar-736101 within 10 days. (C/111803)

অ্যাফিডেভিট

আমার ভোটার কার্ড নং TSX 1257450 নাম ভুল থাকায় গত 30.08.24 সদর, কোচবিহার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Laxmi Das, W/o Sushil Das এবং Laxmi Roy, W/o Sushil Roy এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। হাজরাপাড়া, ওয়ার্ড নং ১৫, বাঁধেরপাড়, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/111805)

•

আমার ভোটার কার্ড নং XFB 1766229 বাবার নাম ভুল থাকায় গত 27-08-24, সদর কোচবিহার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমার বাবা Mohammad Ali এবং Majammal Ali Miya এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। -Johorul Hoque, কাড়িশাল, টাকাগাছ, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/111804)

•

আমার ভোটার কার্ড নং LZL 2443117 নাম ভুল থাকায় গত 30.08.24 সদর, কোচবিহার, E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Sushil Das, S/o Kachuram Das এবং Sushil Ray, S/o Agyant Ray এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। হাজরাপাড়া, ওয়ার্ড নং 15, বাঁধেরপাড়, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/111806)

•

গত ৩০-০৮-২০২৪ ইং নোটারি পাবলিক কোচবিহারের অ্যাফিডেভিট বলে আমি লিলিফা বিবি থেকে নিলিফা বেগম হলাম। নিলিফা বেগম ও লিলিফা বিবি এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। নিলিফা বেগম, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার।

মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ সেবার ঠিকা

ই-টেন্ডার নোটিস সংখ্যা. আরটি-ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-০৭-২০২৪-২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। [illegible] ... তারিখ এবং সময়ঃ ১৮-০৯-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/রঙিয়া

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

NOTICE INVITING E-TENDER
NIT NO- TUFANGANJ/05/2024-25, Memo No- 837 Date- 30/08/2024 Tender ID: 2024_MAD_741776_1, ID: 2024_MAD_741776_2 & ID: 2024_MAD_741776_3, Description of the work :- i) Illumination of street light, ii) fitting & fixing High Mast, iii) supply of LED street light (Under Green City Mission). Start Date of dropping tender- At 06.00 p.m. on 30.08.2024. Last Date of dropping tender - At 06.00 p.m. on 16.09.2024. Bid opening date At 2.00 P.M. on 19/9/2024. Details will be available at office Notice Board & web portal www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Chairman,
Tufanganj Municipality
P.O.- Tufanganj, Dist- Cooch Behar

সিআইএসএফ

সিআইএসএফ-এতে কনস্টেবল (ফায়ার)-২০২৪ এতে নিয়োগ

অনলাইন দরখাস্ত দাখিল করার তারিখ : ৩১/০৮/২০২৪ থেকে ৩০/০৯/২০২৪
বন্ধের তারিখ : ৩০/০৯/২০২৪ (২৩:০০ ঘটিকা পর্যন্ত)

পুরুষ ভারতীয় নাগরিকগণের কাছ থেকে সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্সে (সিআইএসএফ) কনস্টেবল (ফায়ার) পদে অস্থায়ী পদ পূরণের জন্য পে লেভেল-৩ (টা: ২১,৭০০-৬৯,১০০/-) অনলাইন দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। শূন্যপদ সমূহের বিবরণ নিম্নানুযায়ী ঃ-

ইউআর	ইডব্লিউএস	এসসি	এসটি	ওবিসি	মোট
৪৬৬	১১৪	১৫৩	১৬১	২৩৬	১১৩০

বিজ্ঞপ্তির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য দরখাস্তসমূহ এমপ্লয়মেন্ট নিউজ/রোজগার সমাচার তাং ৩১/০৮/২০২৪ এতে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন/বিজ্ঞপ্তি এবং সিআইএসএফ ওয়েবসাইট https://cisfrectt.cisf.gov.in/অনুযায়ী হতে হবে। আবেদকদের সমস্ত তথ্যাদি সাবধানে পড়তে এবং বুঝতে হবে পদের জন্য আবেদন করার আগে।

CBC 19113/11/0005/2425

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER, SITAI PANCHAYAT SAMITY
E-tender are invited for 15th F.C scheme in different places of Sitai Panchayat Samity against the Tender Number is Sitai/05/2024. For details please visit **http://wbtenders.gov.in** and **http://etender.wb.nic.in** the last date for submission of tender is 13/09/2024 (upto 10:00 A.M.).
Executive Officer
Sitai Panchayat Samity

ই-টেন্ডার নং. ডিএমডব্লিউ-ইউএসএফডি-০২২০২৪-এমএলজির জন্যে সংশোধনী

পূর্বে প্রচারিত অনুসারে ই-টেন্ডার নোটিস, নং. ডিএমডব্লিউ-ইউএসএফডি-০২২০২৪-এমএলজি তারিখঃ ১৩-০৮-২০২৪ এর যোগে উপ মুখ্য অভিযন্তা/ট্র্যাক মালিগাঁও এর ই-টেন্ডার নং. ডিএমডব্লিউ-ইউএসএফডি-০২২০২৪-এমএলজিতে উল্লেখিত টেন্ডার প্র-পত্রে কাজের নামের জন্যে এর দ্বারা নিম্নলিখিত সংশোধনী করা হয়েছে।

এখন এইরকম পড়তে হবেঃ কাজের নামঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের লুপ লাইনে এসইজে সহিত রেলের ইউএসএফডি পরীক্ষণ। টেন্ডার রাশিঃ ৪২,৪২,১৫০.৭৩ টাকা। বায়না রাশিঃ ৮৪,২০০/- টাকা।

অন্যান্য সকলো শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

উপ মুখ্য অভিযন্তা/ট্র্যাক, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Maynaguri College
M.A. in Bengali and Geography Admission Notification (2024-2025)
Online Applications are invited from 03.09.2024 to 12.09.2024. For admission to 1st Semester of M.A. Programme in Bengali and Geography for the session 2024-2025. For detailed information regarding guidelines for filling up online application form, eligibility, submission of online application form and fees etc. please visit the College website : **www.onlinemaynaguricollege.org.in.**
Principal
Maynaguri College

রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক ও কমার্শিয়াল অ্যাডভার্টাইজিং ঠিকা প্রদানের জন্য ই-নিলাম

তিনসুকিয়া ডিভিশনের রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক কন্ট্রাক্ট (আরডিএন) এবং যোরহাট টাউন রেলওয়ে স্টেশনে কমার্শিয়াল অ্যাডভার্টাইজিং ঠিকা এলসিডি/এলইডি টিভি প্রদানের জন্য ই-নিলাম। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। নিলাম ক্যাটালগ নং. [illegible] ... নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সরবরাহ): ১৬-০৯-২০২৪-এর ১১.০০ ঘণ্টা, নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ ১৬-০৯-২০২৪-এর ১২.৫০ ঘণ্টা ... [illegible]

এসাইমেন্ট নং	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	এডিভিটি-টিএসকে-এনটিএসকে-ওএসডি-২১৮-২৪-১ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (ডিজিটাল))	দুলিয়াজান, নিউ তিনসুকিয়া ও ডিব্রুগড় রেলওয়ে স্টেশনে ০৩ (তিন) বছর সময়ের জন্য রেলওয়ে ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক (আরডিএন) ঠিকা।
এএ/২	এডিভিটি-টিএসকে-টিএসকে-ওএসডি-২০৯-২৪-১ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (ডিজিটাল))	৫০ ঃ ৫০ টাইম স্লট/স্পেস শেয়ারিং-এ রেলওয়ে বার্তার পাশাপাশি বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের সুযোগের সাথে নামতিহালি, তিতাবর, আমগুড়ি, সেলেনঘাট, নাকাচারি, গোলাঘাট, ভালুকমারা, বরুয়া বামুন গাঁও, নুমলিগড়, ফরকাটিং, কামারবান্ধা আলি, দুলিয়াজান, নাহরকাটিয়া, নামরূপ, বরহাট, সাপেখাটি, ভজো, লাকোয়া, সিমালুগুড়ি, তিনসুকিয়া, মাকুম, ডিগবয়, মার্ঘেরিটা, লিডু, চাবুয়া, পানিতলা, কোয়াং, ধামালগাঁও, ডিকম, নাহোয়াল, চালখোয়া, মরানহাট, শিবসাগর টাউন সহ ৩৩টি স্টেশনে ভিডিও ওয়ালের (আয়তন ৬' x ৪') সরবরাহ, স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে রেলওয়ে ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক (আরডিএন) ঠিকা।
এএ/৩	এডিভিটি-টিএসকে-জেটিটিএন-ওএসডি-১৫৯-২৪-১ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (ডিজিটাল))	যোরহাট টাউন রেলওয়ে স্টেশনে কমার্শিয়াল অ্যাডভার্টাইজিং এলসিডি/ এলইডি (৭টি টিভি)।

এই নিলাম ক্যাটালগটি ইতিমধ্যে ২৮-০৮-২০২৪ তারিখে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আপলোড করা হয়েছে।

সিনি. ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার/ তিনসুকিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পরিশিষ্ট - IV-A (রুল ৮ (৬) এর প্রতি অনুবিধি দেখুন)
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ। [illegible]

সম্পত্তির বিশদ বিবরণ ঃ-	[illegible] ... উত্তর : কার্তিক চন্দ্র দাসের জমি এবং বাড়ি। দক্ষিণ : ৯ ফিট ৮ ইঞ্চি চওড়া শিলিগুড়ি পুরনিগমের রাস্তা। পূর্ব : নীতিরাম বনসালের জমি এবং বাড়ি। পশ্চিম : রবি দেব জমি।
সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা	জানা নেই
সংরক্ষিত অর্থমূল্য	টা: ১,১৬,৮৭,০০০/- (টাকা : এক কোটি ষোলো লক্ষ সাতাশি হাজার মাত্র।)
ইএমডি অর্থমূল্য	টা: ১১,৬৮,৭০০/- (টাকা : এগারো লক্ষ আটষট্টি হাজার সাতশো মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাণ	টা: ১,১৭,০০০/- (টাকা : এক লক্ষ সতেরো হাজার মাত্র)
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	২৫.০৯.২০২৪ সকাল ১১:০০ থেকে বিকেল ০৫:০০।
সম্পত্তির আইডি নং	আইডিআইবি ৭১৬৯২৪৮৬৫৫

দরদাতাদের আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইট (https://www.ebkray.in) PSB Alliance Pvt. Ltd. অনলাইনের দর দেওয়ার জন্য পরিদর্শন করার অনুরোধ করা হচ্ছে। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০ 'এতে রেজিস্ট্রেশন স্থিতির জন্য ই-মেল করুন tosupport.ebkray@psballiance.com
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলির জন্য পরিদর্শন করুন https://www.ebkray.in এবং এই পোর্টাল সংক্রান্ত ব্যাখ্যার জন্য PSB Alliance Pvt. Ltd. এ দয়া করে যোগাযোগ করুন ।
দরদাতাদের উপরোক্ত Property ID নম্বর সম্পত্তির অনুসন্ধান করার সময় https://www.ebkray.in ওয়েবসাইট ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ : ২৮.০৮.২০২৪
স্থান : শিলিগুড়ি
অনুমোদিত আধিকারিক

কিউ.আর কোড

ব্যাংকের ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	নথিপত্র (বিক্রয় নোটিশের ছবি)	সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ছবি

যোগাযোগের ব্যক্তি : ১) ঈশ্বর চন্দ্র ঠাকুর, অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং- ৭০০৭৯৮৩৭৪৩
২) কুমার মণীশ, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, মোবাইল নং-৭০২১৬১৭৯৪৯

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আস্থার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। বিদ্যুৎ ব্যবহারে সতর্ক থাকুন। **বৃষ** : মায়ের শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা কেটে যাবে। ব্যবসার জন্যে বেশকিছু ঋণ করতে হবে। **মিথুন** : বাবার শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা কেটে যাবে। নতুন সম্পর্ক নিয়ে চিন্তা থাকবে। **কর্কট** : স্ত্রীর সঙ্গে সামান্য বিষয়ে মনোমালিন্য। অফিসের জটিল কাজ সম্পূর্ণ করে জনপ্রিয়। **সিংহ** : খুব শান্ত থাকুন। কোনও স্বপ্নপূরণ হবে আজ। বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। **কন্যা** : হঠাৎ দূরে যেতে হতে পারে। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। **তুলা** : কোনও গোপন প্রকাশ্যে আসায় সম্মান নষ্ট। শরীর মোটামুটি যাবে। প্রেমে শুভ। **বৃশ্চিক** : কোনও অপরিচিত ব্যক্তির কথার প্রলোভনে প্রচুর টাকা নষ্ট হতে পারে। মেয়ের চাকরি পাওয়ার সংবাদ পেতে পারেন। **ধনু** : রাজনীতির ব্যক্তি হলে আজ নতুন দায়িত্ব নিতে হবে। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে আজ আনন্দে কাটবে। **মকর** : খুব অল্পে সন্তুষ্ট থাকুন। হাড়ে চোট পাওয়ার সম্ভাবনা। প্রেমে শুভ। **কুম্ভ** : আজ সামান্য বিতর্কে বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে। চিকিৎসক ও অধ্যাপকদের শুভ। **মীন** : অভিনয় ও সংগীতশিল্পীরা পুরস্কৃত হতে পারেন। শরীর নিয়ে চিন্তা কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৪ ভাদ্র ১৪৩১, ভাঃ ৯ ভাদ্র, ৩১ অগাস্ট ২০২৪, ১৪ ভাদ, সংবৎ ১৩ ভাদ্রপদ বদি, ২৬ শফর। সূঃ উঃ ৫।২১ অঃ ৫।৫৫। শনিবার, ত্রয়োদশী শেষরাত্রি ৪।১০। পুষ্যানক্ষত্র রাত্রি ৯।৩১। বরীয়ানযোগ রাত্রি ৮।৩২। গরকরণ দিবা ৩।৫৬ গতে বণিজকরণ শেষরাত্রি ৪।১০ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, রাত্রি ৯।৩১ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে, শেষরাত্রি ৪।১০ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ৬।৫৫ মধ্যে ও ১।১২ গতে ২। ৪৬ মধ্যে ও ও ৪।২০ গতে ৫।৫৫ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।২০ মধ্যে ও ৩।৫৫ গতে ৫।২২ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ৬।৫৫ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে ও পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ৮।৩২ গতে পুনর্যাত্রা নাই। শুভকর্ম-দীক্ষা, দিবা ৬।৫৫ গতে অপরাহ্ণ ৪।২০ মধ্যে বিপণ্যারম্ভ। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। শেষরাত্রি ৪।১০ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। অমৃতযোগ- দিবা ৯।২৯ গতে ১২।৪২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৫৪ গতে ১০।১৮ মধ্যে ও ১১। ৫৩ গতে ১।২৯ মধ্যে ও ২। ১৭ গতে ৩।৫৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

রায়মাটাং চা বাগানে হাতির দেহ। শুক্রবার।

মর্দা হাতির আক্রমনে মৃত্যুর অনুমান বনকর্মীদের

মাদি ও শাবকের দেহ বাগানে

সমীর দাস

কালচিনি, ৩০ অগাস্ট : একইদিনে পাশাপাশি দুটি চা বাগান থেকে একটি পূর্ণবয়স্ক হাতি এবং একটি হস্তীশাবকের দেহ উদ্ধার করলেন বনকর্মীরা। শুক্রবার রায়মাটাং চা বাগানে পূর্ণবয়স্ক মাদি হাতির দেহ দেখতে পান বাগানেরই কয়েকজন শ্রমিক। তারই কিছুক্ষণ পরে বাগানের প্রায় ৫ কিমি দূরে কালচিনি চা বাগানের আউট ডিভিশন বোকেনবাড়ি থেকে উদ্ধার হয় মর্দা হস্তীশাবকটি।

বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর হরিকৃষ্ণন পিজে বলেন, 'প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে মাদি হাতিটার মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। তবে হস্তীশাবকটির মৃত্যু কীভাবে হল, তা এখনই বলা সম্ভব হচ্ছে না। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে দুটি হাতিরই মৃত্যুর সঠিক কারণ বলা সম্ভব হবে।' প্রাণী চিকিৎসকদের সঙ্গে তিনি কালচিনি বাগানের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। শনিবার হাতি দুটির ময়নাতদন্ত করা হবে।

এদিন বেলা ১১টা নাগাদ কালচিনি ব্লকের বন্ধ রায়মাটাং চা বাগানে দুর্গন্ধ পেয়ে বাগানের জনাকয়েক শ্রমিক বাগানের ৫ নম্বর সেকশনে যান। সেখানে তাঁরা আনুমানিক ২০ বছর বয়সি পূর্ণবয়স্ক হাতিটির দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। বন দপ্তরে খবর দিলে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের পানা রেঞ্জের বনকর্মী এবং আধিকারিকরা ছাড়াও ঘটনাস্থলে পৌঁছান বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের এডিএফও নবিকান্ত ঝা।

বিকেলে বন্ধ কালচিনি চা বাগানের ১০ নম্বর সেকশনে আনুমানিক ৪ বছরের হস্তীশাবকের দেহ পড়ে থাকতে দেখে খবর দেওয়া হয় হ্যামিল্টনগঞ্জ রেঞ্জে। রায়মাটাং থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরে ফাঁকা জমিতে হস্তীশাবকটির দেহ পড়ে থাকতে দেখে বনকর্মীদের একাংশের অনুমান, সেটি মৃত মাদি হাতিটির শাবক হতে পারে।

মৃত্যু নিয়ে একাধিক তত্ত্ব উঠে এসেছে। রায়মাটাং চা বাগানের ভেতর দিয়ে হাতির দল যাওয়ার সময় সম্ভবত দলের এক বা একাধিক হাতির হামলার মুখে পড়ে মাদি হাতিটির মৃত্যু হয়েছে। আবার জঙ্গলে লড়াই করে জখম অবস্থায় চা বাগানে এসে মৃত্যু হয়েছে হাতিটির, এমন সম্ভাবনাও রয়েছে। যদিও হাতির দলে সংঘর্ষ হয় মূলত সঙ্গিনী দখলকে কেন্দ্র করে। সেক্ষেত্রে দুটো মর্দা হাতির মধ্যে লড়াই সাধারণ ঘটনা। কিন্তু মাদি হাতিটির মৃত্যু হওয়ায় প্রশ্ন উঠেছে। বন দপ্তরের একটি সূত্রে খবর, একই দলের কোনও মর্দা হাতি মাদি হাতিকে প্রেম নিবেদন করে তার সংস্পর্শে আসতে চাইলে অনেকসময় মাদি হাতি প্রেমে সাড়া না দিলে অনেকসময় ক্রুদ্ধ হয়ে মর্দা হাতি মাদি হাতির ওপর চড়াও হয়।

কী ঘটেছে

- শুক্রবার রায়মাটাং চা বাগানে একটি পূর্ণবয়স্ক মাদি হাতির দেহ ও কালচিনি চা বাগানের থেকে একটি মর্দা হস্তীশাবকের দেহ উদ্ধার হয়
- নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে মাদি হাতির মৃত্যু বলে অনুমান বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টরের
- বনকর্মীদের অনুমান, শাবকটি মৃত মাদি হাতির
- শনিবার হাতি দুটির ময়নাতদন্ত করা হবে

মৃত শাবকটি যদি মৃত মাদি হাতির হয়, তাহলে হয়তো শাবককে হারিয়ে হাতিটি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। শাবকটির শরীরে প্রাথমিকভাবে কোনও আঘাতের চিহ্ন দেখা যায়নি। ফলে অনুমান করা হচ্ছে, শাবকটির মৃত্যু হতে পারে বিষধর সাপের ছোবলে। তবে শাবকটির মৃত্যু হয়েছে সম্ভবত ৩-৪ দিন আগে। আর মাদি হাতিটির মৃত্যু হয়েছে আনুমানিক একদিন আগে। আবার মাদি হাতিটির পেটের নীচে গভীর ক্ষত দেখা গিয়েছে। যা দুটি হাতির মধ্যে সংঘর্ষের ফলে হয়ে থাকে।

প্রায় দু'বছর আগে একইদিনে কালচিনি ব্লকের ভার্নোবাড়ি চা বাগানে এবং প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে নিমতিঝোরা চা বাগান থেকে দুটো হাতির দেহ উদ্ধার করেছিল বন দপ্তর।

সোমবার দক্ষিণ দিনাজপুর বনধের ডাক

নিউজ ব্যুরো

৩০ অগাস্ট : নাবালিকা আদিবাসী ছাত্রীকে যৌন নির্যাতন ও খুনের চেষ্টায় প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে আদিবাসী সমাজে। আগামী সোমবার ১২ ঘণ্টার দক্ষিণ দিনাজপুর বনধের ডাক দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে ওইদিনই হবিবপুরের এক প্রত্যন্ত গ্রামে ধর্ষনের শিকার হয় নবমের পড়ুয়া। একই দিনে দুটি ধর্ষনের ঘটনায় ক্ষোভের আগুন জ্বলছে গৌড়বঙ্গে দুই জেলায়। শুক্রবার দুই নির্যাতিতার পাশে গিয়ে দাঁড়ান বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা। দুই নির্যাতিতার পাশে গিয়ে দাঁড়ান রাজ্যের বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। হবিবপুরের নির্যাতিতাকে নিজের কাছে রেখে পড়াতে চান তিনি।

গঙ্গারামপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বংশীহারীর ধর্ষিতা নাবালিকাকে দেখতে এসে তাঁর মন্তব্য, 'আমরা চাই দোষী কঠোর সাজা পাক। বিজেপি সব জায়গায় রাজনীতি খোঁজে। তাঁরা চায় না দোষীরা সাজা পাক।' যদিও বিজেপি জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরীর জবাব, 'এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা।

আদিবাসী মহিলাকে নিগ্রহ

শুকবার সকাল থেকে দৌলতপুর স্টেশন সংলগ্ন মাঠে জমা হন আদিবাসীরা। বেলা ১২টা নাগাদ সেখান থেকে মিছিল বেরোয়। মিছিল দৌলতপুর বাসস্ট্যান্ডে এলে সেখানে ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হয়। গোটা কর্মসূচিতে দেখা যায়নি কোনও ব্যানার, ছিল না। ধামসা-মাদলের তালে ধর্ষকের ফাঁসির দাবি। বিকেল চারটে নাগাদ অবরোধস্থলে উপস্থিত হন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইন্দ্রজিৎ সরকার।

নির্যাতিতার সুচিকিৎসা ও তার পরিবারকে যাবতীয় সরকারি সুযোগসুবিধে দেওয়ার দাবি ওঠে। এই মামলার চার্জশিট দ্রুত আদালতে জমা দিতে হবে। একই দাবিতে এদিন বুনিয়াদপুর বাসস্ট্যান্ডে পথ অবরোধ করেন আদিবাসীরা। বেলা তিনটে পর্যন্ত অবরোধ চলে। এদিন সকালে হবিবপুরে নির্যাতিতার বাড়ি যান তৃণমূলের মালদা জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বক্সী, উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু এবং সন্ধ্যায় পৌঁছন রাজ্যের বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা।

উত্তরের আরও তিন শিক্ষারত্ন

নাচ শিখিয়ে সেরার খেতাব

শমিদীপ দত্ত

পুরস্কার পাওয়ায় খুব খুশি

নির্মল সিনগার

শিলিগুড়ি, ৩০ অগাস্ট : শিক্ষারত্ন পুরস্কারের জন্য মনোনীত হলেন মিরিকের থারবো হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক নির্মল সিনগার। ২৭ বছর ধরে তিনি এই স্কুলে শারীরশিক্ষার শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের নেবলা (খুকড়ি) নৃত্যের প্রশিক্ষণ দিয়ে স্কুলকে এক অন্য পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন তিনি। স্কুলের শিক্ষকের শিক্ষারত্ন পুরস্কার পাওয়ায় খুশি স্কুল সহ সমগ্র এলাকার মানুষ। নির্মল বলেন, 'পুরস্কার পাওয়ায় খুব খুশি।' নির্মলের জন্ম ফুগুরি টি এস্টেটে।

এ বছর ২৬ জানুয়ারি কলকাতার রেড রোডে স্কুলের তরফে নেবলা (খুকড়ি) নৃত্যের প্রদর্শনও করা হয়েছিল। ২০২৩ সালে অল ইন্ডিয়া স্কুল ব্যান্ড কম্পিটিশনে তাঁর প্রশিক্ষিত পড়ুয়াদের নিয়ে তৈরি করা ব্যাক পাইপ ব্যান্ড প্রথম স্থান অর্জন করেছিল।

ম্যারাথনের প্রশিক্ষণও দেন নির্মল। দিল্লি, কলকাতা, সিকিম, নেপালে বিভিন্ন ম্যারাথন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন।

ভালোবেসে শিক্ষকতায়

মিঠুন ভট্টাচার্য

ভালোবেসে শিক্ষকতার পেশায় আসি। এই পুরস্কার আমার একার নয়। আমার পরিবার, বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, ছাত্রছাত্রীদের মিলিত প্রয়াস এই স্বীকৃতি। আমি সকলকে এই পুরস্কার উৎসর্গ করছি।

প্রদীপ চৌধুরী

শিলিগুড়ি, ৩০ অগাস্ট : ২৫ বছরের শিক্ষকতা জীবনে স্কুলের প্রতি অসামান্য অবদানের জন্য, এবছর শিক্ষারত্ন পুরস্কার পাচ্ছেন সাহুডাঙ্গিহাট পিকে রায় হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রদীপ চৌধুরী। ১৯৯৯ সালে স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় পাশ করে এই স্কুলে জীবনবিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন তিনি। ২০১৯ সালে এই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পান। তাঁর কথায়, 'ভালোবেসে শিক্ষকতায় আসি। এই পুরস্কার আমার একার নয়। আমার পরিবার, বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, ছাত্রছাত্রীদের মিলিত প্রয়াস এই স্বীকৃতি। আমি সকলকে এই পুরস্কার উৎসর্গ করছি।' ১৯৯২ সালে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে স্নাতক এবং ১৯৯৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর হন।

খুদেদের জন্য ব্যতিক্রমী ভাবনা

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

কাজ চালিয়ে যেতে চাই। স্কুলকে দৃষ্টিনন্দন রূপ দিতে আরও কিছুটা কাজ বাকি রয়েছে।

গৌতম সাহা

বক্সিরহাট, ৩০ অগাস্ট : তুফানগঞ্জের ছাট ভক্কা চতুর্থ পরিকল্পনা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গৌতম সাহা এবছর রাজ্যের শিক্ষারত্ন সম্মান পাচ্ছেন। শিক্ষকতায় অসামান্য অবদানের জন্য তিনি শিক্ষারত্ন পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন। গৌতম বলেন, 'পুরস্কার কাজের দায়িত্ব আরও বাড়িয়ে দিল। এই সম্মান আমার স্কুলের সকল শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের উৎসর্গ করছি।' গৌতম তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের রামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা। ২০০২ সালে ঢোটারকুঠি নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় থেকে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। এরপর ২০১৭ সালে তিনি ছাট ভক্কা চতুর্থ পরিকল্পনা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগ দেন। শিশুদের স্কুলমুখী করে তুলতেও তিনি একাধিক অভিনব উদ্যোগ নিয়েছেন। মিলেছে স্বীকৃতিও। ২০১৮ সালে ছাট ভক্কা চতুর্থ পরিকল্পনা প্রাথমিক বিদ্যালয় সর্বশিক্ষা মিশন কর্তৃক 'নির্মল বিদ্যালয়' পুরস্কার ও ২০১৯ সালে 'শিশু মিত্র' পুরস্কার পেয়েছে। ছাত্ররা টিফিনের খরচ বাঁচিয়ে সমবায় ব্যাংকে টাকা জমায়। ছোট থেকে পড়ুয়াদের মধ্যে ব্যাংকে টাকা সঞ্চয়ের সম্যক ধারণা তৈরিতে গৌতমের উদ্যোগ প্রসংশনীয়। এছাড়া তাঁর উদ্যোগেই বিদ্যালয়ে 'আমার দোকান' খোলা হয়েছে। সেখানে বই, খাতা, কলম ও পেন্সিল পাওয়া যায়। স্কুল চলাকালীন খাতা কিংবা কলমের প্রয়োজন হলে 'আমার দোকান' থেকে সেসব ধার করে ছাত্রছাত্রীরা নিতে পারে। তিনি দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদেরও সহযোগিতা করেন। রামপুরের বাসিন্দা হলেও গৌতমের পুরস্কার প্রাপ্তিতে খুশির হাওয়া গোটা তুফানগঞ্জ মহকুমাজুড়ে। গৌতমের কথায়, 'কাজ চালিয়ে যেতে চাই। স্কুলকে দৃষ্টিনন্দন রূপ দিতে আরও কিছুটা কাজ বাকি রয়েছে।'

প্রতিবাদী পেইন্টিং। উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের জরুরি বিভাগের সামনে। -সূত্রধর

বসানো গেল না পেসমেকার

মেডিকেলে এখনও রোগীদের হয়রানি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩০ অগাস্ট : বাবার বুকে পেসমেকার বসাতে হবে। তাই শুক্রবার সকাল থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে হন্যে হয়ে ঘুরছিলেন জলপাইগুড়ির মোহিতনগরের বাসিন্দা ইমন সরকার। এদিন অপারেশন না হওয়ায় বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ হাসপাতাল সুপারের অফিসে অভিযোগ জানাতে আসেন। কিন্তু সেসময় সুপার হাসপাতালে না থাকায় বাধ্য হয়েই তাঁকে ফিরে যেতে হয়। প্রত্যেকদিন ইমনের মতোই আরও অনেকের ভোগান্তির ছবি ধরা পড়ছে মেডিকেলে। এদিকে জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলন অব্যাহত থাকলেও যত দিন যাচ্ছে, ততই কমছে তাঁদের অংশগ্রহণ।

আরজি কর কাণ্ডের জেরে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে জুনিয়ার ডাক্তারদের চলমান আন্দোলনে প্রথমদিকে যে উপস্থিতি লক্ষ করা যেত, কয়েকদিন যাবৎ সেই অংশগ্রহণ অনেকটাই কমেছে। শাসকদল ঘনিষ্ঠ আন্দোলনকারীদের একটা বড় অংশ এখান থেকে ধীরে ধীরে নিজেদের গুটিয়ে নিচ্ছেন বলে খবর। অন্যদিকে, এদিনও মেডিকেলে রোগী হয়রানির চিত্রটা বদলাল না। দীর্ঘ অপেক্ষার পরেও অপারেশন না হওয়ায় ভোগান্তি চরমে পৌঁছেছে।

এদিন সুপারের অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে ইমন বলেন, 'অগাস্টের প্রথম সপ্তাহে বাবার পেসমেকার বসানোর কথা বলা ছিল। কিন্তু দিনের পর দিন ঘোরানো হচ্ছে। এখন আবার বলা হচ্ছে, ডাক্তার নেই। আগামী মাসের মাঝামাঝি এসে খোঁজ নিন।' ক্ষোভের সুরে তাঁর সংযোজন, 'আমরা গরিব বলেই সরকারি হাসপাতালে আসি। নার্সিংহোমে পেসমেকার বসাতে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ। কিন্তু এখানে আমাদের গুরুত্বই দেওয়া হচ্ছে না।'

আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার প্রতিবাদে গত ১০ অগাস্ট থেকে আন্দোলনে শামিল মেডিকেলের জুনিয়ার ডাক্তাররা। এদিন বেলা সাড়ে ১২টার পর শুরু হয় অবস্থান বিক্ষোভ। কিন্তু দুপুর দুটো নাগাদ শেষও হয়ে যায়। এদিন সেখানে উপস্থিতির হারও ছিল তুলনামূলক কম। বিশেষ করে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ (টিএমসিপি) ঘনিষ্ঠদের উপস্থিতি প্রথম কয়েকদিনের তুলনায় এখন অনেকটাই কমেছে।

এতদিন সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিকেল পর্যন্ত জরুরি বিভাগের বাইরে অবস্থান বিক্ষোভ চললেও এখন কার্যত নীরবে কিছুক্ষণ বসে তারপর চলে যাচ্ছেন আন্দোলনকারীরা। সিনিয়ার ডাক্তাররা প্রথমদিকে জুনিয়ারদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। জল, শুকনো খাবার তুলে দিচ্ছিলেন তাঁদের হাতে। এখন সেটাও দেখা যাচ্ছে না।

আন্দোলন ভাঙার কোনও ছক কষা হচ্ছে? একবাক্যে অস্বীকার করে দিচ্ছেন আন্দোলনকারীরা। তাঁদেরই মধ্যে একজন হিরন্ময় রায় বলেন, 'বৃহস্পতিবার রাতভর জরুরি বিভাগের সামনের রাস্তাজুড়ে পেইন্টিং করা হয়েছে। সকালে সবাই ঘরে ফিরে বিশ্রাম নিয়েছে। সেইজন্য এদিন অবস্থানে উপস্থিতি কম।'

আরেক আন্দোলনকারী সৌরভ কর্মকারের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'অবস্থান মঞ্চে আসবেন। সেখানেই আমরা সব বলব।' আন্দোলনকারীদের মধ্যে অনেকেই জানিয়েছেন, সিবিআই তদন্তভার নেওয়ার পরেও দু'সপ্তাহ কেটে গিয়েছে। এখনও কিনারা তো দূরে থাক, একটা গ্রেপ্তারও হয়নি। আদৌ এই ঘটনার কিনারা হবে কি না, আন্দোলনই বা আর কতদিন করতে হবে, সেসব নিয়ে তাঁরাও ধোঁয়াশার মধ্যে রয়েছেন।

এদিকে আন্দোলনের জেরে মেডিকেলে পরিষেবা এদিনও ব্যাহত হয়েছে। বহির্বিভাগে রোগীদের দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। হাসপাতাল সুপার সঞ্জয় মল্লিক বলছেন, 'জরুরি অস্ত্রোপ্রচার ছাড়া বাকি অপারেশনগুলি নিয়ে কিছু সমস্যা হচ্ছে। আশা করছি দ্রুত সমস্ত পরিষেবা স্বাভাবিক হবে।'

উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন ওপিডির টিকিট কাউন্টার থেকে লিফলেট বিলি করা হচ্ছে। রোগী এবং পরিজনদের এই আন্দোলনের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানানো হচ্ছে ওই লিফলেটের মাধ্যমে।

ধর্নায় ভাটা

- উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনে অংশগ্রহণ কমেছে
- শাসকদল ঘনিষ্ঠ আন্দোলনকারীদের একাংশ নিজেদের গুটিয়ে নিচ্ছেন
- এদিন সাড়ে ১২টার পর অবস্থান বিক্ষোভ শুরু হলেও দুপুর দুটোয় শেষ হয়ে যায়
- যদিও অংশগ্রহণ কমার বিষয়টি মানতে নারাজ জুনিয়ার ডাক্তারদের একাংশ
- শুক্রবারও মেডিকেলে রোগী হয়রানির চিত্রটা বদলাল না

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে রোগী ভোগান্তি অব্যাহত। শুক্রবার। ছবি : সূত্রধর

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

বাড়ি ফেরা।। ইসলামপুরের ডিমরুল্লায় কৌশিক পালের তোলা ছবি।

ব্লক নেতৃত্বের সঙ্গে সংঘাত

আবদুলের স্ত্রীর পাশে হামিদুল

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৩০ অগাস্ট : সুজালির আসরে এবার চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান। ইসলামপুর ব্লক কমিটিকে নিশানা করে একসময়ের 'ভাবিশষ্য' ফেরার আবদুল হকের স্ত্রীর পাশে দাঁড়ালেন হামিদুল। শুক্রবার উত্তরবঙ্গ সংবাদকে তিনি বলেছেন, 'আবদুল কী অন্যায় করেছে বা করেনি সেটা তদন্তের ব্যাপার। যা নিয়ে পুলিশ তদন্তও শুরু করেছে। কিন্তু তাই বলে ওর স্ত্রী নুরিকে যে কায়দায় ইসলামপুর ব্লক নেতৃত্ব পদ থেকে সরানোর কৌশল নিয়েছে তা ঠিক নয়। কারণ নুরির বিরুদ্ধে দুর্নীতির কোনও অভিযোগ নেই। আর প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে এসব ঘোষণা করে নুরির নিরাপত্তা সংকট তৈরি করা হচ্ছে।'

আবদুলের স্ত্রী নুরি বেগমকে সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পদ থেকে ইস্তফা দিতে নির্দেশ দিয়েছে ব্লক কমিটি। বৃহস্পতিবার সুজালিতে রীতিমতো জনসভা করে নুরিকে পদ ছাড়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তৃণমূল ব্লক সভাপতি জাকির হুসেন। ২৪ ঘণ্টা না কাটতেই নুরির পাশে দাঁড়ালেন হামিদুল। নুরি অবশ্য হামিদুল উচিত কথাই বলেছেন বলে দাবি করেছেন।

এদিকে, তৃণমূলের সুজালি অঞ্চল কমিটির সভাপতি আব্দুস সাত্তার হামিদুলের সিদ্ধান্তকে ভুল দাবি করে প্রকারান্তরে তিনি আবদুলকে মদত করছেন বলে অভিযোগ করেছেন। সাত্তারের যুক্তি, 'বিধায়কের এই অবস্থান আবদুল গোষ্ঠীকে মদত জোগাবে। ফলে তিনি ভুল করছেন।' অন্যদিকে ইসলামপুর ব্লক কমিটি নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় থাকার কথা স্পষ্টভাবে জানিয়েছে। সব মিলিয়ে সুজালি ইস্যুতে তৃণমূলের চোপড়া বনাম ইসলামপুর গোষ্ঠীর ঠান্ডা লড়াই ফের প্রকাশ্যে এসেছে।

জাকির এদিন বলছেন, 'অঞ্চল কমিটি এবং নিবাচিত প্রতিনিধিদের দাবি মেনেই আমরা নুরির ইস্তফার সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিয়েছি। এলাকার আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে নুরিকে পদ থেকে ইস্তফা দিতে বলা হয়েছে। বিধায়কের অবস্থান নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না।'

যাঁকে নিয়ে এত হইচই সেই নুরি বলছেন, 'হামিদুল সাহেব উচিত কথাই বলেছেন। আমি ইস্তফা দিচ্ছি না।' আপনার সঙ্গে কি হামিদুলের কথা হয়েছে? নুরির জবাব, 'আমার সঙ্গে তাঁর কোনও কথা হয়নি। আমার স্বামী বাড়িছাড়া। ফলে স্বামীর সঙ্গে বিধায়কের কোনও যোগাযোগ হয়েছে কি না তা নিয়েও আমার কিছু জানা নেই।'

ঘনিষ্ঠদের সদস্য করে দুর্নীতির আখড়া

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ৩০ অগাস্ট : বিধাননগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি (লিমিটেড)-র অস্থায়ী সদস্যপদ নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ উঠল। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে সাধারণ কৃষকদের সরিয়ে নেতা-ঘনিষ্ঠদের সদস্যপদ দেওয়া হচ্ছে বলে দাবি সদস্যদের একাংশের। আগামী ২২ অক্টোবর সমিতির নির্বাচন। সেই নির্বাচনের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ হতেই দুর্নীতির অভিযোগ আরও জোরালো হয়ে উঠেছে।

১৯৬১ সালে এই সমিতির পথ চলা শুরু। ১৯৯৩ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বন্ধ থাকে। এরপর ফের চালু হয়। সমিতির শেষ বোর্ড ছিল ২০২২ সাল পর্যন্ত। সেই বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন প্রণবেশ মণ্ডল। কাজল ঘোষ ছিলেন সম্পাদক। পাঁচ বছর অন্তর নতুন বোর্ড গঠনের নিয়ম রয়েছে। সদস্যদের মধ্যে অনেকেই বর্তমানে মৃত। এরপর তাঁদের পরিবারের কেউ কেউ সদস্য হয়েছেন।

সমিতির পুরোনো সদস্য তপন সিনহা বলেন, 'দেড় বছর আগে পর্যন্ত ১৩৯ জন শেয়ার হোল্ডার মেম্বার (স্থায়ী সদস্য) ছিলেন। এক নেতা বাড়িতে বসে নিজের লোকেদের সদস্য বানিয়েছেন। এখন সমিতিতে স্থায়ী-অস্থায়ী মিলিয়ে মোট সদস্য ২৬৫ জন।' তাঁর অভিযোগ, 'রেজোলিউশনে অনিয়ম হয়েছে। ওই নেতা সমিতিকে নিজের পৈতৃক সম্পত্তি ভেবে নিয়েছেন।'

আরেক সদস্য পীযূষ সিং একই অভিযোগ তুলেছেন। তাঁর ব্যাখ্যা, 'আগেও নির্বাচনের নিয়ম ছিল। কিন্তু ভোটের ব্যাপারটা চেপে গিয়ে সদস্য মনোনীত করা হত। ২০১৪ সালে নতুন সদস্য নেওয়া হবে বলে রেজোলিউশন করা হয়। সেখানে লিখিতভাবে না হলেও, অস্থায়ী সদস্যপদের আবেদন জানাতে ন্যূনতম এক একর জমি থাকা আবশ্যক বলে মৌখিকভাবে জানানো হয়।' তাঁর অভিযোগ, 'যাঁদের জমি নেই, এমনকি কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত নন, জালিয়াতি করে তাঁদের সদস্য করা হয়েছে।'

এদিকে কাজল ঘোষের মন্তব্য, 'আমি এখন দায়িত্বে নেই। ফলে কোন নেতা দুর্নীতি করেছেন, তা নিয়ে আমি কিছু বলতে পারব না।'

জানা যাচ্ছে, নতুন অস্থায়ী সদস্যদের মধ্যে ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ টুলটুলি সরকার ছাড়াও আরও তিনজন মহিলা রয়েছেন। পীযূষের দাবি, 'ওই চারজনের নামে কোনও জমি নেই। তাঁরা কেমন কৃষক! চাষিদের স্বার্থে তৈরি সমিতিতে তাঁদের কী কাজ?' তিনি জানান, খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ হওয়ার পর অভিযোগ জানানোর জন্য ১৪ দিন সময় ছিল। কিন্তু সেই সময়সীমা বর্তমানে পেরিয়ে গিয়েছে।

কয়েকদিন আগে তপন, পীযূষ সহ আরও অনেকে সমিতির সিআই দেবাশিস পালকে লিখিত অভিযোগ জানান। চলতি মাসের ২৮ তারিখ সমিতিতে যান সিআই। সেখানেও সদস্যদের একাংশ তাঁকে অভিযোগ জানান। ভোটার তালিকা থেকে ভুয়ো সদস্যদের নাম বাদ দেওয়ার দাবি জানান সমিতির প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রণবেশ সহ অনেকেই।

দেবাশিসের দাবি, 'এখানে দুর্নীতি হয়নি। কিছু মানুষ ঘোলাজলে মাছ ধরতে চাইছেন। কেউ তথ্যপ্রমাণ সহ অভিযোগ করতে পারেননি। সমিতি বোর্ড চালায়। তারাই সব সিদ্ধান্ত নেয়। যাঁরা অস্থায়ী সদস্য হয়েছেন, সমিতিই তাঁদের সদস্যপদ অনুমোদন করেছে।' তাই কোনও সমস্যা নেই দাবি দেবাশিসের।

প্রশ্ন যেখানে

- সমিতিতে নেতা-ঘনিষ্ঠদের অস্থায়ী সদস্যপদ দেওয়ার অভিযোগ
- আগামী ২২ অক্টোবর কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচন
- খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ হতেই দুর্নীতির অভিযোগ আরও জোরালো
- জমি না থাকা সত্ত্বেও কৃষি সমিতিতে সদস্য কীভাবে, প্রশ্ন

ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

চোপড়া, ৩০ অগাস্ট : বাড়ি থেকে এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল চোপড়া থানার কাঁচাকালী এলাকার। শুক্রবার শ্রিয়া সরকার (১৫) নামে ওই কিশোরীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। চোপড়া থানার কাঁচাকালী ক্যাম্পের পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বাড়িতে চুরি

চোপড়া, ৩০ অগাস্ট : কাঁচা চা পাতা ব্যবসায়ীর বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটল। চোপড়া থানার হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝানজিরি গ্রামের বাসিন্দা মহম্মদ হামিদের বাড়িতে বৃহস্পতিবার চুরি হয়। শুক্রবার বিকালে এবিষয়ে চোপড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই চা পাতা ব্যবসায়ী। তিনি জানান, দুষ্কৃতীরা বাড়ি থেকে কয়েক লক্ষ টাকা, গয়না ও মোবাইল নিয়ে গিয়েছে।

ধর্ষণ কাণ্ডে ২৫ বছর কারাবাস

জলপাইগুড়ি, ৩০ অগাস্ট : নাবালিকাকে ধর্ষণের দায়ে এক তরুণকে ২৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল আদালত। শুক্রবার জলপাইগুড়ি স্পেশাল পকসো আদালতের বিচারক ইন্দোবর ত্রিপাঠী ওই সাজা ঘোষণা করেছেন। এদিনের আদালতের রায়ে খুশি নির্যাতিতার পরিবার।

ঘটনার সূত্রপাত ২০২০ সালে। ময়নাগুড়ি ব্লকের ঘটনা। নাবালিকা এবং অভিযুক্ত তরুণ একে অপরের প্রতিবেশী। ঘটনার সময় নাবালিকার বয়স ছিল ১১ বছর। সেই সময় অভিযুক্তর বয়স ছিল ১৯ বছর। ওই নাবালিকা, তার ভাই এবং এলাকার কিছু কিশোর-কিশোরী বাড়ির পাশের একটি চা বাগানে যায় ফুল আনতে। সেই সময় তাদের দলে ছিল অভিযুক্তও। সন্ধে নামার মুখে ওই তরুণ হঠাৎ করে চিৎকার করে ওঠে 'বাগানের মালিক আসছে'। সেই চিৎকার শুনে নাবালিকা ও তার ভাই বাদে চা বাগানে যারা এসেছিল সকলেই পালিয়ে যায়। এরপর অভিযুক্ত ওই নাবালিকাকে জোর করে ঝোপের আড়ালে নিয়ে গিয়ে মুখ চেপে ধরে ধর্ষণ করে বলে।

সেই সময় নাবালিকার সাত বছরের ভাই সেটা দেখে ফেলে। চা বাগান থেকে দৌড়ে বাড়িতে এসে তাঁর মাকে ঘটনাটি জানায়। ছেলের মুখে শোনা মাত্রই মা ছোটেন চা বাগানে। মেয়ের নাম ধরে ডেকে অনেক খোঁজাখুঁজির পর চা বাগানের একটা নিকাশি ড্রেনের মধ্যে মেয়েকে বিবস্ত্র এবং অচৈতন্য অবস্থায় দেখতে পান। মেয়েকে উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যান। ঘটনার দিনই নাবালিকার মা ময়নাগুড়ি থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযুক্ত প্রথমে গা ঢাকা দিলেও পরে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে পকসো আইনে মামলা দায়ের করে। জেলায় এই প্রথম পকসো মামলায় ২৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা হল।

দুর্গাপুর-বাগডোগরা উড়ানের সূচনা

বাগডোগরা, ৩০ অগাস্ট : শুক্রবার থেকে দুর্গাপুর-বাগডোগরা রুটে সরাসরি বিমান পরিষেবা চালু করল ইন্ডিগো বিমান সংস্থা। সপ্তাহে চারদিন অর্থাৎ সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার এই উড়ান চলবে। এদিন বাগডোগরা বিমানবন্দরের ডিরেক্টর মহম্মদ আরিফ এই উড়ানের সূচনা করেন। ফলে, উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে আকাশপথে পূর্ব ভারতের সংযোগ আরও সুদৃঢ় হল। ফলে, পর্যটনেরও প্রসার ঘটবে।

বিমানবন্দর সূত্রে জানানো হয়েছে, দুর্গাপুরের অন্ডাল বিমানবন্দর থেকে দুপুর ১টা১৫ মিনিটে বিমান ছেড়ে বাগডোগরায় আসবে দুপুর ২টা২০ মিনিটে। ওইদিনই বাগডোগরা থেকে দুপুর ২টা ৫৫ মিনিটে ছেড়ে বিমানটি দুর্গাপুর পৌঁছাবে বিকাল ৪টা ৫ মিনিটে। ইন্ডিগো মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার দুর্গাপুর থেকে সরাসরি গুয়াহাটি উড়ান পরিষেবা দেবে। দুর্গাপুর থেকে ওই দিনগুলিতে বিমানটি দুপুর ১টা১৫ মিনিটে ছেড়ে গুয়াহাটি পৌঁছাবে দুপুর ২টা২০ মিনিটে। গুয়াহাটি থেকে ছাড়বে দুপুর ৩টা১০ মিনিটে। ওইদিনই দুর্গাপুরে পৌঁছাবে বিকাল ৪টা৫০ মিনিটে। একইসঙ্গে সোম, বুধ, শুক্র ও রবিবার মিলবে দুর্গাপুর-ভুবনেশ্বর সরাসরি উড়ান পরিষেবা।

১২ হাজারে সন্তান বিক্রি

কাঠগড়ায় ভবঘুরে দম্পতি

কোচবিহার, ৩০ অগাস্ট : নিজের কোলের সন্তানকে মাত্র ১২ হাজার টাকায় বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল বাবা-মায়ের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার পুরসভার ভবঘুরেদের জন্য আশ্রয়স্থল 'ঠিকানা'য়। শেষপর্যন্ত কোচবিহার পুরসভা কর্তৃপক্ষ, চাইল্ডলাইন ও পুলিশ উদ্যোগী হয়ে শিশুটিকে কোচবিহার শহর সংলগ্ন এলাকা থেকে উদ্ধার করে। বর্তমানে তাকে শহিদ বন্দনা হোমে রাখা হয়েছে।

কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'বাচ্চাটির বাবা-মা দীর্ঘদিন ধরে পুরসভার 'ঠিকানা' আবাসনে ছিলেন। সেখানেই বাচ্চাটির জন্ম হয়। সম্প্রতি একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে ও পুরসভার সহযোগিতায় আবাসনেই তার আনুষ্ঠানিকভাবে অন্নপ্রাশন হয়। তার কয়েকদিন বাদেই বাবা-মা শহরের এক নিঃসন্তান দম্পতির কাছে ১২ হাজার টাকায় শিশুটিকে চুপ করে বিক্রি করে দেন। বিষয়টি জানার পর পুলিশের সহযোগিতায় তাকে আমরা উদ্ধার করি।' যদিও শিশুটিকে কার কাছে বিক্রি করা হয়েছিল সে বিষয়ে চেয়ারম্যান কিছু বলতে চাননি।

প্রশ্ন উঠেছে, বাবা-মা কেন নিজেদের সন্তানকে বিক্রি করলেন? সেটা কি অভাবের তাড়নায়, নাকি কন্যাসন্তান বলে? আবাসনের কয়েকজন কর্মী শুক্রবার বলেন, বাচ্চাটি গর্ভাবস্থায় থাকাকালীনই আমরা আবাসনের অন্য আবাসিকদের মারফত জানতে পারি বাচ্চাটিকে বিক্রি করে দেওয়ার পরিকল্পনার কথা। অন্নপ্রাশনের কয়েকদিন বাদে বাচ্চাটিকে নিয়ে ওই দম্পতি ঘুরতে যান। চার-পাঁচদিন বাদে ঘুরে আসার পর আমরা দেখি তাঁদের সঙ্গে বাচ্চা নেই। জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁরা জানান, মায়ের কাছে রেখে এসেছেন। আমরা এরপর তাঁর মায়ের বাড়ি যেতে চাইলে তাঁরা বলেন, সন্তান দিনহাটায় রয়েছে। দিনহাটায় যাওয়ার কথা বললে তাঁরা আবার অন্য কথা বলেন। আমাদের সন্দেহ হওয়ায় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাই। শেষপর্যন্ত কর্তৃপক্ষ, পুলিশ সকালে এসে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে শহরের ব্যাংচাতরা রোড সংলগ্ন এলাকার কথা বলেন। এরপর কর্তৃপক্ষ ও পুলিশের নির্দেশে আবাসনের ম্যানেজার ও একজন কর্মী এবং বাচ্চাটির বাবা গিয়ে শিশুটিকে নিয়ে আসেন। কোথা থেকে বাচ্চাটিকে নিয়ে আসা হয়েছে আবাসনের ম্যানেজার তা জানেন না বলে জানিয়েছেন। দিদি টুম্পা বলেন, 'গত ১৩-১৪ দিন আমার বোন ও বোনজামাই এখানেই ছিল। বাচ্চার বিক্রির বিষয়ে তারা কিছু বলেনি। তারা জানিয়েছিল, বাচ্চাটিকে তারা হোমে রেখেছে।'

মর্মান্তিক

- ভবঘুরেদের আশ্রয়স্থল ঠিকানায় সন্তানটির জন্ম হয়
- কয়েকদিন আগে ওই আবাসনেই তার অন্নপ্রাশন হয়েছে
- সন্তানকে নিয়ে বাবা-মা কয়েকদিন আগে ঘুরতে যান
- ফেরার পর আবাসনের কর্মীরা দেখেন শিশুটি সঙ্গে নেই
- অসংলগ্ন উত্তরে সন্দেহ হওয়ায় কর্মীরা কর্তৃপক্ষকে জানায়
- পুলিশ ও পুরসভার সাহায্যে শিশু উদ্ধার

টিএমসিপি'র বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি ও ফাঁসিদেওয়া, ৩০ অগাস্ট : শুক্রবার আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে বিভিন্ন কলেজের সামনে বিক্ষোভ দেখাল দার্জিলিং জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ (টিএমসিপি)। শিলিগুড়ি কলেজ, সূর্য সেন মহাবিদ্যালয় সহ সমস্ত কলেজের টিএমসিপি ইউনিট এদিন অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তি দাবি করেছে। অন্যদিকে, দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবিতে এদিন ঘোষপুকুর কলেজে মিছিল করল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। সংগঠনের ঘোষপুকুর কলেজ কমিটির উদ্যোগে মিছিলটি কলেজের গেটের সামনে থেকে শুরু হয়।

সচেতনতা শিবির

শিলিগুড়ি, ৩০ অগাস্ট : সমরনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্যোগে শুক্রবার অনুষ্ঠিত হল ক্যানসার নিয়ে সচেতনতা শিবির। স্কুলের পড়ুয়াদের মায়েরা শিবিরে অংশ নেন। চলে আলোচনা সভাও। সহযোগিতায় ছিল সুমিতা ক্যানসার রিলিফ ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড এডুকেশন সোসাইটি। কর্মশালায় মোট ১১২ জন মা অংশ নেন বলে স্কুলের সহকারী শিক্ষক অর্ণব শীল জানান।

বনবিড়াল

শিলিগুড়ি, ৩০ অগাস্ট : গত দু'দিন ধরে শিলিগুড়ির চম্পাসারি এলাকায় চিতাবাঘের আতঙ্কে দিন কাটছিল স্থানীয় বাসিন্দাদের। চিতাবাঘ ধরার জন্যে খাঁচাও পেতেছিল বন দপ্তর। কিন্তু শুক্রবার ওই এলাকায় একটি বনবিড়াল দেখা গিয়েছে বলে বন দপ্তর সূত্রে খবর। ওই বনবিড়ালটিকেই চিতাবাঘ বলে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছিল বলে দাবি বন দপ্তরের।

চিতাবাঘ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ৩০ অগাস্ট : মোহরগাঁও-গুলমা চা বাগান এলাকা থেকে একটি চিতাবাঘ উদ্ধার হল শুক্রবার। বন দপ্তরের সুকনা বন্যপ্রাণ বিভাগের কর্মীরা মহানন্দার জঙ্গলে এদিন চিতাবাঘটিকে ছেড়ে দিয়েছেন।

অনুপস্থিতির কারণ জানতে বাড়িতে শিক্ষক

মনজুর আলম

চোপড়া, ৩০ অগাস্ট : শিক্ষকরা ঠিক সময়ে স্কুলে আসছেন কি না, গুগল ফর্মের মাধ্যমে তা নজর রাখা হচ্ছিল। এই উদ্যোগ ইতিমধ্যেই সাড়া ফেলে দিয়েছে চোপড়ায়। এবার স্কুলে পড়ুয়াদের উপস্থিতি বাড়াতে নয়া উদ্যোগ নেওয়া হল।

ব্লকের অধিকাংশ প্রাইমারি স্কুলে পড়ুয়াদের উপস্থিতির হার উদ্বেগজনক। সেই দিকটা মাথায় রেখে এবার স্কুলভিত্তিক যে সমস্ত পড়ুয়ার উপস্থিতি কম, তাদের তালিকা তৈরি করে বাড়ি বাড়ি ঘুরছেন শিক্ষকরা। এমনকি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ বানিয়ে সেখানে যুক্ত করা হচ্ছে অভিভাবকদের।

যে সমস্ত পড়ুয়া মাসে সাতদিন কিংবা ১৫ দিনের বেশি অনুপস্থিত, তাদের তালিকা বানিয়ে শিক্ষকরা বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাচ্ছেন। অনুপস্থিতির কারণ জানতে কথা বলা হচ্ছে অভিভাবকদের সঙ্গে। গত তিন মাস ধরে এই কাজ চলছে। চোপড়া নর্থ সার্কেলের শিক্ষকরা ইতিমধ্যেই বাড়ি বাড়ি ঘুরছেন বলে জানিয়েছেন সেই সার্কেলের পরিদর্শক (প্রাইমারি) ফারুক মণ্ডল।

অন্যদিকে, চোপড়া সার্কেলের স্কুল পরিদর্শক (প্রাইমারি) বরুণ শিকদার বলছেন, 'শিক্ষকদের সহায়তায় স্কুলভিত্তিক অনিয়মিত পড়ুয়াদের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। কারণ জানতে ১-১৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষকরা পড়ুয়াদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের মা-বাবার সঙ্গে কথা বলবেন। স্কুলে না আসার কারণ, কী কী সমস্যা, সমস্তটাই লিপিবদ্ধ করবেন শিক্ষকরা।' শিক্ষকরা অভিভাবকদের কী কী পরামর্শ দিচ্ছেন, সেটাও লিপিবদ্ধ করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

জানা গিয়েছে, অভিভাবকদের নিয়ে প্রতি মাসে সভা করা হবে। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দৈনিক পাঠানো হবে পড়ুয়াদের পারফরমেন্স। প্রাথমিক স্তরে এই প্রক্রিয়া শেষ হলে জুনিয়ার ও হাইস্কুলে একইভাবে কাজ শুরু হবে।

ব্লকে মোট প্রাইমারি স্কুল ১৪৭টি। জানা গিয়েছে, স্কুলভিত্তিক তিন মাসের সমীক্ষায় গড়ে মাসে সাতদিন অনুপস্থিত পড়ুয়ার সংখ্যা মোট ৯০৫ জন। ১৫ দিনের হিসেবে ৫২৯ জন। আর সারা মাসে অনুপস্থিতির সংখ্যা ৩৫০।

উল্লেখ্য, ব্লকের স্কুলগুলিতে শিক্ষকদের উপস্থিতির দিকে নজর রাখতে চালু হয়েছে গুগল ফর্ম। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শিক্ষকদের স্কুলে উপস্থিত হয়ে ছবি পাঠানোর নির্দেশ রয়েছে। এই উদ্যোগ গোটা ব্লকে বেশ ভালো সাড়া ফেলে দিয়েছে। এতে অভিভাবকরাও খুশি। তবে যেভাবে দিনের পর দিন পড়ুয়াদের উপস্থিতির হার কমছে, তাতে শিক্ষক মহলে উদ্বেগ বাড়ছে। তাই পড়ুয়াদের উপস্থিতির উপর নজর রাখতে চোপড়া ব্লকের দুই সার্কেলে এই নয়া উদ্যোগ।

পড়ুয়ার বাড়িতে সোনাপুর মর্নিং প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষিকা।

হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ

- মাসে সাতদিনের বেশি অনুপস্থিত থাকলেই তালিকায় উঠবে নাম
- শিক্ষকরা সেই সমস্ত পড়ুয়ার বাড়ি বাড়ি ঘুরছেন
- হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ বানিয়ে সেখানে যুক্ত করা হচ্ছে অভিভাবকদের
- স্কুলে না আসার কারণ, কী কী সমস্যা, সমস্তটাই লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে
- শিক্ষকরা অভিভাবকদের কী কী পরামর্শ দিচ্ছেন, তাও লিপিবদ্ধ হচ্ছে

গোয়ালটুলি-চটহাট রাজ্য সড়কের পাশে সাব ক্যানালের জমি দখল।

তৃণমূলের চাপে পদক্ষেপ নেই প্রশাসনের

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ৩০ অগাস্ট : একেবারে ক্যানাল ঘেঁষে পূর্ত দপ্তরের জমিতে গড়ে উঠেছে দোকান। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের সুদামগছ এলাকায় গোয়ালটুলি-চটহাট রাজ্য সড়কের পাশে সাব ক্যানালের জমি দখল করে তৈরি হয়েছে গ্যারাজ। একই জায়গায় মাথা তুলছে আরও ৩টি দোকান। পিলার বসানোর কাজও হয়ে গিয়েছে। অথচ সব দেখেও কার্যত নীরব দর্শকের ভূমিকায় প্রশাসন।

চটহাট বাঁশগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মহানন্দা ক্যানাল সেতু পেরোতেই চোখে পড়ল একের পর এক অবৈধ দোকান। চটহাট বাজার পর্যন্ত পূর্ত দপ্তরের জমির উপরই এই সমস্ত দোকান বসছে দীর্ঘদিন। এর আগে এই দখল তুলতে প্রশাসনের তরফে উদ্যোগ নেওয়ার কথা ছিল। তবে, অজানা কোনও কারণে তা ধামাচাপা পড়ে গিয়েছে। সূত্রের খবর, রাজ্যের শাসকদলের নেতাদের চাপেই প্রশাসন বড় পদক্ষেপ করতে পারেনি। যদিও, ফাঁসিদেওয়া সাংগঠনিক ১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মহম্মদ আখতার আলি বলছেন, 'দলের তরফে অবৈধ কোনও কাজে সায় দেওয়া হয়নি। সমস্ত জায়গায় দখলের অভিযোগ রয়েছে। প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে।'

জালাস নিজামতারায় বিতর্কিত উড়ালপুল নির্মাণ নিয়ে প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক স্তরে বহু জলঘোলা হলেও ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সেটি। মহম্মদবক্স থেকে মেডিকেল যাওয়ার পথে রাজ্য সড়কের পাশে ডানদিকে তেঁতুলতলা শ্মশানঘাট। সেই শ্মশানঘাটের পাশেই ভূগর্ভস্থ তেলের পাইপলাইন গিয়েছে। সেখানেই পাশাপাশি দুটি জমিকে সংযুক্ত করতে প্রায় ২ কোটি টাকা ব্যয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগে উড়ালপুল তৈরির অভিযোগ উঠেছিল এক শিল্পপতির বিরুদ্ধে। অনেক লেখালেখির পর শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ থেকে শুরু করে ব্লক প্রশাসন ও গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তারা উড়ালপুল পরিদর্শন করেন। কিন্তু তারপর সবাই চুপ।

ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি চন্দ্রমোহন রায়ের ব্যাখ্যা, 'বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের সব স্তরেই খবর রয়েছে। কাউকেই জানানো বাকি নেই। শিল্পপতিরা বৈধ কাগজ তৈরির চেষ্টা করছে। অনুমতি না পেলে উড়ালপুল বানানো যাবে না। যেহেতু কর্তৃপক্ষ অনুমতির জন্য আবেদন জানিয়েছে, সেজন্যই হয়তো প্রশাসন কোনও ব্যবস্থাও নিতে পারছে না।'

অবৈধ নির্মাণ সংক্রান্ত অভিযোগ এখানেই শেষ নয়। এর আগে রাঙ্গাপানি এলাকায় লেধাইমারি নদীর বাঁক ঘুরিয়ে প্লট করে ফ্ল্যাট নির্মাণের চেষ্টার মতো মারাত্মক অভিযোগ উঠেছিল একটি সংস্থার বিরুদ্ধে। বিজেপির স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। পরবর্তীতে, সেখানে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ, বিএলএলআরও, বিডিও সকলেই পরিদর্শনে যান। তবে, নদীর বাঁক আসলেই ঘোরানো হয়েছিল কি না সে বিষয়ে প্রশাসনের তরফে স্পষ্ট করে কিছুই জানানো হয়নি।

একরের পর একর সরকারি জমি হাপিস। মহকুমার মাটিগাড়া থেকে নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি থেকে ফাঁসিদেওয়া সর্বত্রই এক ছবি। মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারির পরও পদক্ষেপ নেই অনেক জায়গায়। এবারে ফাঁসিদেওয়ার জমি কেলেঙ্কারি উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাতায়। আজ দ্বিতীয় পর্ব

ফাঁসিদেওয়ার বিএলএলআরও-এর নির্দেশে ওই জমিতে মাপজোখ না হওয়া পর্যন্ত জমির বিতর্কিত অংশে নির্মাণকাজ করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এখন অবশ্য ওই বিতর্কিত জমিতে নির্মাণকাজ বন্ধ রয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর।

কিছু জায়গায় অবৈধ দখল এবং জমি সংক্রান্ত বেআইনি কার্যক্রম রুখতে দেখা প্রশাসনকে দেখা গেলেও, বেশিরভাগ জায়গাতেই পদক্ষেপের ক্ষেত্রে প্রশাসনের ভূমিকা নেই বলেই অভিযোগ। ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বিপ্লব বিশ্বাসের যুক্তি, 'জমির বিষয়ে বিএলএলআরও'র দেওয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

মোষ সহ ধৃত

ফাঁসিদেওয়া, ৩০ অগাস্ট : পাচারের আগেই দুটি লরি থেকে উদ্ধার হল মোষ। ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শুক্রবার বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ ফাঁসিদেওয়া ব্লকের মুরালীগঞ্জ চেকপোস্ট এলাকায় ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে প্রথমে দুটি লরি আটক করে।

তল্লাশি চালাতেই এক একটি লরি থেকে ২৬টি করে মোট ৫২টি মোষ উদ্ধার হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের কাছে মোষ পরিবহণের কোনও বৈধ নথি ছিল না। জিজ্ঞাসাবাদে ধৃতরা মোষ পাচারের কথা স্বীকার করেছে বলে দাবি পুলিশের।

উদ্ধার হওয়া মোষ খোঁয়াড়ে পাঠানোর পাশাপাশি পাচারে ব্যবহৃত লরি দুটি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। এদিন ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে।

শ্রমিকের মৃত্যু

চোপড়া, ৩০ অগাস্ট : কলকাতায় কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হল চোপড়া থানা এলাকার এক পরিযায়ী শ্রমিকের। পাঁচদিন আগে চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েতের কালিকাপুর গ্রামের বাসিন্দা কমরুল হক (৩০) কলকাতায় কাজ করতে যান। শুক্রবার কমরুলের বাড়িতে ফোন করে বলা হয়, সেখানে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গিয়েছেন।

আরজি করের ঘটনায় অভিনব প্রতিবাদ চিকিৎসকদের

প্রেসক্রিপশনেও 'বিচার চাই'

শুভজিৎ চৌধুরী ও চন্দ্রনারায়ণ সাহা

ইসলামপুর ও রায়গঞ্জ, ৩০ অগাস্ট : আরজি কর মেডিকেল কলেজে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় ব্যক্তি, সংগঠন ও সংস্থা বিভিন্নরকমভাবে প্রতিবাদে শামিল। দোষীদের শাস্তির দাবিতে মিছিল, মানববন্ধন থেকে বিক্ষোভ, হয়েছে সবই। অন্য চিকিৎসকদের মতোই প্রথম থেকে সরব উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের ডাঃ দেবব্রত রায়।

তাঁর প্রতিবাদের নয়া পন্থা ভাইরাল নেটমাধ্যমে। প্রেসক্রিপশনে ওষুধ এবং পরামর্শ লেখার পর 'বিচার চাই' স্ট্যাম্প মারছেন দেবব্রত। লাল রঙের ওই স্ট্যাম্পে গোল করে লেখা, 'আরজি কর : বিচার চাই। অপরাধচক্রের বিনাশ চাই।' মাঝখানে ইংরেজিতে বার্তা, 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস।' আরজি করের প্রাক্তনী ডাঃ দেবব্রত রায়ের ব্যাখ্যায়, '৯ অগাস্ট আরজি কর-এ যে ঘটনা ঘটেছে, তা নিন্দনীয় এবং ক্ষমার অযোগ্য। ২১ দিন পার হয়ে গেল, বিচার অধরা। বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠছে। তাই আমি প্রতিবাদের এই ভাষা বেছে নিয়েছি।'

তবে তিনি একা নন। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, কর্তব্যপালনের পাশাপাশি এই উপায়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন আরও বহু চিকিৎসক। প্রেসক্রিপশনে স্টিকার লাগিয়ে রোগী দেখছেন ইসলামপুরের চিকিৎসকদের একাংশ। তাঁদের প্রেসক্রিপশনের ছবি তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করছেন সাধারণ মানুষ। এমন উদ্যোগকে সমর্থন জানিয়েছে বিভিন্ন মহল।

ওই চিকিৎসকরা বলছেন, 'রোজ রাস্তায় নামা সম্ভব নয়। তাই কাজের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে আমাদের দাবি পৌঁছে দিতে এই পদক্ষেপ।' মূলত প্রাইভেট চেম্বারের প্রেসক্রিপশনে এধরনের বার্তা দিচ্ছেন তাঁরা।

শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ পার্থপ্রতিম ভদ্রর কথায়, 'হাসপাতালের কর্মরতদের পাশাপাশি যাঁরা ইসলামপুরে শুধুমাত্র প্রাইভেট চেম্বারে রোগী দেখেন, প্রতিবাদে শামিল সকলে। আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' অস্থিরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সাফি চৌধুরী বললেন, 'প্রত্যন্ত গ্রামের বহু মানুষ এখনও আরজি করের ঘটনা সম্পর্কে সেভাবে ওয়াকিবহাল নন। তাঁদের এই বিষয়ে জানাতে এবং আমাদের প্রতিবাদের আওয়াজ সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে স্টিকার লাগানো হচ্ছে। সেটা দেখে অনেক রোগী আমাদের জিজ্ঞেস করছেন। আমরাও সবটা জানাচ্ছি তাঁদের।'

রায়গঞ্জের আরও বেশ কয়েকজন চিকিৎসক প্রাইভেট চেম্বারে আসা রোগীদের প্রেসক্রিপশনে সিলমোহর মারছেন। ডাঃ উদয়ন কুণ্ডু, ডাঃ অনিন্দ্য সরকার, ডাঃ শুভম মানি, ডাঃ ধীমান পাল, ডাঃ পার্থপ্রতিম ভদ্র, ডাঃ উৎপল পাঁজা সহ শহরের বহু চিকিৎসক এই পন্থা অবলম্বন করছেন। প্রতিবাদ জানাতে প্রেসক্রিপশনকে বেছে নিলেন কেন? ডাঃ উদয়ন কুণ্ডুর যুক্তি, 'আমরা আলাদা জায়গায় থাকলেও একজোট হয়ে ঘটনার প্রতিবাদ করতে পারছি এভাবে।'

চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে আসা রমজান আলি বলছেন, 'ধর্ষণ করে হত্যা একটা অপরাধ। সেদিনের ঘটনার পর থেকে নিজেদের সন্তানদের জন্য ভয় লাগছে। ডাক্তারবাবুদের প্রতিবাদে আমারও সমর্থন রয়েছে।' এমন অভিনব প্রতিবাদের পন্থায় সমর্থন জানিয়েছেন স্থানীয় ওষুধ ব্যবসায়ীরাও। তাঁদের একজন পার্থপ্রতিম অধিকারীর প্রশ্ন, 'বিচারে কেন এত দেরি হচ্ছে, বুঝতে পারছি না। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ভয় লাগছে। খানিকটা আশাহত হয়ে পড়ছি।' আন্দোলন আরও তীব্র হলে সত্য সামনে আসবেই বলে মনে করেন তিনি।

বেনজির পন্থা

- প্রেসক্রিপশনে মারা লাল রঙের স্ট্যাম্পে লেখা, 'আরজি কর : বিচার চাই। অপরাধচক্রের বিনাশ চাই।'
- মাঝখানে ইংরেজিতে বার্তা, 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস।'
- প্রেসক্রিপশনে স্টিকার লাগিয়ে ইসলামপুরে রোগী দেখছেন কজন চিকিৎসক
- প্রেসক্রিপশনের ছবি তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করছেন অনেকেই
- চিকিৎসকদের এমন প্রতিবাদে সমর্থন রোগী, ওষুধ বিক্রেতাদের

ইসলামপুরের এক চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশনে 'প্রতিবাদী' স্টিকার।

শরতের ছোঁয়া।। *ফুটেছে পদ্ম। পুকুরে বিচরণ সরাল হাঁসের। ময়নাগুড়িতে। ছবি : অর্ঘ্য বিশ্বাস*

তরুণের ঝুলন্ত দেহ

শিলিগুড়ি, ৩০ অগাস্ট : ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পুঁটিমারি-ডাঙ্গাপাড়ায় শুক্রবার এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম তপু রায় (১৮)। এদিন ভোর পাঁচটা নাগাদ বাড়ির একটি গাছে তপুকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। বাড়ির লোকের চিৎকারে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা। এরপর নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। সেখানে চিকিৎসক তপুকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতো বৃহস্পতিবার রাতে খাওয়াদাওয়া সেরে নিজের ঘরে ঘুমোতে যান তপু। তারপর ভোরে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। ঠিক কী কারণে এমনটা ঘটল, বুঝে উঠতে পারছে না পরিবার এবং প্রতিবেশীরা। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নবজাতকের দেহ

শিলিগুড়ি, ৩০ অগাস্ট : সাতসকালে নবজাতকের দেহ উদ্ধার। শুক্রবার ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোলানাথপাড়ার কয়েকজন বাসিন্দার নজরে প্রথমে আসে বিষয়টি। এলাকার একটি গোডাউনের পাশে পরিত্যক্ত জায়গায় ঝোপের আড়ালে একটি নবজাতককে দেখতে পান তাঁরা। জানাজানি হতেই ভিড় জমতে শুরু করে ঘটনাস্থলে। খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছায় আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ। শিশুটিকে উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যায় তারা। চিকিৎসকরা শারীরিক পরীক্ষার পর মৃত বলে ঘোষণা করেন।

স্মারকলিপি

খড়িবাড়ি, ৩০ অগাস্ট : আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার বিচার চেয়ে শুক্রবার মিছিল করল অধিকারী কেশরডোবা নারী সংগঠন। পাশাপাশি অধিকারী এলাকায় মাদকাসক্তদের নিয়ন্ত্রণে আনার দাবি জানিয়ে খড়িবাড়ি থানায় স্মারকলিপি দিয়েছে সংগঠনটি। এদিন বিকেলে অধিকারী থেকে মিছিল করে থানায় এসে জড়ো হন সংগঠনের সদস্যরা।

সংগঠনের তরফে তনয়া দাস বলেন, 'অধিকারীতে কৃষ্ণকান্ত হাইস্কুলের মাঠে সন্ধে হলেই নেশার আসর বসে যায়। মাঠ নোংরা করে চলে যায় মাদকাসক্তরা।' উপযুক্ত পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ।

রক্তদান শিবির

খড়িবাড়ি, ৩০ অগাস্ট : বাতাসির একটি বেসরকারি স্কুলের উদ্যোগে শুক্রবার রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। স্কুলের প্রাক্তন পড়ুয়া, অভিভাবক, এলাকার সাধারণ মানুষ এবং শিক্ষকরা রক্তদান করেন। সংগৃহীত ১০৯ ইউনিট রক্ত শিলিগুড়ি রোটারি ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়েছে।

প্রতিবাদ নয়, ছবিতে সমবেদনা পুলিশের

ব্যাখ্যা রাজ্য ওয়েলফেয়ার কমিটির কর্তার

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৩০ অগাস্ট : কারও সঙ্গে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। পুলিশ পুলিশের কাজের মধ্যে রয়েছে। সেটাই তাদের মূল লক্ষ্য। আরজি কর কাণ্ডে নির্যাতিতার বিচারের দাবি ওঠার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় পুলিশকর্মীদের সঙ্গে প্রতিবাদীদের তর্জা শুরু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটির কনভেনার বিজিতেশ্বর রাউত। তিনি বলেন, 'আক্রান্ত পুলিশকর্মীর ছবির মাধ্যমে আমরা কোনও প্রতিবাদ নয়, সমবেদনা জানাচ্ছি। আমরা সমব্যথী।' এদিন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটির উদ্যোগে দীনবন্ধু মঞ্চে পুলিশকর্মীদের সন্তানদের পুরস্কৃত করা হয়। দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির ৯২ জন কৃতী পড়ুয়াকে এদিন সম্মানিত করা হয়।

এদিনের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে উঠল বর্তমান পরিস্থিতির কথা। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের কমিশনার সি সুধাকর বললেন, 'একটা কথা মনে রাখতে হবে, আমাদের প্রশংসা কেউ করবে, সেই প্রত্যাশা করা ঠিক নেই। আমরা কোনও ব্যবসা করছি না। আমরা এখানে সার্ভিস দিতে এসেছি। মানুষের জন্য আমরা কাজ করছি।'

আরজি করের ঘটনাপ্রবাহ এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এবং প্রতিবাদী জনতার সম্পর্ক তিক্ত হতে শুরু করেছে। পুলিশকে ইঙ্গিত করে স্লোগান সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরছে। তাতে যে তারা ব্যথিত, সেটা পালটা স্লোগানের মাধ্যমে পুলিশকর্মীরা তুলে ধরতে চাইছেন নিজেদের সোশ্যাল মিডিয়ায়। তারও পালটা উক্তি, কবিতা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতে শুরু করেছে। লাইনগুলো এরকম, 'পুলিশ তুমি জবাব দাও, আমাদের সুরক্ষার কে নেবে ভার?/ নিজের মেয়ে লড়াই করে হচ্ছে বড়, সমাজের মেয়ে কলঙ্কিত কেন?'

এই পরিস্থিতিতে এদিন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুলিশ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির অনুষ্ঠানে পুলিশকর্তারা কী বার্তা দেন, সেদিকে সবারই নজর ছিল। সমালোচনা, কটাক্ষ প্রসঙ্গে বিজিতেশ্বর রাউত বলেন, 'আমরা আমাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছি। কারা কটাক্ষ করছে, সেটা তারাই জানে। তবে আমি একটা কথাই বলি, আমাদের সবটাই মানুষের দেওয়া ট্যাক্সের টাকায় চলে। তাই মানুষের প্রতি আমাদের সবসময় দায়বদ্ধতা রয়েছে।'

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুলিশ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির কনভেনার বলেন, 'এই অনুষ্ঠান একেবারেই আমাদের পারিবারিক। আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করতে পারি না। কোনও অনুষ্ঠানে একসঙ্গে থাকতে পারি না। তারপরেও আমাদের ছেলেমেয়েরা ভালো ফলাফল করছে। তারা যাতে অনুপ্রাণিত হয়, সেজন্য এই উদ্যোগ।' তিনি জানান, এদিন উত্তরবঙ্গের কৃতীদের সংবর্ধনা দেওয়া হল। সেপ্টেম্বরে দক্ষিণবঙ্গের কৃতীদের দেওয়া হবে।

পুলিশ কমিশনারের কথায়, 'মহিলা পুলিশকর্মীদের ডাবল দায়িত্ব। বাড়ি সামলানোর পাশাপাশি তাদের পুলিশের কাজও করতে হয়।' তাঁর সংযোজন, 'প্রত্যেক বছর পুলিশের সন্তানদের মধ্যে চার-পাঁচজন যদি আইএএস-আইপিএস হয়, তাহলে খুব ভালো হয়।' তবে এসব কিছুর মধ্যে আরজি করের অভিযুক্তদের শাস্তি চাইছে পুলিশদের পরিবারও। অভিভাবক মল্লিক দাসের কথায়, 'আমাদের সন্তানও টিউশনে পড়তে যায়। চিন্তা তো হয়ই, আরজি করের অভিযুক্তদের শাস্তি হলে ভালো।'

স্পিরিট সহ গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ৩০ অগাস্ট : ভেজাল মদের সামগ্রী (স্পিরিট) বিক্রি করতে এসে নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) থানার পুলিশের হাতে ধরা পড়ল এক মহিলা। ধৃতের নাম গীতা শৈব, সে নকশালবাড়ির বাসিন্দা। শুক্রবার সকালে গীতা প্রায় ৩৭ লিটার স্পিরিট সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। এনজেপির নেতাজি মোড় সংলগ্ন এলাকায় বিক্রির উদ্দেশ্য ছিল তার। গোপন খবরের ভিত্তিতে সেখানে পৌঁছায় এনজেপি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। কয়েকটি স্পিরিট ভর্তি জার সহ গীতাকে আটক করা হয়। এরপর তাকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। এদিনই জলপাইগুড়ির আদালতে তোলা হয় ধৃতকে। জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পেরেছে, গীতা অনেকদিন ধরেই অবৈধ কারবারে জড়িত। আগেও বহুবার সে এই এলাকায় এধরনের সামগ্রী বিক্রি করেছে। নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি থেকে গীতা স্পিরিট সংগ্রহ করে বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করে বলে খবর পুলিশ সূত্রে। মূলত নকল মদ তৈরিতে বেআইনি কারবারিরা এটা ব্যবহার করে।

পুজো-পর্যটনে গুচ্ছ পরিকল্পনা পাহাড়ে

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৩০ অগাস্ট : পরিবার নিয়ে ম্যালে ফোটো সেশন কিংবা পদ্মজা নাইডু জুলজিকাল পার্কে ঘুরে বেড়ানো সবসময় ভ্রমণপ্রেমীদের ইচ্ছের তালিকায় থাকবে, এমনটা জরুরি নয়। অনেকেই পাহাড়ে আসেন অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের টানে। ট্রেকিং, র‍্যাফটিং থেকে প্যারাগ্লাইডিং- নানারকম বিকল্প রয়েছে পর্যটকদের জন্য। সেই কথা বিলক্ষণ জানে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন।

তাই পুজোর ঢাকে কাঠি পড়ার আগেই বন্ধ থাকা অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম চালুর সিদ্ধান্ত নিল জিটিএ। ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সংস্থার পর্যটন বৈঠকে। পাশাপাশি পুজো পর্যটনের কথা মাথায় রেখে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় জোর দেওয়া, পাহাড়কে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলার মতো একাধিক পরিকল্পনা নিয়েছে জিটিএ। সংস্থার অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের কোঅর্ডিনেটর দাওয়া শেরপার বক্তব্য, 'পুজোর সময় প্রচুর পর্যটক দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ে বেড়াতে আসেন। এবারও ব্যতিক্রম হবে না। তাই ১৫ সেপ্টেম্বর চালু করে দেওয়া হচ্ছে সমস্ত রকম অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম।'

-প্রতীকী ছবি

ভরা বর্ষায় প্রতিবছর পাহাড়ে বন্ধ করে দেওয়া হয় এধরনের কার্যকলাপ। তবে এবার র‍্যাফটিং আগাম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল তিস্তায় জলস্ফীতির কারণে। প্রবল বৃষ্টির কারণে কালিম্পংয়েও প্যারাগ্লাইডিং নির্দিষ্ট সময়ের আগে বন্ধ করে জিটিএ। এখন আবহাওয়া বদলেছে অনেকটা। তাছাড়া সামনে পুজো। তাই পর্যটক টানতে অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

চালু করে দেওয়া হচ্ছে সান্দাকফু সহ অন্য ট্রেকিং রুটগুলোও। জিটিএ'র সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম প্রিয় পর্যটকরা বেশ কিছুদিন ধরেই খোঁজখবর করছিলেন বলে তাঁদের দাবি। হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যালের প্রতিক্রিয়া, 'কিছু সংখ্যক পর্যটক রয়েছেন, যাঁরা এই সময়টাকে বেছে নেন ট্রেকিং কিংবা অন্যান্য অ্যাডভেঞ্চারের জন্য। তাঁদের জন্য অত্যন্ত ভালো খবর।'

জিটিএ সূত্রে খবর, দার্জিলিং থেকে মিরিক, কালিম্পং থেকে কার্সিয়াং- পাহাড়ে যেখানে দুর্গাপুজো হয়, সেই জায়গাগুলিকে সাজিয়ে তোলা হবে চলতি বছর। দার্জিলিংয়ের ম্যাল-কে নিয়ে আলাদাভাবে চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। জিটিএ'র পর্যটন সচিব সোনম ভুটিয়া জানালেন, দুর্গাপুজোর আগে এবং ছুটিতে প্রচুর পর্যটক বেড়াতে আসেন। তাঁদের স্বাচ্ছন্দ্য এবং আরও বেশ কয়েকটি বিষয়ে নজর দিতে পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে।

পর্যটক টানতে

- ১৫ সেপ্টেম্বর চালু করে দেওয়া হচ্ছে সবরকম অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম
- পাহাড়ে যেখানে দুর্গাপুজো হয়, সেই জায়গাগুলিকে সাজিয়ে তোলা হবে চলতি বছর
- দার্জিলিংয়ের ম্যাল নিয়ে আলাদাভাবে চিন্তাভাবনা রয়েছে জিটিএ'র
- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় জোর পাহাড়ে

ভারত সরকার
অর্থমন্ত্রক, রাজস্ব বিভাগ
পরোক্ষ কর ও কাস্টমস-এর কেন্দ্রীয় বোর্ড
কাস্টমস-এর জাতীয় অ্যাকাডেমি, পরোক্ষ কর ও মাদক, পালাসমুদ্রম

বিজ্ঞাপন

কাস্টমস ব্রোকারস পরীক্ষা, ২০২৫

অগাস্ট, ২০২৪

১। সংশোধিত কাস্টমস্ ব্রোকারস লাইসেন্সিং রেগুলেশনস (সিবিএলআর), ২০১৮ -এর অধীন কাস্টমস ব্রোকার হিসেবে কাজ করার জন্য লাইসেন্স ইস্যু করার জন্য অনলাইন লিখিত পরীক্ষায় উপস্থিত হওয়ার জন্য ভারতীয় নাগরিকগণের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। রেগুলেশনের একটি প্রতিলিপি www.cbic.gov.in'এতে পাওয়া যাবে।

২। সমস্ত দরখাস্ত অবশ্যই অনলাইন পদ্ধতিতে CBLMS পোর্টাল (https://cbims.gov.in) এতে দাখিল করতে হবে। আবেদকদের অবশ্যই CBLMS পোর্টালে রেজিস্টার করতে হবে যদি না ইতিমধ্যেই না করা হয়ে থাকে। সিবিএলএমএস পোর্টালে লগ ইন করার পর আবেদকদের একটি 'F' ক্যাটিগোরির এগজাম ও লাইসেন্স "দরখাস্ত করতে হবে। সিবিএলএমএসে রেজিস্ট্রেশনের জন্য বিস্তারিত ইউজার ম্যানুয়াল এবং "এফ ক্যাটিগোরি এগজাম ও লাইসেন্স" ফাইলিং করার পর দরখাস্তের ফর্ম সিবিএলএমএস পোর্টালে "https://cbims.gov.in - > Knowledge Center - > Help Manual & FAQs" Page এতে পাওয়া যাবে তৎসহ টাইটেল "এফ ক্যাটিগোরি পরীক্ষা ও লাইসেন্স অ্যাপ্লিকেশন (পার্ট-I) এবং "User Manual for F Category Exam and Licence Application (Part II)"

৩। আবেদকদের সাবধানে পলিসি সেকশন দরখাস্তের ফর্ম পূরণ করার সময় বেছে নিতে হবে। এটা নিশ্চিত করার প্রয়োজন যে দরখাস্তের ফর্ম পূরণ করতে হবে এবং সম্পূর্ণ ও নিখুঁত তথ্য দাখিল করতে হবে কারণ এটা একমাত্র দাখিল করা যাবে। সম্পূর্ণ "F Category Exam & License" দরখাস্ত অবশ্যই ২০.১০.২০২৪ থেকে ২১.১১.২০২৪ এর ২৪.০০ ঘটিকার মধ্যে দাখিল করতে হবে।

৪। আবেদককে টা: ৫০০/- (পাঁচশ টাকা মাত্র) 'এর শুল্ক অনলাইনে "F Category Exam & License" অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম বা ম্যানুয়াল চালানের পলিসি সেকশনে যদি উপরোক্ত অনুচ্ছেদ ৩ এতে উল্লেখিত হয়েছে এবং "F Category Exam & License" দরখাস্তের সঙ্গে ম্যানুয়াল চালানের একটি প্রতিলিপি আপলোড করতে হবে। শুল্কের সকল পেমেন্ট ব্যতিরেকে কোনও দরখাস্ত গ্রহণ করা হবে না।

৫। আবেদন করার পূর্বে, আবেদন প্রার্থীদের নিশ্চিত হতে হবে যাতে তারা আবেদনপত্র সম্পূর্ণভাবে পূরণ করে অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র সরাসরিভাবে বাতিল করা হবে।

৬। আবেদনকারীদের দ্বারা জমা দেওয়া যে কোনো তথ্য যদি ভুল প্রমাণিত হয় তবে আবেদনপত্রটি বাতিল করে দেওয়া হবে অথবা অনুমতিপত্র বাতিল করে দেওয়া হবে অথবা অনুমতি পত্র (যদি সেটি জারি হয়ে থাকে) বাতিল করা হবে।

৭। সিবিএলএমএস পোর্টালে থাকা আবেদনপত্রটি নিবন্ধন অথবা পূরণ করতে যে কোনো কারিগরি ব্যাঘাত সৃষ্টি হলে দয়া করে উপরে অনুচ্ছেদ ৩এ উল্লেখিত নীতি সম্পর্কিত বিভাগে সত্বর যোগাযোগ করুন। নীতি বিভাগে যোগাযোগের বিশদ বিবরণ প্রদান করা হয়েছে – "https://cblens.gov.in – CONTACT US" সিবিএলএমএস পোর্টালের পেজে।

৮। লিখিত পরীক্ষার পাঠ্যক্রম সিবিএলআর ২০১৮-এর ৬(৭) প্রবিধান অনুসারে তৈরি করা হবে।

৯। পরীক্ষায় উপস্থিত হওয়া যোগ্য আবেদন প্রার্থীদের নাম প্রকাশ করা হবে নোটিশ বোর্ডে এবং / অথবা কমিশনারেটের নিজস্ব ওয়েবসাইটে ০৮.১২.২০২৪ তারিখের মধ্যে।

১০। রোল নং, অ্যাডমিট কার্ড, পরীক্ষা কেন্দ্র সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য সিবিআইসি ওয়েবসাইট এবং এনএসিআইএন-এর অন্তর্ভুক্ত আইকন/ট্যাব <GSTP/CBLR Exam>-এ উপলব্ধ থাকবে। অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোডের লিঙ্ক উপরোক্ত ওয়েবসাইটে প্রদান করা হবে। যোগ্য আবেদন প্রার্থীদের পরীক্ষার তারিখের ১২ দিন আগে তাদের নিজস্ব ইমেল-এ অ্যাডমিট কার্ড পাঠানো হবে। লিখিত পরীক্ষাটি ২০২৫-এর মার্চ মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে।

১১। পরীক্ষার্থীদের উত্তর দেওয়ার জন্য ইংরেজি অথবা হিন্দি ভাষার বিকল্প দেওয়া হবে।

১২। সফল পরীক্ষার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার জন্য আলাদাভাবে যোগাযোগের মাধ্যমে ডাকা হবে।

১৩। যোগ্যতা এবং আবেদন করার প্রক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্যের অনুসন্ধানের জন্য দয়া করে ওয়েবসাইট (www.cblc.gov.in এবং www.nacin.gov.in)-এ উপলব্ধ প্রবিধান অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে অথবা যোগাযোগ করুন নিকটবর্তী শুল্ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির সঙ্গে। একটি সহায়তাকারী মাধ্যমে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার প্রথম তারিখ থেকে পরীক্ষার দিন পর্যন্ত ইমেলের ঠিকানা – cblr-nacinpsm@gov.in-এ কর্মক্ষম থাকবে।

প্রিন্সিপাল ডিরেক্টর জেনারেল
এনএসিআইএন, পালাসমুদ্রম

CBC 15502/11/0002/2425

শনিবার, ১৪ ভাদ্র ১৪৩১, ৩১ অগাস্ট ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১০৪ সংখ্যা

উদ্বেগজনক তথ্য

আমির খান অভিনীত 'থ্রি ইডিয়টস' সিনেমা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার গোড়ায় গলদ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল। সিনেমাটির গল্পে কলেজের চিরাচরিত পাঠক্রমের পড়া শেষ না করে নতুন স্বপ্নে ডানা মেলার চেষ্টা করায় এক পড়ুয়াকে প্রকাশ্যে তিরস্কার করেছিলেন অধ্যক্ষ। চরম হতাশায় শেষে সেই পড়ুয়া আত্মহননের পথ বেছে নেন। তাঁর শেষকৃত্যে 'র‍্যাঞ্চো' তাঁর অধ্যক্ষকে সোজাসুজি জানিয়েছিলেন, ভারতে রোগভোগে যত মানুষ মারা যান, তার থেকে অনেক বেশি পড়ুয়া আত্মহত্যা করেন প্রতি বছর।

সেই চিত্র কতটা উদ্বেগজনক, তার একটি রিপোর্ট এবার প্রকাশ্যে চলে এল। এনসিআরবি'র 'স্টুডেন্টস সুইসাইডস : অ্যান এপিডেমিক সুইপিং ইন্ডিয়া' রিপোর্টে অনুযায়ী, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং সার্বিক আত্মহত্যার প্রবণতা ছাপিয়ে গিয়েছে পড়ুয়াদের আত্মহত্যার সংখ্যা। গত এক দশকে ০-২৪ বছর বয়সিদের জনসংখ্যা ৫৮২ থেকে ৫৮১ মিলিয়নে নেমে গিয়েছে। তবে পড়ুয়াদের আত্মহত্যার সংখ্যা ৬,৬৫৪ থেকে বেড়ে হয়েছে ১৩,০৪৪।

২০২৪-এ এনসিআরবি-র প্রকাশিত রিপোর্টটিতে পড়ুয়াদের আত্মহত্যায় দেশের মধ্যে শীর্ষস্থানে মহারাষ্ট্র। সবথেকে বেশি পড়ুয়া আত্মহত্যা করেছেন এই রাজ্যে। তারপর যথাক্রমে মধ্যপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ু। রাজস্থানের কোটায় কোচিং সেন্টারগুলিতে পড়তে গিয়ে প্রতি বছর অনেক পড়ুয়ার আত্মহত্যা সামনে আসে। সেই রাজ্যের স্থান ওই তালিকায় দশম। ইউনিসেফের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সি প্রতি সাতজনের মধ্যে একজনের মানসিক স্বাস্থ্য খারাপ।

ভারতের মোট জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ তরুণ প্রজন্মের। এনসিআরবি'র রিপোর্টে আত্মহত্যার যে ভয়াবহ ছবি উঠে এসেছে, তা তাই অত্যন্ত উদ্বেগের। কেন এই অবস্থার পরিবর্তন করা যাচ্ছে না- প্রশ্নটি অত্যন্ত সংগত। যে কারণে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা, সামাজিক পরিস্থিতি, পারিবারিক অবস্থা ইত্যাদি সবকিছুর তাই নতুন করে মূল্যায়নের সময় এসেছে।

পড়ুয়াদের আত্মহত্যার জন্য সবার আগে শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটির অভিযোগ ওঠে। নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি চালু হয়েছে কয়েক বছর হল। পড়ুয়াদের বোঝা লাঘব করতে পাঠক্রমকে ক্রমাগত সরল করা হচ্ছে। বোর্ডের পরীক্ষাগুলির পর মেধাতালিকা প্রকাশ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পড়ুয়াদের স্বার্থে এ সব পদক্ষেপের পরও আত্মহত্যায় লাগাম টানা যাচ্ছে না।

শিক্ষা ব্যবস্থায় কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন কি অধরাই থেকে যাচ্ছে- এই প্রশ্নের উত্তর তাই খুঁজতে হবে সরকার, শিক্ষক সমাজ, সব পক্ষকে। রিপোর্ট অনুযায়ী, ছাত্রীদের তুলনায় ছাত্রদের আত্মহত্যার সংখ্যা বেশি। আইসিত-এর প্রতিষ্ঠাতা গণেশ কোহলি মনে করেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে পড়ুয়াদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর সর্বাধিক নজর দেওয়া উচিত। ইঁদুর দৌড়ে শামিল হওয়ার বদলে পড়ুয়াদের সামগ্রিকভাবে ভালো থাকার জন্য যোগ্যতা বাড়ানোর দিকে নজর দেওয়া অধিক জরুরি বলে তাঁর অভিমত।

সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পদ্ধতিগত, ব্যাপক এবং কার্যকর পেশামুখী কাউন্সেলিং পরিকাঠামো তৈরির পক্ষেও তিনি সওয়াল করেছেন। যে ধরনের কথা বিশেষজ্ঞরা প্রায় সময়ই বলেন। কাজের কাজ হয় না। অথচ একে অন্যকে দোষারোপ করে এই সমস্যাটির সমাধান অসম্ভব। নতুন প্রজন্মের মগজে কার্ফিউ জারি করলে পরিস্থিতি আরও সাংঘাতিক হতে পারে।

পড়ুয়াদের আত্মহত্যার মতো সমস্যার সমাধানে রাষ্ট্রের পাশাপাশি নাগরিক সমাজেরও দায়িত্ব আছে। পড়ুয়াদের সমস্যায় তাঁদের পরিবারকেও সতর্ক ও যত্নবান থাকা উচিত। জোর করে কারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনওকিছু চাপিয়ে দেওয়ার মানসিকতার ফল ভয়ংকর হয়। অনেক ছাত্রছাত্রীর ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে আকছার। কচি মনের চাহিদা, পাওয়া, না পাওয়ার যন্ত্রণা বোঝার চেষ্টা করা উচিত অভিভাবকদেরও। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রের লাগাতার চাপে তরুণ মন এবং স্বপ্ন যাতে ভেঙে না যায়, খেয়াল রাখায় অগ্রাধিকার থাকুক।

অমৃতধারা

ভাগ্যং ফলিত সর্বত্রং। ভাগ্যানুসারে জীবের গতাগতি হয় বলিয়াই ত্রিলোকের সুখ-দুঃখ দ্বারা ত্রিদণ্ডে দণ্ডিত হয়। তার জন্য হর্ষ মর্ষ না করিয়া ভোগ ত্যাগের জন্য ধৈর্যের বরণ কারিয়া সত্যনারায়ণের সেবা করিতে হয়। অতএব সর্ব অবস্থায় সত্যের অধীনে থাকিতে চেষ্টা করিবেন। সিন্নি দিয়া সত্যনারায়ণের সেবা করে। সিন্নিকে ভাগ করা বলে। ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, হাসি-কান্না এই যে দ্বন্দ্ব বিভাগ, অভিমানের অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হয়। ইহার ভাগ ত্যাগ করিলে সিন্নি দিয়া সত্যের পূজা হয়। তাহার সাক্ষী সতী হরগৌরী, অবিচ্ছেদ সত্যবানকে উদ্ধার, কালদণ্ডের হাত হইতে অভিযোগ সত্যবানকে প্রাপ্ত হইয়া পিতৃকুল (ধর্ম), পতিকুল (কর্ম, সেবা), পুত্রকুল (পবিত্র, শুচি) উদ্ধার করিয়াছিলেন। জগতে যাহা কিছু ব্যবহার করি সকলি গতাসু, অস্থায়ী, সুখদুঃখপ্রদ।

-শ্রীশ্রীরামঠাকুর

দুই বাংলায় সেলেবদের পালটি খেলা

বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে আজ দুটি পথ খোলা রাখতে ব্যস্ত অনেক সেলেব। দুই বাংলায় বহু মুখ স্ববিরোধিতার নাম।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

ওপার বাংলার অদিতি মহসিন রবীন্দ্রসংগীতে এক বিশিষ্ট নাম। গঙ্গা ও তিস্তার পারেও তাঁর ভক্ত প্রচুর। খুব সম্প্রতি তিনি ফেসবুকে লিখেছেন, '১৭ দিন বয়সের সরকারের কাছে এত দাবি, এত বায়না কেন! এত বছর দাবি-দাওয়া কোথায় ছিল? বন্যাবিধ্বস্ত দেশে মানুষের পাশে দাঁড়ান। সরকারকে কাজ করতে দিন। অস্থিরতা সৃষ্টি করবেন না।'

দ্বিধাবিভক্ত বাংলাদেশে স্পষ্টতই নতুন সরকারের দিকে তিনি। হাসিনার পতন ও পলায়নের পর লিখেছিলেন, 'গতকাল ৫ অগাস্ট এক অভূতপূর্ব বিজয় অর্জিত হয়েছে শিক্ষার্থীদের হাত ধরে। কুর্নিশ ও লাল সালাম এই প্রজন্মের সন্তানদের। আমরা ভয়ে যা করতে পারিনি, তারা করে দেখিয়েছে।' আবার এটাও সত্যি, এই অরাজকতা-দ্বেষের দেশে সাহস করে তিনি নিয়মিত প্রশ্ন তুলেছেন। ইউনূসের নতুন 'বাংলাদ্বেষে' যখন মুজিব পরিত্যক্ত, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ভয় পাচ্ছে লোকজন, তখনও অদিতি লিখেছেন, 'রেহাই পেল না বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল, ভাস্কর্যও। ছয়-সাতটি বেসরকারি টেলিভিশনেও ভাঙচুর হল। এসব দেখে খুবই মর্মাহত হলাম। বঙ্গবন্ধুর অবদান আমাদেরকে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করতে হবে।'

হাসিনা-পরবর্তী বাংলাদেশে আমজনতার অধিকাংশের কাছে রবীন্দ্রনাথ আচমকা খলনায়ক। সেখানে ২২শে শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথের ছবি দিয়ে অদিতি লিখলেন, 'ভয় হতে তব অভয়মাঝে নূতন জনম দাও হে।/দীনতা হতে অক্ষয় ধনে, সংশয় হতে সত্যসদনে,/জড়তা হতে নবীন জীবনে নূতন জনম দাও হে।' এক অর্বাচীন সেই পোস্টে গিয়ে লিখলেন, 'কী যে বলেন নূতন জন্ম দাও। জিনকে অস্বীকার করা যায়। ইসলামি গান শিখুন, রুটিরুজি এখন ওখানে।' পালটা লিখলেন অদিতি, 'That's none of your business!!!! What we will learn, we do, we earn, we say! That is really shouldn't be your concern.'

বাংলাদেশে যখন সংখ্যালঘুরা অনেকেই ভয়ে কাঁপছেন, তখন অদিতি লিখেছেন, 'আমরা কেউ যেন বিশৃঙ্খল না হই। আমাদের হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ভাইবোনদের আমরা পাহারা দেব।'

আজকের জমানায় রাজনীতির প্রভাব মারাত্মক পড়ে শিল্পীদের ওপর। অদিতি যেমন সোজাসুজি কথা বলতে পারছেন, আরও দুই বিখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত গায়িকা রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, শামা রহমান সেভাবে কথা বলতে পারছেন না। তাঁরা ফেসবুকে অত সক্রিয়ও নন। বন্যা নিজে হাসিনার বোন রেহানার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। বন্যার নামে অভিযোগ উঠেছে, হাসিনার প্রভাব খাটিয়ে দখল করা জমিতে নিজের গানের স্কুল সুরের ধারা গড়ে তুলেছেন। শামা আবার আওয়ামি লিগের প্রয়াত মন্ত্রী সাজেদা চৌধুরীর ছেলের বৌ।

বাংলাদেশের সর্বকালের দুই জনপ্রিয় শিল্পী রুনা লায়লা এবং সাবিনা ইয়াসমিনেরও একই পরিস্থিতি। কোথাও কিছু বলতে পারছেন না। চুপচাপ। শাকিব খান থেকে অপু বিশ্বাস, চঞ্চল চৌধুরী থেকে মোশারফ করিমরা কেমন আছেন, তা স্পষ্ট নয়। একমাত্র পরিমণি এবং বাঁধনই প্রকাশ্যে হাসিনার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। বাঁধন রাস্তায় নেমে বাঁধন হারা হয়েছেন। হাসিনা যেদিন পালালেন, সেদিন পরিমণি তাঁর গ্রেপ্তারের স্মৃতি রোমন্থন করে লিখেছিলেন, 'তিন বছর আগে এই ৫ অগাস্ট যে ভাবে আমার স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছিল। প্রকৃতি হিসেব রাখে মা।'

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছাকাছি যেমন প্রচুর শিল্পী ঘোরাঘুরি করেন সুযোগ নেওয়ার জন্য, হাসিনার ক্ষেত্রেও এক ব্যাপার ছিল। সেই শিল্পীদের অনেককেই এখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অনেকে জনতার রোষের মুখে। স্বেচ্ছায় গৃহবন্দি। অনেকে আবার পালটি (বাংলাদেশি ছাত্রদের ভাষায় 'পলটি') খেয়েছেন। ঢাকায় হিড়িক পড়ে গিয়েছে হাসিনা জমানার বহু কুখ্যাত আয়নাঘর নিয়ে সিনেমা বানানোর। ঢাকা চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতিতে গত ১০ দিনে ৬টির মতো ছবির নাম নথিবদ্ধ হয়েছে। ঘুরেফিরে 'আয়নাঘর' নামটি ভবিষ্যতের অনেক সিনেমায় থাকবে। 'ভয়ংকর আয়নাঘর', 'আয়নাঘর', 'অন্ধকারের আয়নাঘর'।

হাসিনার দেশ ভুলে মমতার রাজ্যে আসুন। এখানেও অনেক পালটি খাওয়ার পালা দেখবেন। আওয়ামি লিগের অনেক সমর্থকের বক্তব্য, হাসিনার কাছে প্রচুর সুবিধে নিয়ে অনেক শিল্পী এখন হাসিনার বিরোধিতা দেখাচ্ছেন। তৃণমূলের অনেক নেতাও এক কথা বলছেন সক্ষোভে। মমতার হাত থেকে অনেক পুরস্কার নেওয়া অভিনেতা, অভিনেত্রী, গায়ক, গায়িকাদেরও দেখা যাচ্ছে প্রতিবাদী মিছিলে।

আরজি কর কাণ্ডে প্রতিবাদ অবশ্যই দরকার। স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং পুলিশমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কড়া সমালোচনা প্রাপ্য। কিন্তু যেভাবে এই প্রতিবাদকে কেন্দ্র করে বহু অভিনেত্রী, অভিনেতা ব্যক্তিগত প্রচারের কাজে লাগাচ্ছেন, সেটাও নিন্দনীয়। মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চাইতেই পারেন। তবে আগে রাজ্য সরকারের কাছে নেওয়া পুরস্কারগুলো ফেরত দিয়ে দিন। ঘোষণা করুন, সরকারের কোনও অনুষ্ঠানে আমি আর যাব না। উত্তরবঙ্গের অনেক সাহিত্যিক যেমন বলেছেন, কোনও সরকারের পুরস্কার নেব না। না কেন্দ্রের, না রাজ্যের। আশা করা যাক, সরকারের কোনও কবিতা উৎসবে কবিতা পড়তেও যাবেন না নিশ্চয়ই।

সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার, আরজি কর কাণ্ডে বেরিয়ে আসছে অনেক বিশিষ্টজনের দ্বিচারিতা। অনেকের হাবভাবে আন্দোলনে নেতা হওয়ার শখ।

কলকাতার অনেক অভিনেত্রী এখন এমন বিপ্লবীর সুরে বলছেন, যেন কলকাতা জঙ্গলের রাজত্ব। অথচ তাঁদের অনেককে অনেক প্রেমিকের সঙ্গে রাতবিরেতে দিব্যি ঘুরে বেড়াতে দেখা গিয়েছে। একটা সময় উত্তরবঙ্গের পাহাড়েও ঘুরে বেরিয়েছেন দিনের পর দিন। কোনও সমস্যায় পড়েননি কিন্তু। বরং তিনিই নানা বিতর্কে জড়িয়েছেন।

অনেক অভিনেত্রী নতুন করে মি টু'র অভিযোগ তুলেছেন। অথচ তাঁদের অনেককে পরিচালকের বাড়িতে দিনের পর দিন কাটাতে দেখা গিয়েছে। এক কিংবদন্তি অভিনেত্রী তাঁর ঘরের জানলা বন্ধ করে রাখতেন পাশের বাড়ির বারান্দায় অশ্লীল দৃশ্য দেখতে হবে বলে। আজ সেই তরুণী অভিনেত্রীর দাবি, পরিচালকদের হাতে হেনস্তা হতে হয়েছে। এক অভিনেত্রী অনাবশ্যক বহু পুরোনো ছবি দিয়ে আক্রমণ করেছেন এক মহিলা সাংসদকে। যে সুরে বিশ্রী কথা বলছেন, যা আসলে এক সম্ভাব্য ধর্ষকের মন্তব্য। অভিনেত্রী আবার ঘটনার ১৫ বছর পরে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন মালয়ালি পরিচালককে।

পালটে যাওয়ার কথা আরও চান? এক বিধায়কের অভিনেত্রী স্ত্রী কবিতা লিখে ফেললেন। বাড়িতে লিখলে ঠিক ছিল, লিখতেই পারেন। সবাইকে জানিয়ে কবিতা লেখা। একজন শাঁখ বাজালেন। এঁদের প্রশ্ন করলে শুনবেন, 'আমরা তো সরকারের বিরুদ্ধে নই। শুধু নির্যাতিতার বিচার চাই।' অথচ ওই মিছিলেই মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের স্লোগান তুলেছেন অনেকে। তৃণমূলের এক সাংসদ বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ অভিনেত্রীর পাশে বসে গল্প করলেন। ভক্তরা বলবেন, কী সৌজন্য, কী সৌজন্য! অথচ এই অভিনেত্রী মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নানা কথা বলে বেড়ান। এক বিধায়ক নেমে পড়লেন মিছিলে। তাঁরও দাবি, বিচার চাই।

বাংলাদেশের মতোই এই বাংলায় এখন অনেকে দুটো রাজপথ খুলে রাখার চেষ্টায়। স্ববিরোধিতার রাজপথ। এঁরা দেখছেন, কিছু না বললে নেটিজেনরা গালাগাল দেবেন। এঁরা কথা বলতে নামছেন এবং গুলিয়ে ফেলছেন। এক অভিনেত্রীর দুটো ভিডিও ভাইরাল দেখলাম। একবার শাসকের পক্ষে বলছেন। একবার বিপক্ষে। এক অভিনেতা তৃণমূলের প্রচুর ক্ষীর খেয়ে, অনেক পদে বসে সরকারি সুবিধে নিয়ে এখন বিজেপিতে। মাঝে মাঝেই ছড়ায় প্রতিবাদ করেন। তখন ভুলে যান, তৃণমূলে কী কী সুবিধে নিয়েছেন।

রাতারাতি পালটে যাওয়ার পাশাপাশি এঁদের প্রাথমিক লক্ষ্য, নিজেদের প্রচার। মৃতপ্রায় বাংলা সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিতে বাজার গড়তে হয় নিজেকেই। এবং সবচেয়ে মজার, এই অভিনেত্রীরা মিডিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে সুচতুরভাবে ব্যবহার করেন। জানেন, প্রতিদিন চটকদার কিছু না কিছু বলতে হবে। জানেন, এখন আরজি কর নিয়ে কিছু না বললে গালাগাল খেতে হবে। নির্ভয়া কাণ্ডের সময়ও এমন একটা হয়েছিল। মোমবাতি মিছিলে সন্ধ্যায় শোকের বাতাবরণে অংশ নিয়ে এক অভিনেত্রী রাতের পার্টির এক ছবি পোস্ট করেছিলেন। যা দেখে সহকর্মীরাও স্তম্ভিত।

এখনকার দিনে সোশ্যাল মিডিয়ার জনতাও সব জানে! বিজ্ঞান, সাহিত্য, ডাক্তারি, কম্পিউটার, গোয়েন্দাগিরি, সাংবাদিকতা, শিক্ষকতা। সবচেয়ে ভালো জানেন নিজস্ব প্রচার।

বাংলাদেশও এই একরকম ঘটনার সাক্ষী। একদিকে উত্তাল বাংলাদেশের একটা দিক একেবারে নিস্তব্ধ। সীমান্তের ওপারে বাংলা কাগজগুলোতে চোখ রাখলে বোঝা যায়, বিনোদন জগতের অধিকাংশ মানুষ এখন চুপ। জল মাপছেন। কাগজের বিনোদন বিভাগে টালিগঞ্জ বা মুম্বইয়ের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের খবর। বা ঢালিউডের পুরোনো সিনেমার গল্পগাথা। যাঁর ডেট পাওয়া যেত না, সেই মাহিয়া মাহির মতো ব্যস্ত অভিনেত্রী গত একমাসে ঘরবন্দি। দু'দিনের জন্য বিদেশ গিয়েছিলেন চিকিৎসার জন্য। বিমানবন্দরে প্রশ্নের সামনে পড়তে হয়েছে ইমিগ্রেশনে।

অবশ্যই একটা ব্যাপারে সেলেবদের অনেক সুবিধে। আওয়ামি লিগের এক নেতার মৃতদেহ আবিষ্কার হয়েছে মেঘালয়ের জঙ্গলে। আওয়ামি লিগের অধিকাংশ নেতা জেলে বা বিদেশে পলাতক। তুলনায় সেলেবদের নিয়ে টানাটানি কম। তার মধ্যেই ক্রিকেটার মাশরাফি মোর্তাজার নারাইলের বাড়ি আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। অপরাধ, তিনি হাসিনার পার্টির সাংসদ ছিলেন। আরেক সাংসদ ক্রিকেটার সাকিব এবং অভিনেতা ফিরদৌসের নামে হয়েছে খুনের মামলা। অনেক সাংবাদিককে ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়েছে মিথ্যে অপরাধে। মারধর করা, বাড়ি ভাঙচুর তো মাঝে কয়েকদিন জলভাত ছিল।

জনতাও যে ক্ষমতা পেলে স্বৈরাচারী নেতাদের মতো মারাত্মক ভয়ংকর হয়ে ওঠে, তা দেখছে বাংলাদেশ। জনতা প্রথমে বলবে, আপনারা চুপ কেন? আবার নিজের পছন্দমতো বক্তব্য না শুনলে সেলেবের মুণ্ডপাত করবে। এই প্রেক্ষাপটে দুই বাংলার বিনোদনের মানুষেরা যদি বলেন, দু'নৌকোয় পা দিয়ে চলাই আদর্শ, তাঁদের কি খুব দোষী বলা যায়?

আজ

২০২০

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় প্রয়াত হন ২০২০ সালে আজকের দিনে।

১৯৬৯

১৯৬৯ সালে আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন ফাস্ট বোলার জাভাগাল শ্রীনাথ।

আলোচিত

৩১ বছর যে বাঙালির জন্য নিজেকে সঁপে দিলাম, সেই বাঙালিই আজ আমাকে ট্রোল করছে। আমি তো মানুষের বোধের উন্নয়নের জন্য গান করেছি। দেখলাম, মানুষের বোধের কোনও উন্নতি হয়নি।

-নচিকেতা চক্রবর্তী

ভাইরাল/১

প্রত্যাশার বেশি প্রাপ্তির আনন্দই আলাদা। আহমেদাবাদের যশ অনলাইনে খাবার অর্ডার করেছিল। ডেলিভারি বয় আকিবের ওই দিনই জন্মদিন। আকিব খাবার নিয়ে আসে। দরজা খুলতেই যশ ও তার বন্ধুরা আকিবকে উপহার দেয়। জন্মদিনের গান গেয়ে শুভেচ্ছা জানায়। বিহ্বল বার্থ-ডে বয়।

ভাইরাল/২

মুম্বইয়ে এক ওলাচালক অডি গাড়ির পিছনে ধাক্কা মারেন। অডি সওয়ার এক ব্যক্তি ও তাঁর স্ত্রী ওলাচালকের ওপর চড়াও হন। তাঁকে চড় মারেন। শূন্যে তুলে মাটিতে আছাড় মারেন। ওলাচালক হাসপাতালে ভর্তি। অমানবিক আচরণের ভিডিও ভাইরাল।

উত্তরের পাঁচালি

অনাদরে দাঁড়িয়ে

নজরে।। ফালাকাটার চরতোর্ষা নদীতে ব্রিটিশদের তৈরি স্তম্ভ।

১৯৪০-'৪২ সালের কথা। উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে স্থলপথে যোগাযোগের জন্য ফালাকাটার চরতোর্ষা নদীতে ব্রিটিশরা একটি সেতু তৈরি করেছিল। সেনাবাহিনীর যাতায়াতের সুবিধার্থে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও এই সেতুটি এখানে ছিল। যাতায়াত ব্যবস্থাও স্বাভাবিক ছিল। এই নদীর উজানে জলদাপাড়া বনাঞ্চল। ১৯৬২ সালের বন্যায় জঙ্গলের বড় বড় গাছের ধাক্কায় সেতুটি ভেঙে যায়। তবে সেতুর স্তম্ভগুলি একইভাবে থেকে যায়। চরতোর্ষায় ব্রিটিশ শৈলীতে তৈরি সেতুটি পাথর-চুন-সুরকির তৈরি স্তম্ভগুলির ওপর বিশেষ কায়দায় বসানো হয়েছিল। এছাড়া, স্তম্ভগুলি এতটা ভালোভাবে তৈরি করা হয়েছিল যে ১৯৬২ সালের পর বহু প্রাকৃতিক দুর্যোগেও সেগুলির বিশেষ ক্ষতি হয়নি। পরে এখানে নৌকায় যাতায়াত শুরু। নদীর আরও কিছুটা উজানে পরবর্তীতে যাতায়াতের রাস্তা তৈরি হয়। বর্তমান রাস্তা থেকে কিছুটা দক্ষিণে এখনও সেই স্তম্ভগুলি দেখা যায়। এই স্তম্ভগুলিকে সংরক্ষণের আওতায় নিয়ে এসে নদীকেন্দ্রিক সৌন্দর্যায়ন প্রকল্প গড়ে তোলা হোক বলে এলাকার দাবি।

-সুভাষ বর্মন

ইতিহাসের স্বার্থে

নিষ্প্রভ।। কোচবিহারের কেশব আশ্রম।

পর্যটনস্থল হিসেবে সবার মনে জায়গা করে নেওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও কার্যত সরকারি উদ্যোগের অভাবে কোচবিহারের কেশব আশ্রম ব্রাত্য পড়ে রয়েছে। ১৮৮৯ সালে হিতেন্দ্রনারায়ণ রোডের পাশে এই কেশব আশ্রম গড়ে ওঠে। এখানে কোচবিহারের একাধিক মহারাজার সমাধিস্থল রয়েছে। বছরের বেশ কয়েকদিন এখানে মহারাজাদের জন্ম ও প্রয়াণ দিবস পালন করা হয়। সর্বধর্মসমন্বয়ে ধর্মগ্রন্থ পাঠের অনুষ্ঠানও হয়। কিন্তু বছরের বাকি সময়ে কোচবিহার শহরের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে থাকা এই পর্যটনস্থলটি ব্রাত্যই পড়ে থাকে বলে অভিযোগ। অধিকাংশ সময়ই এই পর্যটনস্থলটি তালাবন্ধ অবস্থায় থাকে। কেশব আশ্রমের ভিতরে মহারাজাদের সমাধিস্থলটি সাজানো রয়েছে। চারপাশের বাগানে ছোটদের খেলাধুলোর সামগ্রীও রয়েছে। এই জায়গাটিকে ইতিমধ্যেই হেরিটেজ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এবার বাসিন্দাদের দাবি, জায়গাটির সংস্কার করে নিয়মিত খোলা হোক। তাতে এখানকার ইতিহাস সাধারণ মানুষ আরও বেশি করে জানতে পারবে।

-শিবশংকর সূত্রধর

'উত্তরের পাঁচালি' বিভাগে অভিনব যে কোনও বিষয়ে অনধিক ১৫০ শব্দে লেখা পাঠান। নির্বাচিত লেখা এই বিভাগে ছাপা হবে। পুরো নাম, ঠিকানা সহ লেখা পাঠান : বিভাগীয় সম্পাদক, উত্তরের পাঁচালি, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-এই ঠিকানায়। অনলাইনে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : uttorerlekha@gmail.com

নাটকের বেঁচে থাকা, বেঁচে থাকতে চাওয়া

হরিমাধব মুখোপাধ্যায় যখন আজও শুধু একটি কথা বলেন নাট্যমঞ্চে, মনে হয় কোনও এক মহাজাগতিক সংলাপ শুনছি।

কৌশিকরঞ্জন খাঁ

মঞ্চের কোণে স্ট্যান্ডলাইটের উপরে জড়িয়ে ছিল খয়েরি রঙের পর্দাটা। দর্শকাসন থেকে একজন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। তিনি অশীতিপর। 'এই পর্দাটা সরিয়ে দাও, জ্বলে যাবে'। কেউ লক্ষ করেনি কিন্তু মঞ্চ যাঁর নখদর্পণে, চোখ যাঁর নাটকের, সেই হরিমাধব মুখোপাধ্যায় কথা বলে উঠলেন ত্রিতীর্থের পঞ্চান্ন বছরের প্রতিষ্ঠা দিবসের সন্ধ্যায়। সংস্থার সম্পাদকের স্বাগত ভাষণের মাঝে একটি মহাজাগতিক সংলাপ বলা হল বলে মনে হল অনেকের কাছে। যা কেউ দেখে না আজও তাঁর নজরে পড়ে।

ত্রিতীর্থের পঞ্চান্নে এসে আজও অমলিন হয়ে আছে সেই ঐতিহাসিক করিডরটি। খুব সাদামাঠা আজও। কিন্তু পরম মমতায় ইতিহাস জড়িয়ে আছে, ঐতিহ্য জড়িয়ে আছে। এই করিডর দিয়ে কত বিখ্যাত নাটক দেখে বেরিয়ে গিয়েছেন নাটকের দর্শকরা। দরজায় দরজায় মুখা। দেওয়ালে বিখ্যাত নাট্য ব্যক্তিত্বদের সাদাকালো ছবির কোলাজ। করিডরের দরজার উপরে লাগানো রয়েছে বাঁশের ধামার উপরে 'ধন্যবাদ'। কবে লেখা হয়েছিল, কে লিখেছিলেন কে জানে! আজও অমলিন। বাঁ পাশে প্রেক্ষাগৃহটিতে আজও কাঠের বেঞ্চ, চাটাইয়ের সিলিং। এখানেই একসময় উপচে পড়া ভিড়ে কত নাটক অভিনীত হয়েছে। নাটক ভাঙলে মনে হত সিনেমাহলের ভিড়।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কি নাটকের গ্রহণযোগ্যতা কমছে! আর ফাঁকা রঙ্গমঞ্চের হাহাকার প্রবাদপ্রতিম নাট্যঋষিকে ব্যথিত করছে! হয়তো তাই। মানুষ পথ ভুলে যাচ্ছে। তবে ত্রিতীর্থ আজও তার আদর্শ থেকে সরেনি। নাটকের টিকিট দর্শকের ঘরে পৌঁছানো হয় না। হয় না মানে হয় না। দর্শককে আজও কাউন্টার থেকেই টিকিট কেটেই দেখতে হয়। সবকিছু তরল করা যায় না। সব স্রোতে গা ভাসানো যায় না। তাই টিকিটের কাউন্টারটাই ত্রিতীর্থের আদর্শ ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলেছে।

আজকে হতাশা গ্রাস করছে ত্রিতীর্থের কলাকুশলী ও কর্মকর্তাদের। ভালো নাটক আর এই সময়ে দাঁড়িয়ে করা হল না। এর দায় তাঁদেরই। কেননা তাঁদের কেউই দলের হরিমাধব মুখোপাধ্যায়কে অতিক্রম করতে পারলেন না অথবা করতে চাইলেন না। এই ঘটনা বড় গাছের ছায়ায় ছোট গাছের বেড়ে না ওঠার তত্ত্ব দিয়েও ব্যাখ্যা করা চলে।

তাই পঞ্চান্ন বছরের প্রতিষ্ঠা দিবসে দর্শকাসনে বসে তাঁদের অনুষ্ঠান শ্রদ্ধা নিয়ে দেখলেন অন্য দলের কিছু কলাকুশলী যাঁরা এই সময়পর্বে বেশ কিছু সাড়া জাগানো নাটকের জন্ম দিয়েছেন। তাঁদের দলে হরিমাধব ছিলেন না, ফলে তাঁরাই হরিমাধবকে অতিক্রম করার স্বপ্ন দেখেছেন।

হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যখন ত্রিতীর্থ 'জল', 'বিছন', 'দেবাংশী', 'তিন বিজ্ঞানী'র মতো নাটক করছে থিয়েটার হলে উপচে পড়া ভিড়। আজও সেসব দর্শকের অবশিষ্টাংশ আছেন যারা খবর পেলেই নাটক দেখতে চলে যান। কিন্তু তারপরের প্রজন্মের দর্শককে আনতে পরিচিতি আর 'পুশ সেল' ছাড়া হল ভরে না মফসসলের। নাটক এখন দর্শকের কাছে পৌঁছাতে চাইছে 'ইন্টিমেট থিয়েটার' হয়ে। কিছু দল আছে যারা ইট, সিমেন্ট, কাঠের মঞ্চ ছেড়ে গ্রামে গ্রামে পৌঁছে যেতে চাইছে বাঁশের মাচার মঞ্চে। কিন্তু তাতে আখেরে নাটক কি জনপ্রিয় হবে? তাহলে তো যাত্রাও লুপ্তপ্রায় শিল্পে পরিণত হত না।

আসলে হরিমাধবের প্রজন্ম যা করতে চেয়েছে অর্থাৎ নাটককে প্রচারমাধ্যম নয়, শিল্প হিসেবে দেখা- সেটাই বোধহয় শেষ কথা। নাটক বাঁচাতে আরও শৈল্পিক হয়ে ওঠার সাধনাই করতে হবে। সর্বসাধারণের শিল্পমাধ্যম হয়ে উঠতে গিয়ে মঞ্চটাই না একদিন হারিয়ে ফেলে নাটক।

(লেখক শিক্ষক। বালুরঘাটের বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯২৬

পাশাপাশি : ১। প্রবল বৃষ্টিতে ভিজে যে অবস্থা হয় ৩। ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতি ৫। দক্ষিণ ভারতের সুতির কাপড়ে হাতে আঁকা চিত্রকলা ৭। ধুলোয় জল জমে কাদা ৯। শাখামৃগ ১১। মনের ভাবগতিক ১৪। নয় ফোঁটার তাস ১৫। আটকে রাখা বা ঝুলিয়ে রাখা।

উপর-নীচ : ১। স্নানের জন্য কাঠের তৈরি আসন ২। সমগ্র, সম্পূর্ণ ৩। ক্ষৌরকার ৪। স্ফটিক স্বচ্ছ চিনির জমাট বাঁধা বড় টুকরো ৬। মহিলা শ্রমিক ৮। সুগন্ধি কাঠ, পুজোয় লাগে ১০। যেখানে নাটক মঞ্চস্থ হয় ১১। বিচার বুদ্ধিতে খুব বড় মনের মানুষ ১২। কোমরে পরার গয়না ১৩। সাধারণ মানুষ।

সমাধান ■ ৩৯২৫

পাশাপাশি : ১। চরকা ৩। জ্বালা ৫। পালি ৬। কবল ৮। মশক ১০। দায়াদ ১২। বিচার ১৪। খোসা ১৫। ষণ্ডা ১৬। রাতুল।

উপর-নীচ : ১। চমচম ২। কাপালিক ৪। লাঘব ৭। লগ্নি ৯। নীবি ১০। দায়সারা ১১। দমকল ১৩। চাক্ষুষ।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

কলেজে বিক্ষোভ

আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে ও দোষীদের দ্রুত শাস্তির দাবিতে শুক্রবার রাজ্যের কলেজগুলিতে বিক্ষোভ দেখাল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। ২ ও ৩ সেপ্টেম্বর ফের এই কর্মসূচি হবে।

বিশেষ অ্যাপ

নারী সুরক্ষায় বিশেষ অ্যাপ আনছেন ব্যারাকপুরের তৃণমূল সাংসদ পার্থ ভৌমিক। ওই অ্যাপের মাধ্যমে যে কোনও সময় অভিযোগ জানালে সাংসদের অফিস থেকে পুলিশের কাছে খবর যাবে।

ধৃত ৩ ইউটিউবার

কলকাতা পুলিশের ডিসি (সেন্ট্রাল) ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়কে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে তিন ইউটিউবারকে গ্রেপ্তার করল লালবাজার। আরজি করের ঘটনায় হুমকি দেন বলে অভিযোগ।

অধিবেশন বয়কট

আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে কলকাতা পুরসভার মাসিক অধিবেশনে বিক্ষোভ দেখান বিজেপির কাউন্সিলাররা। স্লোগান দিয়ে অধিবেশন কক্ষ ত্যাগ করেন।

আক্রমণ গায়ক অরিজিৎকেও

কুণালের নিশানায় টলিউডের শিল্পীরা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩০ অগাস্ট : হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ করতে রাজি না হওয়ায় শুক্রবারই মুক্তি পেয়েছে সনোজকুমার মিশ্র পরিচালিত 'দ্য ডায়ারি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল'। এরপরই টলিপাড়ার একাংশকে পরোক্ষে সুবিধাবাদী বলে অভিযোগ তুলে তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। তিনি লিখেছেন, 'প্রয়োজনের সময় এই শিল্পীরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে থাকেন। হাত নেড়ে ছবি তোলেন। কিন্তু শাসকদলের দুঃসময়ে তাঁদের খুঁজে পাওয়া যায় না।'

এই প্রসঙ্গেই মুম্বই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির দৃষ্টান্তও তিনি তুলেছেন। কুণাল লিখেছেন, 'মুম্বই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির বহু পরিচালক, প্রযোজক, অভিনেতারা এমন কিছু রাজনৈতিক ছবি তৈরি করেন, যা সমাজে বিজেপির পক্ষে ন্যারেটিভ গড়ে তোলে। এবার তো বাংলা নিয়েও কুৎসার ঝুলি আসছে। অথচ টালিগঞ্জের বাবু-বিবিরা যাঁরা মমতাদির পাশে, দলে, মঞ্চে ছবির ফ্রেমে থাকেন, তাঁরা নিজেদের ভাবমূর্তি গড়তে পেশার সৌজন্য নিয়ে ব্যস্ত।'

এদিন অরিজিৎ সিংকেও তাঁর 'আর কবে' গানটির জন্য আক্রমণ করেন কুণাল। লেখেন, 'অরিজিৎ সিং অপূর্ব গায়ক। ছেলেটিও ভালো। তিলোত্তমার ন্যায়বিচার চেয়ে গানটি যথাযথ, সমর্থন করি। কিন্তু সমস্যা হল, বিবেক জাগে শুধু বাংলায়। মহারাষ্ট্রের বদলাপুর নিয়ে হিন্দিতে গান হয় না। বা সাক্ষী মালিকদের নিয়ে। কারণ ওটা মূল কর্মক্ষেত্র, হিন্দিজগত, কাজ, টাকা, কেরিয়ার, তাই চুপ?' এর কড়া জবাব দিয়েছেন অরিজিৎও। নিজের এক্স হ্যান্ডেল থেকে পরপর তিনটি পোস্ট করেন তিনি। লেখেন, 'ঠাকুর ঘরে কে, আমি তো কলা খাইনি! মিডিয়ায় নতুন কিছু তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে, ফোন কল, নীল ও সবুজ চাদর, সেমিনার হলের দু'টি দরজা, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে কিছু ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। কিছু তো একটা হবে, শিক্ষক দিবসের অপেক্ষায় আছি।' প্রসঙ্গত ৫ সেপ্টেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

> টালিগঞ্জের বাবু-বিবিরা যাঁরা মমতাদির পাশে, দলে, মঞ্চে ছবির ফ্রেমে থাকেন, তাঁরা নিজেদের ভাবমূর্তি গড়তে পেশার সৌজন্য নিয়ে ব্যস্ত।
>
> **কুণাল ঘোষ**

যদিও কুণালের এই মন্তব্যের সঙ্গে একমত নন মমতা ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত পরিচালক হরনাথ চক্রবর্তী। তিনি বলেন, 'কুণালবাবু জানেন না, সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে ছবি তৈরি করা হয়েছিল। এছাড়াও অনেক ছবি হয়েছে। আমার মনে হয়, সম্পূর্ণ না জেনে মন্তব্য করা উচিত নয়।'

অভিনেতা তথা পরিচালক কৌশিক সেন বলেন, 'কুণালবাবু যা বলেছেন, তার সঙ্গে আমি একমত নই। তিনি ঠিক কথা বলছেন না।' অভিনেত্রী সোহিনী সেনগুপ্ত বলেছেন, 'আসল বিষয় থেকে দৃষ্টি ঘোরাতেই কুণালবাবু এসব লিখেছেন।' অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'কুণালবাবুর বিশ্বাসযোগ্যতা এমনিতেই খুব কম। এরপর তিনি যদি দলের মুখপাত্র হিসেবে এই ধরনের কথা বলেন, তাহলে শাসকদল বা প্রশাসন আরও অস্বস্তিতে পড়বে।' সোনারপুর দক্ষিণ কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক অভিনেত্রী লাভলি মৈত্র বলেন, 'আমি সরব না নীরব তা দল ভালো করেই জানে।' যদিও বীরভূমের সাংসদ শতাব্দী রায় কুণালকে সমর্থন করে বলেন, 'কুণালবাবু ঠিক কথাই বলেছেন।'

'দ্য ডায়ারি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল' নিয়ে টলিউড ইন্ডাস্ট্রি থেকে কোনও প্রতিবাদ না আসায় ক্ষুব্ধ কুণাল। তিনি লিখেছেন, 'টালিগঞ্জের কলাকুশলীরা দিদির পাশে ছবি দিয়ে নিজেদের গুরুত্ব বৃদ্ধি করেন। কিন্তু মমতাদির বায়োপিক বা তৃণমূলের পক্ষে বার্তা যেতে পারে এমন কোনও সিনেমা তৈরির কথা তাঁরা ভাবেন না। দলের সুসময়ে এঁরা হাত নেড়ে সামনে থাকেন। কিন্তু দল একটু বিতর্কিত ইস্যুতে পড়লেই তাঁরা মুখ বন্ধ করে দেন। সামনের সারিতে থেকে মানুষকে বোঝানোর কাজে এঁদের পাওয়া যায় না। দল না বললে কোনও কর্মসূচিতেও তাঁদের দেখতে পাওয়া যায় না।' কুণাল লিখেছেন, 'বাংলাকে কুৎসিত আক্রমণ করে ছবি আসছে। দেশ-বিদেশে বাংলার ভাবমূর্তি খারাপ করার চক্রান্ত চলছে। টালিগঞ্জের কলাকুশলীরা কী তা জানেন না। অথচ এঁরা তার পালটা কিছু করবেন না। এঁরা দলের বোঝা।'

শিল্পের মাধ্যমে প্রতিবাদ। শুক্রবার টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশনের কাছে। ছবি : আবির চৌধুরী

আন্দোলন নিয়ে সংশয়ে বঙ্গ বিজেপি

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৩০ অগাস্ট : আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে আন্দোলন আর কতদিন টানা যাবে তা নিয়ে রীতিমতো সংশয় তৈরি হয়েছে বঙ্গ বিজেপির অন্দরে। এই নারকীয় ঘটনার প্রতিবাদে সর্বস্তরের মানুষের অরাজনৈতিক আন্দোলনের চাপই বা কতদিন থাকবে তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে গেরুয়া শিবিরে। সামনেই পুজো। বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব। ওই সময় বাঙালিকে আন্দোলনের মধ্যে ধরে রাখা আদৌ সম্ভব নয়। রাজনৈতিক দলগুলিও সেই জন্য বড় একটা আন্দোলনের পথে যায় না। এই পরিস্থিতিতে প্রতিবাদ আন্দোলন লাগাতার চালিয়ে যাওয়া মুশকিল বলেই মনে করছেন বিজেপি নেতারা।

বঙ্গ বিজেপির এক শীর্ষ নেতা শুক্রবার মন্তব্য করেন, 'মেরে কেটে বড়জোর আর ১০ থেকে ১৫ দিন। তারপর পুজোর হাওয়া শুরু। গণেশ চতুর্থীর পর থেকে মানুষ পুজো আসার আনন্দে মেতে উঠবে। পুজো মিটতে প্রায় একমাস। তারপর এই আন্দোলনের ঝাঁঝ কতটা ধরে রাখা সম্ভব হবে তা নিয়ে সংশয় আছে।'

স্পষ্ট কথা বলায় অভ্যস্ত গেরুয়া শিবিরের ওই অভিজ্ঞ নেতার ধারণা, বেকায়দায় পড়ে এখন স্বস্তি পেতে তৃণমূলও পুজো আসার অপেক্ষায় রয়েছে। কোনওভাবেই আরজি করের নারকীয় ঘটনার মোকাবিলায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে না শাসকদল। মানুষের চাপের মুখে চরম অস্বস্তিতে তারা। ওদের একাংশ চাইছে, পুজো এসে গেলে আন্দোলনের চাপ অনেকটাই কমে যাবে। স্বস্তি ফিরবে দলের।

এই অবস্থায় গেরুয়া শিবিরকে শেষপর্যন্ত সিবিআইয়ের ওপরই ভরসা করতে হবে। ওই বিজেপি নেতার ধারণা, আন্দোলনের চাপ যতই বাড়ুক না কেন, মুখ্যমন্ত্রী কিছুতেই পদত্যাগ করবেন না। বিভিন্ন কৌশলে বরং মুখ্যমন্ত্রী আরজি করের ইস্যুটা গুলিয়ে দিতে চাইবেন। জানা গিয়েছে, ২০২৬-এ রাজ্য বিধানসভার ভোট পর্যন্ত আরজি কর ইস্যু টেনে নিয়ে যাওয়া নিয়ে সংশয় রয়েছে গেরুয়া শিবিরের অন্দরে। তবে এই ঘটনায় সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার বাড়লে, দোষীরা চিহ্নিত হলে বা আরজি কর ঘিরে দুর্নীতি ফাঁস হলে বিরোধীরা সরকার বিরোধী প্রচারে তা কাজে লাগাতে পারবে বলে আশা বঙ্গ বিজেপির।

ফোঁসের পালটা মারের দাওয়াই

কলকাতা, ৩০ অগাস্ট : মমতার ফোঁস আর বদলার জবাবে বৃহস্পতিবার ডান্ডা দিয়ে ঠান্ডা করার দাওয়াই বাতলেছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। শুক্রবার সেই ডান্ডার সঙ্গে জুড়লেন নিউটনকে। নিউটনের তৃতীয় সূত্র মনে করিয়ে তৃণমূলের মারের বদলে পালটা মারের হুমকিও শোনালেন সুকান্ত। নিউটনের তৃতীয় সূত্র বলে, সব ক্রিয়ারই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। এদিন সেই বিপরীত প্রতিক্রিয়ার কথা বলেই তৃণমূলকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। এর আগে বৃহস্পতিবার রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করে আন্দোলনের ঝাঁঝ বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মুখ্য পর্যবেক্ষক সুনীল বনশল।

আন্দোলনের ঝাঁঝ বাড়ানোর নির্দেশ কেন্দ্রের

বৃহস্পতিবার রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে মুখ্যমন্ত্রীর ফোঁস আর বদলা নিয়ে অভিযোগ জানানো হয়। এদিন দলের ধর্না মঞ্চ থেকে সুর চড়ালেন সুকান্ত। তিনি বলেন, 'আপনি যদি বেশি ফোঁস ফোঁস করেন, তাহলে আপনাকে নিউটনের তৃতীয় সূত্র মনে করিয়ে দেবে আমার দলের কর্মীরা। সব ক্রিয়ারই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।'

দলের কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, 'তৃণমূলের ফোঁসফোঁসানি বন্ধ করতে ঘরে ঘরে পদ্মমার্কা কার্বলিক অ্যাসিড রাখুন। তাহলেই ওদের ফোঁস বন্ধ হয়ে যাবে।' দেশে ৯০০টি ধর্ষণের ঘটনা নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের টুইটকে চ্যালেঞ্জ করে এদিন সুকান্ত বলেন, 'আমি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে চ্যালেঞ্জ করে বলতে চাই এই ৯০০টি ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনা দেখান যা আরজি করের সঙ্গে তুলনীয়।' সুকান্তর মতে, দেশে ধর্ষণের ঘটনা হয়নি এমন দাবি করে না বিজেপি। কিন্তু এরাজ্যের মতো এই ধরনের ভয়ংকর অপরাধের পর তাকে ধামাচাপা দিতে রাজ্য সরকার ও তার পুলিশকে এই ভূমিকায় নামতে কোথাও দেখা যায়নি। এদিন সুকান্তর জেলা দক্ষিণ দিনাজপুরের হরিরামপুরে আদিবাসী এক কিশোরীকে ধর্ষণের দায়ে স্থানীয় এক তৃণমূল নেতা গ্রেপ্তার হয়েছে। সেই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ওই আদিবাসী কিশোরীর বাড়ি গিয়ে তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। কিন্তু

> আপনি যদি বেশি ফোঁস ফোঁস করেন, তাহলে আপনাকে নিউটনের তৃতীয় সূত্র মনে করিয়ে দেবে আমার দলের কর্মীরা। সব ক্রিয়ারই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। আপনি যাই হুমকি, ধমকি দিন না কেন, এটাই রাজ্যবাসীর মনোভাব। ভিনরাজ্যের দিকে না তাকিয়ে নিজের রাজ্যের দিকে তাকান।
>
> **সুকান্ত মজুমদার**

এলাকার মানুষের ক্ষোভের জেরে শেষপর্যন্ত রণে ভঙ্গ দিতে হয় তাঁকে। এদিন এই ঘটনার উল্লেখ করে সুকান্ত বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে চাই, আপনি যাই হুমকি, ধমকি দিন না কেন, এটাই রাজ্যবাসীর মনোভাব। ভিনরাজ্যের দিকে না তাকিয়ে নিজের রাজ্যের দিকে তাকান।'

মমতার পদত্যাগের দাবিতে দ্বিতীয় দফায় ধর্মতলায় সাতদিনের ধর্নায় বসেছে বিজেপি। এদিন রাজ্য নেতৃত্বকে উদ্দীপ্ত করতে সেই মঞ্চে রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক অমিতাভ চক্রবর্তী ও সুকান্ত মজুমদারদের সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য ধর্নায় বসেন কেন্দ্রীয় নেতা সুনীল বনশল।

আজ টিভিতে

সারেগামাপা-য় পুনর্মিলন পর্ব। **সারেগামাপা** প্রতি শনি ও রবি রাত ৯.৩০ মিনিটে **জি বাংলায়**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রন্ধনে বন্ধন, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ কে প্রথম কাছে এসেছি, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ সারেগামাপা

স্টার জলসা : সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন, ৮.০০ শিবশক্তি, ৯.০০ স্বপ্নডানা

আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস, রাত ৯.৩০ আকাশে সুপারস্টার

সান বাংলা : ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ দ্বিতীয় বসন্ত, ৮.৩০ কনস্টেবল মঞ্জু, রাত ৯.০০ অনামিকা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ কিরণমালা, দুপুর ১.০০ জিও পাগলা, বিকেল ৪.১০ ঘাতক, সন্ধ্যা ৭.১৫ পাগলু ২, রাত ১০.২৫ সকাল সন্ধ্যা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ দেবীবরণ, দুপুর ২.৩০ সতী বেহুলা, বিকেল ৪.৩০ জোয়ারভাটা, সন্ধ্যা ৭.০০ শ্বেতকালী, রাত ১০.৩০ সুবর্ণলতা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ বিদ্রোহ, দুপুর ১.০০ বন্ধন, বিকেল ৪.০০ আক্রোশ, সন্ধ্যা ৭.০০ পরিবার, রাত ১০.০০ লাভ ম্যারেজ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ আব্বাজান, সন্ধ্যা ৭.৩০ দায়দায়িত্ব

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ লে হালুয়া লে

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ নষ্টনীড়

বন্ধন দুপুর ১টায় **কালার্স বাংলা সিনেমায়**

চেন্নাই এক্সপ্রেস দুপুর ১.৫২ মিনিটে **কালার্স সিনেপ্লেক্সে**

উঁচাই সন্ধ্যা ৬.১৯ মিনিটে **অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডিতে**

ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ারে **শ্বেতকালী** সন্ধ্যা ৭টায় **জি বাংলা সিনেমায়**

অভিষেকের নাম করে তোলাবাজি

কলকাতা, ৩০ অগাস্ট : তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নকল লেটারহেড ব্যবহার করে তোলাবাজির অভিযোগে এক যুব তৃণমূল কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে কলকাতার শেক্সপিয়র সরণি থানার পুলিশ। কৌশিক সরকার নামে ওই যুব তৃণমূল নেতার আসল বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুরে হলেও তিনি নিউটাউনের চিনার পার্কে থাকতেন। বৃহস্পতিবার রাতে তাঁকে চিনার পার্কের ফ্ল্যাট থেকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলে বিভিন্ন সুযোগসুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে প্রায় ৪ কোটি টাকা তোলাবাজি করেছেন। এর আগেও একাধিক নেতার নাম করে তোলাবাজির অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। তিনি সবসময়ই নিজেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ বলে দাবি করতেন। তোলাবাজির অভিযোগ ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে জমা পড়ার পরই তাঁর বিরুদ্ধে শেক্সপিয়র সরণি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। তারপরই পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে।

নয়া অধ্যক্ষ শুভ্র

কলকাতা, ৩০ অগাস্ট : ডাক্তার শুভ্র মিত্রকে ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের নতুন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নিয়োগ করল স্বাস্থ্য দপ্তর। শুক্রবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে নতুন অধ্যক্ষের নাম জানানো হয়। আরজি কর হাসপাতালে কর্তব্যরত এক মহিলা ডাক্তারের মৃত্যুর ঘটনার পর অধ্যক্ষের পদ থেকে সরানো হয় সন্দীপ ঘোষকে। তাঁকে ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অধ্যক্ষ পদে পাঠানো হয়। কিন্তু তাঁর সেই নিয়োগ নিয়ে তীব্র আপত্তি তোলেন হাসপাতালের জুনিয়ার ডাক্তার ও পড়ুয়ারা। তীব্র আন্দোলন শুরু হয়। লাগাতার সেই আন্দোলনের জেরেই সন্দীপ ঘোষকে অধ্যক্ষ পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

অধ্যক্ষ পদ থেকে সন্দীপকে সরানোর পর সেই জায়গা এতদিন সামলাচ্ছিলেন স্বাস্থ্য ভবনের ওএসডি পদে থাকা ডাক্তার অজয়কুমার রায়। কিন্তু তাঁর মেয়াদও শেষ হয়েছে। স্বাস্থ্য ভবনের তরফে এদিন ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালেরই চেস্ট মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক ডাক্তার শুভ্রকে নতুন অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। পরবর্তী ঘোষণা পর্যন্ত তিনি ওই পদে থাকবেন।

গুলি মারার নিদান শুভেন্দুর

কলকাতা, ৩০ অগাস্ট : আরজি কর তদন্তে ধর্ষক ও যারা তথ্যপ্রমাণ লোপাট করেছে তাদের গুলি করে মারার হুমকি দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার ধর্মতলার ধর্নামঞ্চ থেকে এই নিদান দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আরজি কর তদন্তে শেষপর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীকেও সরতে হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন শুভেন্দু। আরজি কর তদন্তে এখনও পর্যন্ত তেমন উল্লেখযোগ্য সাফল্যের মুখ দেখেনি সিবিআই। সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে ইতিমধ্যে বিজেপিও সরব হয়েছে। কিন্তু বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মনে করেন, আর পাঁচটা সিবিআই তদন্তের সঙ্গে আরজি কর এক হবে না। তার কারণ, আরজি করের সিবিআই তদন্ত হচ্ছে আদালতের নজরদারিতে। এদিন বিধানসভার বাইরে সিবিআই প্রশ্নে শুভেন্দু বলেন, 'সিবিআইয়ের ওপর আমার আস্থা আছে। কারণ, তদন্তের বিষয়টি আদালত নজর রাখছে।'

আগামী সপ্তাহে ধর্ষণ দমনে বিল আনছে রাজ্য। রাজ্যের এই উদ্যোগকে কটাক্ষ করে এদিন শুভেন্দু বলেন, 'বিল উনি আনতেই পারেন। কিন্তু আমরা চাই অপরাধীর সর্বোচ্চ শাস্তি। আমরা চাই মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ।' এই প্রসঙ্গেই শুভেন্দুর বিস্ফোরক দাবি, 'ধর্ষকদের সাজা আমিও চাই। শুধু ধর্ষক নয়, যারা আরজি করের ঘটনার তথ্যপ্রমাণ লোপাট করেছে তাদের সকলকে ধর্মতলার মোড়ে শুটিং রেঞ্জে দাঁড় করিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হোক।'

আরজি করের ধর্ষককে এনকাউন্টার করে মারার নিদান দিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছিল রাজনৈতিক মহলে। তার মধ্যে উত্তরপ্রদেশের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের ছায়া দেখতে পেয়েছিলেন অনেকে। এদিন শুভেন্দুর গুলি করে মারার নিদান ঘোষণায় তাই নতুন করে বিতর্কের সম্ভাবনা দেখছে রাজনৈতিক মহল।

মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, 'আপনার ব্যাগ গোছান। আপনার যাওয়ার সময় হয়েছে। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। গত ১৩ বছর ধরে স্বাস্থ্য দপ্তর যেসব দুর্নীতি করেছে তার তদন্ত শুরু করেছে সিবিআই। এই তদন্তে শুধু সন্দীপ ঘোষ, এসপি দাস রাই নন, আপনাকেও যেতে হবে।'

আরজি কর কাণ্ডে ডাক্তার ছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুনের সঙ্গে দুর্নীতির যে অভিযোগ উঠেছে তার জেরে মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ দাবি করেছে বিজেপি। তবে আরজি কর কাণ্ডে সিবিআইয়ের তদন্তে আস্থা রাখলেও রাজ্যপালের ভূমিকায় খুশি নন শুভেন্দু।

সামনেই গণেশ চতুর্থী। ব্যস্ততা কলকাতার কুমোরটুলিতে। শুক্রবার।

'সেমিনার হলে ছিলেন না বাইরের কেউ'

কলকাতা, ৩০ অগাস্ট : সম্প্রতি সমাজমাধ্যমে একটি ছবি ভাইরাল হয়। যে ছবিতে দেখা গিয়েছে, আরজি করের সেমিনার হলের যে জায়গায় মৃত মহিলা ডাক্তারের দেহ পড়েছিল, সেখানে প্রচুর লোক জড়ো হয়েছিলেন। প্রশ্ন ওঠে, এত লোক ঢোকার ফলে বহু প্রমাণ যে নষ্ট হয়ে যায়নি তার কি নিশ্চয়তা আছে?

শুক্রবার কলকাতা পুলিশের ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় প্রমাণ নষ্টের তত্ত্ব উড়িয়ে দিলেন। এদিন দুটি ছবি দেখিয়ে ইন্দিরা জানান, ওই সময় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই কলকাতা পুলিশের কর্মী। তিনি বলেন, '৯ অগাস্ট সকাল সাড়ে ১০টার মধ্যে সেমিনার হল ঘিরে ফেলেছিল পুলিশ। ছিলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, ফরেন্সিক বিভাগের সদস্য, গোয়েন্দা বিভাগের ভিডিওগ্রাফার, ফিঙ্গারপ্রিন্ট বিশেষজ্ঞ ও টালা থানার পুলিশকর্মীরা। বাইরের কোনও লোক ছিলেন না।' ৫১ ফুট বাই ৩২ ফুটের ওই সেমিনার হলের ৪০ ফুট অংশ পুলিশ ঘিরে রেখেছিল। বাকি ১১ ফুট জায়গায় কয়েকজন দাঁড়িয়েছিলেন বলে জানান তিনি।

জবাব না পেয়ে মোদিকে ফের চিঠি মমতার

কলকাতা, ৩০ অগাস্ট : ধর্ষণের বিরুদ্ধে কড়া আইন আনতে গত সপ্তাহেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধানমন্ত্রী ওই চিঠির কোনও উত্তর না দিলেও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অন্নপূর্ণাদেবী পালটা চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন, মহিলা ও কন্যাদের নিরাপত্তায় রাজ্য সরকার পুরোপুরি ব্যর্থ। প্রধানমন্ত্রী কোনও উত্তর না দেওয়ায় শুক্রবার ফের মোদিকে চিঠি দিলেন মমতা। ওই চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 'ধর্ষণের ঘটনায় কেন্দ্রীয় আইন প্রণয়ন এবং অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ২০২৪ সালের ২২ অগাস্টের আমার চিঠিটি ভুলে যাবেন না। এটি একটি স্পর্শকাতর বিষয়। অথচ আপনার কাছ থেকে কোনও জবাব পাওয়া যায়নি।' একইসঙ্গে রাজ্য কতগুলি ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট ও পকসো কোর্ট চালু করেছে, সেই তথ্যও চিঠিতে তুলে ধরেছেন মমতা। পাশাপাশি রাজ্যে সক্রিয় বিভিন্ন হেল্পলাইনের কথাও এদিন পাঠানো ২ পাতার চিঠিতে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সচিব পদে রদবদল

কলকাতা, ৩০ অগাস্ট : শনিবারই কার্যকালের মেয়াদ শেষ হচ্ছে মুখ্যসচিব ভগবতীপ্রসাদ গোপালিকার। তাঁর মেয়াদ বাড়ানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানানো হলেও কেন্দ্র এখনও অনুমোদন দেয়নি। এই পরিস্থিতিতে পরবর্তী মুখ্যসচিব হিসেবে অর্থসচিব মনোজ পন্থের নাম ভেবেছিলেন অনেকেই। কিন্তু শুক্রবার নবান্ন থেকে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে মনোজ পন্থকে তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ সেচ দপ্তরে অতিরিক্ত মুখ্যসচিব পদে পাঠানো হল। রাজ্যের পরবর্তী অর্থসচিব করা হল অতিরিক্ত মুখ্যসচিব পদমর্যাদার অফিসার সেচ ও জলসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের সচিব প্রভাতকুমার মিশ্রকে।

ধৃত শিক্ষক

কলকাতা, ৩০ অগাস্ট : দিনের পর দিন স্কুলে নীচু ক্লাসের ছাত্রীদের যৌন নির্যাতন করার অভিযোগে শুক্রবার এক প্রবীণ শিক্ষককে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ঘটনাটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার নোদাখালির মুচিশা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের।

সন্দীপ নিয়ে প্রশ্ন বিচারপতির

কলকাতা, ৩০ অগাস্ট : আরজি কর কাণ্ডে প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে পুলিশ কেন গ্রেপ্তার করেনি, এই প্রশ্ন করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। 'পশ্চিমবঙ্গ ছাত্রসমাজ'-এর আহ্বায়ক সায়ন লাহিড়িকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। সেই গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। শুক্রবার সেই মামলার শুনানি হয়। তখনই এই প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। মামলার শুনানিতে বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, নবান্ন অভিযানের কর্মসূচি থেকে যে বিশৃঙ্খল হয়েছিল, তাতে ওই কর্মসূচির আহ্বায়ককে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তাহলে একই যুক্তিতে আরজি করের তৎকালীন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকেও গ্রেপ্তার করা উচিত ছিল। কিন্তু তা পুলিশ করেনি কেন? সায়নের বিরুদ্ধে এই মামলার রায় অবশ্য আজ স্থগিত রেখেছেন বিচারপতি।

পাওনা আদায়ে ফের আন্দোলনে নামবে তৃণমূল

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৩০ অগাস্ট : আরজি কর কাণ্ড ঘিরে লাগাতার আন্দোলনের জেরে রাজ্যের পাওনা আদায়ে কেন্দ্র বিরোধী আওয়াজ তোলার বিষয়ে থমকে রয়েছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। বারবার একাধিক পদক্ষেপ করেও কেন্দ্রের কাছ থেকে একশো দিনের কাজ ও আবাস যোজনার পাওনা কয়েক হাজার কোটি টাকার কানাকড়িও আদায় করা সম্ভব হয়নি রাজ্য সরকারের পক্ষে।

তৃণমূলের খবর, পুজোর আগেই বঞ্চনা ইস্যুতে দলের কেন্দ্র বিরোধী আন্দোলনের প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে প্রচারের প্রথম ধাপ শুরুর কথা ছিল। পুজোর পর কেন্দ্র বিরোধী প্রচার ও আন্দোলনের গতি ধাপে ধাপে বাড়ানোর কথা। কিন্তু আচমকা আরজি কর কাণ্ড এসে পড়ায় আপাতত এই বিষয়টি আর চর্চায় নেই শাসকদলের। মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেক দুজনই আপাতত এই নিয়ে না এগিয়ে প্রায় সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছেন আরজি কর ইস্যুতে।

তৃণমূলের একটি সূত্র জানাচ্ছে, লাগাতার রাজ্যের এই পরিস্থিতির মধ্যেও অভিষেক দলের কেন্দ্র বিরোধিতার সুর কিছুটা হলেও বজায় রেখেই চলতে চাইছেন। ধর্ষণবিরোধী কড়া আইন চালুর ব্যাপারটি অভিষেক সম্প্রতি কেন্দ্রের ওপরই চাপিয়েছেন। সদ্য দলের ছাত্র সমাবেশে দলনেত্রীর উপস্থিতিতে অভিষেক এই আইন চালু করার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন। এই দাবিতে কাজ না হলে দিল্লি গিয়ে কেন্দ্রের কাছে দাবি আদায়ে আন্দোলনও করবেন বলে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।

শুক্রবার তৃণমূল সূত্রে খবর, আরজি কর কাণ্ড ঘিরে বর্তমান অস্থির পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে শাসকদল আবার রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রীয় বঞ্চনার ইস্যুকে হাতিয়ার করে পথে নামবে। ১০০ দিনের কাজ ও আবাস যোজনার বকেয়া প্রায় ৭ হাজার কোটি টাকা আদায় করতে আবার দিল্লিতে চিঠি পাঠানো হবে। মুখ্যমন্ত্রী দরকার মনে করলে আবার এই নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিতে পারেন।

অগাস্ট মাসের বিষয় : মোবাইল ফোটোগ্রাফি (মন যা চায়)

জীবন নিয়ে খেলা

প্রথম : সৌগত মহন্ত
(বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর) রিয়েলমি ৯আই

সৃষ্টিসুখে বিভোর

দ্বিতীয় : দীপঞ্জয় ঘোষ
(গোফানগর, দক্ষিণ দিনাজপুর) ভিভো ভি২৩

হলুদ ট্যাক্সির কৃষ্ণ

তৃতীয় : জয়াশিস বণিক
(নাকতলা, কলকাতা-৪৭) স্যামসাং এম৩৪

খেলা যখন

চতুর্থ : সংঘমিত্রা মহন্ত
(বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর) রিয়েলমি ৫এস

অপরূপা

পঞ্চম : সৌরভ রক্ষিত
(ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি) স্যামসাং এম৩৩

কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙাই

ষষ্ঠ : রৌনক শূর রায়
(কলেজপাড়া, শিলিগুড়ি) রিয়েলমি ৯প্রো প্লাস

বন্দে রেল

সপ্তম : প্রিয়ম ঘোষ
(দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি) রেডমি নোট ৭প্রো

রহস্যময়

নবম : অগ্নিপ্রতিম বড়ুয়া
(টেপোল স্ট্রিট, জলপাইগুড়ি) স্যামসাং এস২১

গর্বের শৈশব

অষ্টম : ডাঃ শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়
(মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি) স্যামসাং এ৩৩

আরও যাঁরা ছবি পাঠিয়েছেন

জয়দীপ চক্রবর্তী, স্বপনকুমার বসু, সৌমিক সাহা, প্রিয়াংকা হোড় ভদ্র, প্রতাপ রায়চৌধুরী, বিপাসনা শাস্ত্রী, সুরমা বর্মন, পার্থ চক্রবর্তী, মণীশ দত্ত, আনসাদ চৌধুরী, দীপক অধিকারী, দোয়েল হাঁসদা, সাহানুর হক, অন্বেষা চক্রবর্তী, সমর্পণ সরকার, সায়নী দাস, কবিতা বড়ুয়া, বর্ণনা সরকার, রিম্পা সেনগুপ্ত, বিশ্বরূপ সরকার, অভিজিৎ রবিদাস, জয়দীপ পাল, শৌভিক রায়, সত্যজিৎ চক্রবর্তী, ঋত্বিকা কর, গৌরব পোদ্দার, জিশান মাহমুদ, সুদীপ দাস, সঞ্জয় বসাক, বর্ষা রায়, সুপ্রিয় সাধুখাঁ, দোয়েল নন্দী, সপ্তপর্ণা রায়, দেবার্ঘ্য দত্ত, অনিদীপ্ত ঘোষ, জগৎ জীবন রায় বসুনীয়া, দেবপ্রিয়া সরকার, পিয়ালী দাস, অভিরূপ ভট্টাচার্য, বিশ্বদীপ রায়, অন্বয় দত্ত, সাগ্নিকা পাল, তনুশ্রী বারুই, প্রতীক রায়, দীপ দে, গৌতমেন্দু নন্দী, রাজদীপ সরকার, ঋত্বিক রায়, প্রত্যয় রায়, দীপঙ্কর বসু, অর্ণব সরকার, শোভন রায়, সৌরভ রায়, হিরণ্ময় সরকার, সুব্রত রায় কর্মকার, কোয়েল চৌধুরী, সুকন্যা দেব, শান্তনু দেব, ধনঞ্জয় সরকার, সোমনাথ মল্লিক, দুর্জয় রায়, সহিষ্ণু সাহা, সুশান্তকুমার দাস, অভিজিৎ পাল, প্রতিমা পণ্ডিত কর্মকার, রাইমা নাগ, মৃণাল সাহা, মহম্মদ নওয়াজ, তীর্থরাজ রায়, নির্মলচন্দ্র বর্মন, চন্দন দাস, অর্যমা দাস, মধুমিতা দাস, অনিন্দিতা সরকার, জয়ন্ত ব্যানার্জি, নির্মলেন্দু বর্মন, তাপস ভৌমিক, রুদ্র সান্যাল, ডরোথি বর্মন, তন্ময় বোস, দীপঙ্কর কুণ্ডু, কৌশিক দাম, হিয়া দত্ত, ঋক মণ্ডল, মালবিকা রায়, দীপঙ্কর বর্মন, মিঠুন রায়, মহম্মদ ইয়াসিন, অরিজিৎ সরকার, রজত দাস, শুভম ঘোষ, শুভ্রদীপ সরকার, জয়দীপ বর্মন, ঝিমলি কুণ্ডু, গৌরব বিশ্বাস, অন্তরা ঘোষ, নীহাররঞ্জন সরকার, ইন্দ্রজিৎ সরকার, মমি জোয়ারদার, দিলীপ দে সরকার, আবির সরকার, দেবজিৎ সরকার, জয়দিত্য বর্মন, রাজ দে, অনন্যা সিংহ, ঈশানী সেন, পম্পা চাকি, স্বপন সাহা ও কুশল রায়।

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

মধুর খোঁজে

দশম : ধ্রুবলিনা বর্মন
(তুফানগঞ্জ, কোচবিহার) স্যামসাং এম৩১

সংস্কৃতিকেন্দ্রিক বিষয়ে অনধিক ১৫০ শব্দে নমুনা লেখা পাঠাতে পারেন। নির্বাচিত লেখা ছাপা হবে এই বিভাগে। পুরো নাম, ঠিকানা সহ লেখা পাঠানোর ঠিকানা : বিভাগীয় সম্পাদক, সংস্কৃতি বিভাগ, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি। অনলাইনেও লেখা পাঠাতে পারেন uttorerlekha@gmail.com-এ।

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

দিল্লিতে শা'র সঙ্গে বৈঠকে রাজ্যপাল

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৩০ অগাস্ট : বৃহস্পতিবার দিল্লিতে পৌঁছেছেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সূত্রের খবর, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশেই তাঁর এই তড়িঘড়ি দিল্লি সফর। শুক্রবার সকাল ১১টা থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র বাসভবনে প্রায় এক ঘণ্টা বৈঠক করেন রাজ্যপাল। অমিত শা'কে রাজ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেছেন বোস।

আরজি কর মেডিকেল কলেজে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ ওঠার পর রাজ্যের সার্বিক অবস্থা নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে রাজ্যপাল একটি রিপোর্টও পেশ করেছেন বলে সূত্রের দাবি। পশ্চিমবঙ্গে আরও বেশি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়নের জন্য তিনি অমিত শা'কে অনুরোধ করেছেন বলে খবর। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী-রাজ্যপালের বৈঠকের পর ফের রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে।

আরজি কর কাণ্ডে শাসক-বিরোধী দ্বন্দ্বের কারণে উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি। এদিকে অমিত শা'র সঙ্গে রাজ্যপালের বৈঠকের পরপরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চিঠি লিখেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। রাজ্যপাল দিল্লি আসার আগে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, দিলীপ ঘোষ সহ কয়েকজন নেতা রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে রাজভবনে যান। আরজি কর কাণ্ডে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাজ্যপালকে অনুরোধ করেন তাঁরা।

১৫ মাসে সর্বনিম্ন জিডিপি

নয়াদিল্লি, ৩০ অগাস্ট : এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিকে ৬.৭ শতাংশে নেমে এল ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার। গত ১৫ মাসের মধ্যে যা সবচেয়ে কম। জানুয়ারি-মার্চ ত্রৈমাসিকে জিডিপি ৭.৮ শতাংশ হারে বেড়েছিল। সেই নিরিখে চলতি অর্থবর্ষের (২০২৪-'২৫) প্রথম ত্রৈমাসিকে জিডিপি'র পতনের হার ১ শতাংশের বেশি। গতবছর এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিকে জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল ৮.২ শতাংশ। শুক্রবার প্রকাশিত জাতীয় পরিসংখ্যান অফিসের (এনএসও) তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-'২৫-এর প্রথম ত্রৈমাসিকে কৃষিক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার ৩.৭ শতাংশ থেকে ২ শতাংশে নেমে এসেছে। অর্থনীতিবিদদের একাংশের মতে, গ্রীষ্মকালে দেশজোড়া তাপপ্রবাহ ও কম বৃষ্টির কারণে ফসল উৎপাদন ধাক্কা খেয়েছে। জিডিপির হারে যার প্রভাব পড়েছে। তুলনায় ভালো ফল করেছে উৎপাদন শিল্প। এক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার ৭ শতাংশ। গতবছর এইসময় তা ছিল ৫ শতাংশ।

ইরানে মহিলা সরকারি মুখপাত্র

তেহরান, ৩০ অগাস্ট : কট্টরপন্থী ইরানের সুর বদল। হিজাব-বিদ্রোহ ইরানের মোল্লাতন্ত্রকে নাড়িয়ে দিলেও তাতে নারীদের জন্য কোনও বদল আসেনি। এবার সেই ইরানে সরকারি মুখপাত্র হলেন এক মহিলা। ৫৪ বছর বয়সি ফাতেমেহ মোহাজেরানিকে ইরানের সরকারি মুখপাত্র হিসেবে ঘোষণা করা হল।

প্রথমা

বুধবার প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান মন্ত্রীসভার বৈঠকে তাঁকে নিয়োগ করেন। উচ্চশিক্ষিত মোহাজেরানি এডিনবার্গ থেকে বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে পিএইচডি করেছেন। তিনি বেশ কিছুদিন ছিলেন। শুধু ফাতেমেহ মোহাজেরানিই নন, ইরানে বিভিন্ন সরকারি পদে মেয়েদের নিয়োগ করা হচ্ছে। অনেকেই এই নিয়োগকে হিজাব আন্দোলনের ক্ষতে প্রলেপ দেওয়ার প্রয়াস বলে মনে করছেন।

জুম্মা বিরতিতে কোপ হিমন্তের

গুয়াহাটি, ৩০ অগাস্ট : অসম বিধানসভায় প্রতি শুক্রবার ২ ঘণ্টার নমাজ বা জুম্মা বিরতিতে কোপ বসালেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। শুক্রবার একথা ঘোষণা করেছেন তিনি। সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিধানসভায় কাজের সময় বৃদ্ধি এবং ঔপনিবেশিক পরম্পরা বন্ধ করতেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ১৯৩৭ সাল থেকে প্রতি শুক্রবার অসম বিধানসভায় বেলা ১২টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত ২ ঘণ্টার নমাজ বিরতির প্রথা চালু ছিল। এদিন সেই প্রথা বাতিলের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে স্পিকার বিশ্বজিৎ দইমারি এবং অন্য বিধায়কদের প্রতি ধন্যবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রী।

বানভাসি কচ্ছের কোঠারা গ্রামের ছবি। শুক্রবার। গুজরাটে বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৬। ভদোদরা থেকে কচ্ছ শহর জলবন্দি।

অন্ধ্রে মহিলাদের হস্টেলের ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ

শৌচাগারে ক্যামেরা, প্রতিবাদে পড়ুয়ারা

অমরাবতী, ৩০ অগাস্ট : আরজি কর কাণ্ডের স্লোগান উঠল এবার অন্ধ্রপ্রদেশেও। একটি কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের হস্টেলে ছাত্রীদের শৌচাগারে গোপন ক্যামেরা রেখে ছবি তোলার বিষয়টি সামনে আসতেই প্রতিবাদে ফুঁসে ওঠেন পড়ুয়ারা। ন্যায়বিচারের দাবিতে বৃহস্পতিবার রাত থেকে পড়ুয়াদের মুখে 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগান।

কৃষ্ণা জেলার গুডলাভাল্লেরু ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের হস্টেলের ছাত্রীদের শৌচাগারে লুকোনো ক্যামেরা এক ছাত্রী দেখতে পেয়ে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। চলে রাতভর বিক্ষোভ। শুক্রবারও কলেজ ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ চলতে থাকলে সেখানে গিয়ে বিক্ষোভকারীদের ন্যায়বিচারের আশ্বাস দেন কৃষ্ণার জেলা শাসক ডিকে বালাজি এবং পুলিশ সুপার গঙ্গাধর রাও।

শুক্রবার সকালেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু বিষয়টি নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার পর তদন্তে নামে পুলিশ। অভিযোগ, ওই কলেজেরই বেশ কয়েকজন ছাত্র এই অপরাধের সঙ্গে জড়িত। তারা গোপন ক্যামেরায় তোলা ছবি এবং ভিডিও বিক্রি করত বলেও অভিযোগ। ইতিমধ্যে ইন্টারনেটে নাকি এমন শ'তিনেক ছবি ও ভিডিও ছড়িয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে বিটেক-এর চূড়ান্ত বর্ষের এক ছাত্রকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

ক্যাম্পাসজুড়ে ন্যায়বিচারের দাবিতে সোচ্চার ছাত্রীরা। অন্ধ্রপ্রদেশে।

যদিও কলেজ কর্তৃপক্ষের দাবি, মেয়েদের হস্টেলে কোনও গোপন ক্যামেরার খোঁজ না মিললেও পুলিশের তদন্তে সবরকম সহযোগিতা করা হচ্ছে। পাশাপাশি ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা বাড়াতে প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

পুলিশও জানিয়েছে, তারা ছাত্র এবং কলেজের কর্মীদের উপস্থিতিতে অভিযুক্তদের ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন এবং অন্যান্য ইলেক্ট্রনিক গ্যাজেটগুলি পরীক্ষা করেছে এবং সেখান থেকে আপত্তিকর কোনও তথ্য এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তবে মূল অভিযুক্তকে জেরা করে চক্রের অন্যদের সন্ধান চলছে। অন্ধ্রপ্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ওয়াইএস শর্মিলা ঘটনার নিন্দা করে দোষীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

চলতি মাসেই অন্ধ্রের পড়শি রাজ্য কর্ণাটকের রাজধানী বেঙ্গালুরুর একটি ক্যাফেতে মহিলাদের শৌচাগারে গোপন ক্যামেরার সন্ধান মেলার পর অশান্তি তৈরি হয়েছিল।

নীতি বদলের ইঙ্গিত জয়শংকরের

লাহোরের সঙ্গে ঢাকাকেও বার্তা

নয়াদিল্লি, ৩০ অগাস্ট : সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়া জারি রাখলে পাকিস্তানকে তার পরিণতির জন্যও তৈরি থাকতে হবে। জঙ্গি অনুপ্রবেশ ও নাশকতামূলক কাজকর্মে মদত এবং শান্তি-আলোচনা একসঙ্গে চলতে পারে না। শুক্রবার দিল্লিতে একটি বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে এই কথা জানিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। ভারত যে পাকিস্তান নীতিতে বদল আনছে, বিদেশমন্ত্রীর কথায় সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট।

তিনি বলেন, 'নিরবচ্ছিন্ন আলোচনার যুগ শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন প্রশ্ন হল, পাকিস্তানের সঙ্গে আমরা কী ধরনের সম্পর্কের কথা ভাবতে পারি? আপনি এমন এক প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্কের দিশা স্থির করছেন যারা সন্ত্রাসবাদকে রাষ্ট্রযন্ত্রের একটি হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। এটা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সন্ত্রাসবাদে মদতদানকে পাকিস্তান প্রায় শিল্পের স্তরে নিয়ে গিয়েছে।' পাকিস্তান যদি সন্ত্রাসবাদের রাস্তা থেকে সরে আসে তাহলে ভারতের তরফে আলোচনার রাস্তা খোলা থাকবে বলে ইঙ্গিত করেছেন জয়শংকর।

একইসঙ্গে তাঁর হুঁশিয়ারি, 'ভারতের কাছে সন্ত্রাসবাদের তাৎক্ষণিক সমাধান নেই। কিন্তু সরকার আর এই সমস্যাকে লঘু করে দেখবে না। আমরা বলছি না সব ঠিক আছে। সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম চলছে। তার পরেও আমরা আলোচনা চালিয়ে যাব, সেটা হতে পারে না।'

বাংলাদেশ সম্পর্কেও খোলামেলা মতপ্রকাশ করেছেন বিদেশমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'আমরা সেখানকার বর্তমান সরকারকে সঙ্গে নিয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা করব। প্রতিবেশী সবসময়ই একটা ধাঁধা। আমাকে বলুন এমন কোনও দেশ আছে যাকে প্রতিবেশী সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হয় না?' বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে জয়শংকর বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে কথা বলেছেন। ইউনূস তাঁকে সেদেশে হিন্দুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আশ্বাস দিয়েছেন।'

বিদেশমন্ত্রী যা বললেন

> নিরবচ্ছিন্ন আলোচনার যুগ শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন প্রশ্ন হল, পাকিস্তানের সঙ্গে আমরা কী ধরনের সম্পর্কের কথা ভাবতে পারি? আপনি এমন এক প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্কের দিশা স্থির করছেন, যারা সন্ত্রাসবাদকে রাষ্ট্রযন্ত্রের একটি হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। এটা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সন্ত্রাসবাদে মদতদানকে পাকিস্তান প্রায় শিল্পের স্তরে নিয়ে গিয়েছে।

> আমরা বাংলাদেশের বর্তমান সরকারকে সঙ্গে নিয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা করব। প্রতিবেশী সবসময়ই একটা ধাঁধা। আমাকে বলুন এমন কোনও দেশ আছে, যাকে প্রতিবেশী সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হয় না?

আরিহাকে দেশে ফেরাতে মরিয়া কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৩০ অগাস্ট : জার্মানিতে ভারতীয় মা-বাবার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া শিশুকন্যা আরিহা শা'কে ভারতে ফেরাতে জোরদার আইনি পদক্ষেপ চালাচ্ছে দিল্লি। মোদি সরকার এব্যাপারে সম্ভাব্য সবরকমের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। থানের সাংসদ নরেশ গণপত মাস্কেকে লেখা চিঠিতে এমন কথাই জানালেন বিদেশমন্ত্রী জয়শংকর। বৃহস্পতিবার চিঠির কথা উল্লেখ করেছেন মাস্কে। তিনি চলতি মাসের গোড়ায় সংসদে আরিহা প্রসঙ্গ তুলেছিলেন।

অবহেলার অভিযোগে ভবেশ ও ধারা শা'র কাছ থেকে তাঁদের কন্যা আরিহা শা'কে জার্মান সরকার কেড়ে নেয়। সাড়ে তিন বছরের আরিহা গত ৩৬ মাস ধরে বার্লিন সরকারের তত্ত্বাবধানে। তাকে ভারতে নিয়ে আসার প্রচুর চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ অভিভাবক মোদি সরকারের দ্বারস্থ হন। মাস্কে জানিয়েছেন, জার্মানিতে আরিহার মা-বাবা এখন মেয়ের সঙ্গে মাসে দু'বার দেখা করতে পারেন।

জয়শংকর থানের সাংসদকে লেখা চিঠিতে জানিয়েছেন, আরিহার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের ফলস্বরূপ অভিভাবকরা মাসে দু'বার মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে পারছেন। জার্মান ইউথ ওয়েলফেয়ার অথরিটি আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আরিহাদের পরিবার জৈন। শিশুটিকে নিজস্ব সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত করানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন বার্লিনের ভারতীয় দূতাবাসের আধিকারিকরা। শিশুটিকে দু'বার মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়।

মা-বাবার কাছে থাকার সময় তিনবার আঘাত পেয়েছিল আরিহা। তার মাথায়, পিছনে ও যৌনাঙ্গে আঘাতের ক্ষত মিলেছে বলে জানিয়ে ২০২৩-এর ১৩ জুন আরিহাকে মা-বাবার কাছে ফেরানোর অনুরোধ নাকচ করে জার্মানির আদালত।

রাহুলে সুর বদল স্মৃতির

নয়াদিল্লি, ৩০ অগাস্ট : লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে নিয়ে এবার কৌশল বদলের ইঙ্গিত মিলল বিজেপিতে।

বুধবার একটি পডকাস্টে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি স্বীকার করে নিয়েছেন, রাহুল গান্ধির রাজনীতিতে পরিবর্তন এসেছে। সেই কারণে বিরোধী দলনেতার রণকৌশলকে আর কিছুতেই উপেক্ষা করা উচিত নয়। রাহুলের মূল্যায়ণ করতে বসে স্মৃতি বলেন, 'নরম হিন্দুত্বের পথে হেঁটে ব্যর্থ হয়েছিলেন বলেই রাহুল গান্ধি তাঁর রণকৌশল বদলে ফেলেছেন। উনি যখন একের পর এক মন্দিরে ঘুরছিলেন তখন বিষয়টি হাস্যকর লেগেছিল অনেকের কাছে। হিন্দু সমাজও ব্যাপারটিকে ভাঁওতা বলে ধরে ফেলেছিল। এরপরই রণকৌশল বদলে ফেলেন রাহুল।'

স্মৃতির কথায়, 'ধর্মের ভিত্তিতে যখন সাফল্য আসছিল না তখন জাতিভিত্তিক জনগণনা নিয়ে লাগাতার প্রচার শুরু করেন রাহুল। এটা যদি ওঁর রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা হত তাহলে গোড়া থেকেই তা দেখা যেত। কিন্তু এটা ওঁর রাজনৈতিক রণকৌশলের অংশ।' আমেথির প্রাক্তন সাংসদের বক্তব্য, 'উনিও জানেন, মিস ইন্ডিয়া প্রতিযোগিতার আয়োজন সরকার করে না। উনি শিরোনাম দখলের জন্য ওই কথাগুলি বলেছেন। উনি যখন এটা করছেন তখন ওঁর রণকৌশলের দিকে তাকানো জরুরি।'

রাহুলের ট্রেড মার্ক সাদা টি-শার্ট নিয়েও মন্তব্য করেছেন স্মৃতি। তিনি বলেন, 'উনি যখন সংসদে সাদা টি-শার্ট পরেন তখন দেশের তরুণ প্রজন্মকে কী বার্তা দিচ্ছেন সেই সম্পর্কেও সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকেন। ওঁর কাজকর্ম সে ভালো হোক, খারাপ হোক কিংবা অপরিণতই হোক, তা নিয়ে ভুল করা চলবে না। উনি এখন একটি ভিন্ন ধারার রাজনীতির প্রতিনিধিত্ব করছেন।'

টাইটলারের বিরুদ্ধে রায়

নয়াদিল্লি, ৩০ অগাস্ট : ৪০ বছর আগের শিখবিরোধী হিংসা থেকে কিছুতেই নিস্তার পাচ্ছেন না কংগ্রেস নেতা জগদীশ টাইটলার। শুক্রবার তাঁর বিরুদ্ধে হত্যা, দাঙ্গায় প্ররোচনা দেওয়া সহ একাধিক অভিযোগে চার্জ গঠনের নির্দেশ দিয়েছে দিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ আদালত। আদালত বলেছে, জগদীশ টাইটলারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগে তদন্ত করার পর্যাপ্ত কারণ রয়েছে। টাইটলারকে অতীতে তিনবার ক্লিনচিট দিয়েছিল সিবিআই।

দেশে নাইট ডিউটিতে ভয় বহু ডাক্তারের

তিরুবনন্তপুরম, ৩০ অগাস্ট : অধিকাংশ চিকিৎসক রাতে হাসপাতালে কাজ করতে ভয় পান, বিশেষত মহিলারা। মহিলা চিকিৎসক বা সেবিকাদের কাছে রাতে হাসপাতালে কাজ করা বিভীষিকার মতো। রাতের হাসপাতালে ডিউটিতে থাকাকালীন আত্মরক্ষার স্বার্থে সঙ্গে অস্ত্র রাখার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেন তাঁরা।

ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় এই দাবি করা হয়েছে। সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী চিকিৎসকদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন মহিলা। তাঁদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশই জানিয়েছেন, রাতের বেলায় হাসপাতালে 'বিপন্ন' এমনকি 'অতি-বিপন্ন' বোধ করেন তাঁরা।

উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪৫ শতাংশ জানিয়েছেন, রাতের বেলায় কর্তব্যরত অবস্থায় থাকাকালীন তাঁদের জন্য পৃথক কোনও ঘর (ডিউটি রুম) বরাদ্দ থাকে না। ফলে হাসপাতালে তাঁদের বেশ অরক্ষিত অবস্থাতেই থাকতে এবং ঘোরাঘুরি করতে হয়।

সম্প্রতি আরজি কর মেডিকেল কলেজে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা সামনে আসার পর দেশজুড়ে তোলপাড় শুরু হয়। চাপানউতোর চলতে থাকে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে। এই প্রেক্ষিতে আইএমএ-র তরফে অনলাইনে চিকিৎসকদের ওপর ওই সমীক্ষা চালানো হয়। পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে সমীক্ষায় অংশ নেন ৩ হাজার ৮৮৫ জন চিকিৎসক। হাসপাতালের নৈশ-নিরাপত্তা বিষয়ে এই সমীক্ষায় দেশের ২২টি রাজ্যের চিকিৎসকদের মতামত নেওয়া হয়েছে। অভিমত দাতাদের মধ্যে ৮৫ শতাংশই জুনিয়ার ডাক্তার এবং তাঁদের মধ্যেও আবার ৬১ শতাংশ স্নাতকোত্তর শিক্ষানবিশ অথবা ইন্টার্ন।

সমীক্ষার ফলে সামগ্রিকভাবে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকদের নিরাপত্তাহীনতার বিষয়টিই উঠে এসেছে। দেখা গিয়েছে, চিকিৎসকদের মধ্যে ২৪.১ শতাংশ, বিশেষত মহিলারা রাতের বেলায় হাসপাতালে নিজেদের 'অনিরাপদ' এবং ১১.৪ শতাংশ 'অতি-অনিরাপদ' বলে মনে করেন। হাসপাতালে বহিরাগতের ভিড়, পর্যাপ্ত আলো, নিরাপদ যাতায়াতের পথ এবং সিসিটিভির অভাব ইত্যাদি তাঁদের বিপন্নতা আরও বাড়িয়ে দেয়।

সমীক্ষা বলছে, যেসব হাসপাতালে ডিউটি রুম রয়েছে, সেখানেও তা যথেষ্ট নয়। হয় সেটা কাজের জায়গা থেকে বহু দূরে অথবা অর্ধেকের বেশি ক্ষেত্রে (৫৩ শতাংশ) তা ভিড়ে ঠাসা। তার ওপর তাতে না থাকে বিশ্রামকক্ষ, না শৌচাগার, না পানীয় জল বা খাবারদাবার।

কেরল আইএমএ-র রিসার্চ সেলের তরফে রাজীব জয়দেবন ও তাঁর দলের করা এই সমীক্ষা প্রতিবেদনটি সংস্থার কেরালা মেডিকেল জার্নালের অক্টোবর সংস্করণে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

জয়দেবন জানিয়েছেন, 'দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসকদের মতামত জানতে অনলাইনে প্রশ্নমালা পাঠানো হয়েছিল। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উত্তর দেন প্রায় চার হাজার জন। তাঁদের মতামত থেকে স্পষ্ট, বেশিরভাগ চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মী রাতের বেলায় হাসপাতালে ডিউটিতে থাকাকালীন আদৌ স্বস্তিবোধ করেন না। সব সময়েই নানা কারণে ভয়ে ভয়ে থাকতে হয় তাঁদের। বিশেষত ৩০ অনূর্ধ্ব জুনিয়ার ডাক্তার ও নার্সদের নিরাপত্তাহীনতা সবচেয়ে বেশি। এছাড়া ন্যূনতম যেসব সুযোগসুবিধা থাকা উচিত, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার কিছুই থাকে না। প্রশাসন নিয়েও তাঁরা হতাশ। কারণ, বহুবার বলার পরেও পরিস্থিতি পালটায় না। বরং অভিযোগকারীরা চক্ষুশূল হয়ে যান কর্তৃপক্ষের।'

সমীক্ষা আইএমএ-র

- সমীক্ষায় অংশ নেন ৩ হাজার ৮৮৫ জন চিকিৎসক, যাঁদের বেশিরভাগ মহিলা। এঁদের মধ্যে ৮৫ শতাংশ জুনিয়ার ডাক্তার
- নিরাপত্তার অভাবে ভয়ে ভয়ে থাকেন ৩৫ শতাংশ। আত্মরক্ষার্থে সঙ্গে অস্ত্র রাখা উচিত বলে মনে করেন চিকিৎসকরা
- ২৪.১ শতাংশ রাতে হাসপাতালে নিজেদের 'অনিরাপদ' এবং ১১.৪ শতাংশ 'অতি-অনিরাপদ' মনে করেন
- ৪৫ শতাংশ জানিয়েছেন, রাতে তাঁদের জন্য পৃথক কোনও ঘর (ডিউটি রুম) থাকে না
- ডিউটি রুম থাকলেও অর্ধেকের বেশি ক্ষেত্রে (৫৩ শতাংশ) তা ভিড়ে ঠাসা। সেখানে শৌচালয়, পানীয় জলেরও অভাব

শিবাজির মূর্তি ভাঙার ঘটনা

ক্ষমাপ্রার্থী মোদি

মুম্বই, ৩০ অগাস্ট : শিবাজির মূর্তি ভাঙা ঘিরে মহারাষ্ট্রের শাসক জোটে যে ক্ষত তৈরি হয়েছে তা মেরামতে উদ্যোগী হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ওই মূর্তি ভাঙার ঘটনায় শুক্রবার ক্ষমা চেয়েছেন তিনি। মাত্র ৮ মাস আগে সিন্ধুদুর্গের রাজকোট কেল্লায় ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের একটি ৩৫ ফুটের মূর্তির উদ্বোধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সম্প্রতি সেটি ভেঙে পড়ায় শাসক জোট মহাযুতি বিড়ম্বনায় পড়ে। সমালোচনায় সরব হয়েছে বিরোধী মহা বিকাশ আঘাড়ি। মহারাষ্ট্রে বিধানসভা ভোটের মুখে মূর্তি ভাঙার ঘটনায় দুর্নীতির অভিযোগও উঠেছে।

এদিন পালঘরে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে মোদি মূর্তি ভাঙার প্রসঙ্গে বলেন, 'ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ শুধু একজন মহারাজার নাম নয়। আমাদের কাছে উনি একজন দেবতা। আজ আমি আমার দেবতার পায়ে মাথানত করে ক্ষমা চাইছি। আমাদের কাছে দেবতার থেকে বড় কেউ নেই। যে মুহূর্তে আমি এখানে পা রেখেছি, আমি প্রথমেই মূর্তি ভাঙার ঘটনায় শিবাজি মহারাজের কাছে ক্ষমা চেয়েছি। যাঁরা এই ভাঙনের ঘটনায় কষ্ট পেয়েছেন আমি তাঁদের কাছেও ক্ষমাপ্রার্থী।' বিরোধীদের বিঁধে মোদি বলেন, 'কিছু লোক এখনও বীর সাভারকারকে অপমান করেন। কিন্তু তাঁকে অপমানের জন্য ক্ষমা চাইতে রাজি নন।' তবে মোদির এই ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টা অবশ্য বিজেপি ও শাসক জোটকে কতটা সাফল্য দেবে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

একমঞ্চে নরেন্দ্র মোদি-একনাথ শিণ্ডে। শুক্রবার পালঘরে।

বিজেপিতে যোগ চম্পাইয়ের

রাঁচি, ৩০ অগাস্ট : যাবতীয় জল্পনার অবসান ঘটিয়ে বিজেপিতেই যোগ দিলেন ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চম্পাই সোরেন। শুক্রবার দলের রাজ্য দপ্তরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা এবং রাজ্য সভাপতি বাবুলাল মারান্ডির উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে গেরুয়া শিবিরে যোগ দেন তিনি।

বুধবার জেএমএমের প্রাথমিক সদস্যপদের পাশাপাশি বিধায়ক ও মন্ত্রী পদেও ইস্তফা দিয়েছিলেন চম্পাই। পদত্যাগের আগে জেএমএম সুপ্রিমো শিবু সোরেনকে একটি চিঠি লিখে দলের কাজকর্ম নিয়ে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন তিনি।

জেল থেকে জামিনে মুক্তি পেয়ে জুলাই মাসে হেমন্ত সোরেন তাঁর থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি কেড়ে নেন। বিষয়টি তিনি যে মন থেকে মেনে নিতে পারেননি সেটা বারবার জানিয়েছেন চম্পাই।

চলতি বছরের শেষে ঝাড়খণ্ডে বিধানসভা ভোট। তার আগে চম্পাইয়ের দলবদলে জেএমএম ধাক্কা খেল বলেই মনে করা হচ্ছে। কারণ, চম্পাই শুধু দক্ষ আদিবাসী নেতা ও সংগঠকই নন, স্বচ্ছ ভাবমূর্তির নেতা বলেও পরিচিত। সেক্ষেত্রে তাঁকে বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী করতে পারে বলে একাধিক সূত্রের মত। তাঁকে সামনে রেখে আদিবাসী এলাকাগুলিতে প্রভাব বাড়াতে পারে বিজেপি।

'৬ মাসে শান্তি ফিরবে মণিপুরে'

ইম্ফল, ৩০ অগাস্ট : ১৫ মাস অতিক্রান্ত। এখনও গোষ্ঠী সংঘর্ষে উত্তপ্ত মণিপুর। ডাবল ইঞ্জিন সরকার থাকা সত্ত্বেও কেন উত্তর-পূর্বের রাজ্যে শান্তি ফিরছে না সেই প্রশ্ন সরব বিরোধীরা। তবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির দায় নিয়ে তিনি যে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেবেন

আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

না তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং। তাঁর দাবি, মণিপুরবাসী তাঁর পাশে রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে ৬ মাসের মধ্যে তিনি রাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনবেন।

এক সাক্ষাৎকারে বীরেন সিং বলেন, 'আমি কেন পদত্যাগ করব? আমি কি চুরি করেছি? আমার বিরুদ্ধে কি কোনও কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে? আমি কি জাতি বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কাজ করেছি? আমি রাজ্যকে বেআইনি অভিবাসন, অবৈধ পোস্ত চাষ থেকে বাঁচিয়েছি। আমার কাজ মণিপুর এবং মণিপুরের মানুষকে রক্ষা করা। পদত্যাগ করার প্রশ্ন নেই।'

গত বছর মে থেকে মেইতেইদের সঙ্গে কুকি-জো উপজাতির সংঘর্ষে উত্তাল মণিপুর। হামলা-পালটা হামলায় দু'পক্ষের ২০০-র বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলি ছেড়ে ইম্ফল উপত্যকায় আশ্রয় নিয়েছে মেইতেইরা। বিপরীতে মেইতেই প্রভাবিত ইম্ফল ছেড়ে পাহাড়ি এলাকায় চলে গিয়েছে বহু উপজাতি পরিবার। কার্যত দুই শিবিরে ভাগ হয়ে গিয়েছে মণিপুরের সমাজ। বিপুল সংখ্যায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করেও অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আসেনি। রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি না করা নিয়ে বিরোধীদের প্রশ্নের মুখে পড়েছে মোদি সরকার। গতবছর বীরেন সিং একবার মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফার কথা জানিয়েও সমর্থকদের দাবি মেনে নাটকীয়ভাবে তা প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন।

উপজাতি ও মেইতেইদের মধ্যে শান্তি ফেরাতে একজন দূতকে দায়িত্ব দেওয়ার কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই দূত হলেন নাগা বিধায়ক ডিঙ্গাংলুং গ্যাংমেই। তাঁকে পার্বত্য অঞ্চল কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে। যুযুধান গোষ্ঠীগুলির নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে সংকট কাটানোর চেষ্টা করবেন গ্যাংমেই। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি মনে করি না এর জন্য খুব বেশি সময় লাগবে। ৫-৬ মাসের মধ্যে শান্তি ফিরে আসা উচিত। এটা আমাদের আশা। আমি আত্মবিশ্বাসী।'

> ৫-৬ মাসের মধ্যে শান্তি ফিরে আসা উচিত। এটা আমাদের আশা। আমি আত্মবিশ্বাসী।
>
> **এন বীরেন সিং**
> মুখ্যমন্ত্রী, মণিপুর

বিমলের দিল্লি সফর ঘিরে ধোঁয়াশা

আলাদা রাজ্য আদায়ের মঞ্চে মতানৈক্য প্রকাশ্যে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩০ অগাস্ট : উত্তরবঙ্গকে পৃথক রাজ্য করার দাবিতে এক ছাতার তলায় এসেছিল একাধিক সংগঠন। অথচ সেখানেই এখন অনৈক্যের ছবি। লোকসভা নির্বাচনের আগে থেকে সদস্য দলগুলি নিজেদের মতো করে সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করেছে। ফলে জোটের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এই পরিস্থিতির মধ্যে শুক্রবার আচমকা দিল্লি গিয়েছেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং, যা নিয়ে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বিমলের বৈঠকের কথা রয়েছে বলে দলীয় সূত্রের খবর।

পৃথক রাজ্যের অন্যতম দাবিদার গ্রেটার কোচবিহার ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ নগেন রায় বলছেন, 'আমি জলপাইগুড়িতে রয়েছি। দিল্লিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কোনও বৈঠকের খবর আমার কাছে নেই।'

প্রায় এক বছর ধরে পাহাড়, সমতলের পৃথক রাজ্যের দাবিদার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বৈঠকের পর পৃথক উত্তরবঙ্গ রাজ্যের দাবিতে ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে শিলিগুড়িতে আত্মপ্রকাশ করে ইউনাইটেড ফ্রন্ট ফর সেপারেট স্টেট। কামতাপুর প্রগ্রেসিভ পার্টির সভাপতি অধীর রায়কে আহ্বায়ক করে ফ্রন্ট উত্তরবঙ্গকে আলাদা রাজ্য করার দাবি নিয়ে আন্দোলন শুরু করেছিল। দিল্লিতে গিয়ে যন্তরমন্তরে ধর্না সহ অন্য কর্মসূচিও করেছে। কিন্তু চলতি বছরের প্রথম দিক থেকে এই ফ্রন্টের দলগুলির মধ্যে কোনও কথাবার্তা নেই। রাজ্য আদায়ের আন্দোলন নিয়ে কোনও বৈঠকও হয়নি।

অনৈক্যের ছবি

- উত্তরবঙ্গ রাজ্য গঠনের দাবিতে জোট বেঁধেছিল একাধিক সংগঠন
- ঠিক হয়েছিল, আলাদা রাজ্যের দাবিতে একসঙ্গে লড়বে সব সংগঠন
- চলতি বছরের প্রথম দিক থেকেই ফ্রন্টের দলগুলির মধ্যে কোনও কথাবার্তা নেই
- এমন আবহে শুক্রবার দিল্লি উড়ে গিয়েছেন বিমল, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের সম্ভাবনা
- ফ্রন্টের অন্য দলগুলি কিছুই জানে না, অসন্তোষ প্রকাশ

শুক্রবার মোর্চা সভাপতি বিমল গুরুং দুপুরের বিমানে বাগডোগরা থেকে দিল্লি উড়ে গিয়েছেন। এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই ফ্রন্ট নেতাদের মধ্যে ক্ষোভ লক্ষ করা গিয়েছে। ফ্রন্টের আহ্বায়ক অধীর রায় বলছেন, 'উত্তরবঙ্গকে আলাদা রাজ্য করার দাবি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার পরে ফ্রন্ট তৈরি হয়েছিল। কথা ছিল, সবাই মিলে দাবি আদায়ে ধারাবাহিকভাবে আন্দোলনে ঝাঁপানো হবে। কিন্তু লোকসভা ভোটের আগে থেকেই কারও কোনও উচ্চবাচ্য নেই। তাই আমরা বাধ্য হয়ে একক সিদ্ধান্তে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীকে সমর্থন করেছিলাম। মোর্চাও বিজেপিকে সমর্থন দিয়েছিল। ভোটের পরেও আমাদের আর কোনও বৈঠক বা আলোচনা কিছুই হয়নি। ঠিক কী উদ্দেশ্যে বিমল গুরুং দিল্লি গিয়েছেন বলতে পারব না। তবে, দিল্লিতে কোনও বৈঠকের কথা থাকলে তা আমাদের জানানো প্রয়োজন ছিল।'

কার্যত নীরবেই এদিন দুপুর ২.৩০-এর বিমানে দিল্লি উড়ে যান বিমল। তাঁর দিল্লি সফর নিয়ে দলের সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি বলছেন, 'আমি এই বিষয়ে কিছু বলতে পারব না। সম্ভবত নিজস্ব কাজে বিমল দিল্লি গিয়েছেন।'

রোশনের বক্তব্য, 'অনেকদিন ধরেই ইউনাইটেড ফ্রন্টের মধ্যে কোনও কথাবার্তা হয়নি। ওই সংগঠন আদৌ রয়েছে কি না বলতে পারব না।' অন্যদিকে, ইউনাইটেড ফ্রন্ট শরিক প্রগ্রেসিভ পিপলস পার্টির (পিপিপি) সভাপতি কিরণ কালিন্দী বলছেন, 'শুধু খাতায়-কলমেই আমাদের ফ্রন্ট রয়েছে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই ফ্রন্ট তৈরি হয়েছিল তা ব্যর্থ হয়েছে। যে যার মতো সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।'

সেবক-রংপো রেল প্রকল্পে কাজের গতি বাড়াতে চাইছে রেলমন্ত্রক। - সংবাদচিত্র

সিকিমে কাজ কতদূর, জানতে চাইল রেল

চাকা গড়াতে পারে আগামী মে মাসেই

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৩০ অগাস্ট : ১৫ অগাস্ট নাকি ১৬ মে, সিকিম পাহাড়ে আগামী বছর কবে গড়াবে ট্রেনের চাকা? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টায় এখন পাহাড়।

'অমৃত কালে' দেশের স্বাধীনতা দিবসে অর্থাৎ ১৫ অগাস্ট সেবক-রংপো প্রকল্পে ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে রেলের। কিন্তু ভারতে অন্তর্ভুক্তির সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের অনুষ্ঠানের সূচনায় সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আমন্ত্রণ জানানোয় পাহাড় পথে আগাম ট্রেন চলার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। সেই সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে মন্ত্রক রিপোর্ট চেয়ে পাঠানোয়। মূলত কতদিনের মধ্যে কাজ শেষ করা সম্ভব, তা জানতে চাওয়ায় বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে রেলকর্তাদের কাছে।

১৯৭৫ সালের ১৬ মে ভারতের ২২তম রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল সিকিম। আগামী বছরের ১৬ মে থেকে টানা এক বছর নানা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিকিম প্রশাসন। ওই অনুষ্ঠানের সূচনায় প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানাতে ক'দিন আগে দিল্লি গিয়েছিলেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি মোদির সঙ্গে সিকিম নিয়ে দীর্ঘ আলোচনাও করেন।

নয়াদিল্লির ইচ্ছেয় গতি পাচ্ছে সেবক-রংপো রেলপ্রকল্প। প্রাকৃতিক দুর্যোগে বারবার পিছিয়েছে প্রকল্পের কাজ। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন নিয়ে একাধিকবার প্রশ্ন উঠেছে। ইতিমধ্যে কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কনস্ট্রাকশন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (ইরকন)-কে '২৫ সালের ১৫ অগাস্ট পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কয়েকমাস এগিয়ে যদি ১৬ মে সিকিম পাহাড়ে প্রথমবার ট্রেনের চাকা গড়ায়, অবাক হতে হবে না। কেননা, ভারত অন্তর্ভুক্তির সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে সিকিমকে দেশের রেল মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত করতে চাইছে মোদি সরকার। এ কারণে মন্ত্রক থেকে কাজের অগ্রগতি এবং কতদিনের মধ্যে প্রকল্পটি ট্রেন চালানোর উপযুক্ত হয়ে উঠবে, সেই সংক্রান্ত রিপোর্ট চেয়ে পাঠানো হয়েছে বলে মনে করছেন রেল আধিকারিকরা। তবে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা বলছেন, 'আগামী বছরের অগাস্ট মাসে ট্রেন চালানোর লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। এর বাইরে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে তা নেবে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। তবে দ্রুতগতিতে কাজ চলছে।'

জল্পনা যেখানে

- ভারতে অন্তর্ভুক্তির ৫০ বছর পূর্ণ হচ্ছে সিকিমের
- ১৬ মে ওই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী
- আগে ঠিক ছিল, ২০২৫ সালের ১৫ অগাস্ট সিকিমে রেলপ্রকল্পের উদ্বোধন হতে পারে
- প্রধানমন্ত্রী ১৬ মে'র অনুষ্ঠানে এলে তখনই প্রকল্প চালুর সম্ভাবনা
- ইতিমধ্যে প্রকল্পের কাজ কতদূর, তার রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে

প্রায় ৪৫ কিলোমিটারের রেলপ্রকল্পটিতে রয়েছে ১৪টি টানেল। এর মধ্যে মাত্র ৮ এবং ১০ নম্বর টানেলে ব্রেক থ্রু বাকি বলে ইরকন সূত্রে খবর। দ্রুতগতিতে চলছে ২২টি সেতুর নির্মাণ। এর মধ্যে কয়েকটি সেতুর কাজ প্রায় শেষপর্যায়ে। মেট্রো রেলের বাইরে এই প্রকল্পটিতেই একমাত্র রয়েছে ভূগর্ভস্থ স্টেশন। তিস্তাবাজারের এই স্টেশনটির কাজও প্রায় ৬০ শতাংশ শেষ। লাইন পাতার কাজও অনেকটা এগিয়েছে। তবে মেল্লিতে দুটি জায়গায় লাইন পাতার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিয়েছে বলে একটি সূত্রে খবর। কেননা, সেখানকার মাটি এতটাই নরম যে কংক্রিটের ঢালাই দিয়ে ভূমি তৈরি করতে হবে।

ইরকনের প্রোজেক্ট ডিরেক্টর মহিন্দর সিংয়ের বক্তব্য, 'কয়েকটি এলাকায় কিছু সমস্যা থাকলেও দ্রুতগতিতে কাজ চলছে। আশা করছি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমস্ত কাজ শেষ করে দেওয়া সম্ভব হবে।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'প্রকল্পের সম্পূর্ণ অংশে না হলেও, ছয়-সাত মাস পর একটা অংশে ট্রেন চালানো যেতেই পারে। তবে সম্পূর্ণভাবে প্রকল্পটি যাতে চালু হয়, সেই চেষ্টাই করা হচ্ছে।'

ভালো পাহাড়ের আলো নিভল

কলকাতা, ৩০ অগাস্ট : প্রয়াত হলেন কমল চক্রবর্তী। পুরুলিয়ার শুখা মাটিতে সবুজায়ন করে অসাধ্যসাধন করেছিলেন তিনি। পিছিয়ে পড়া আদিবাসী শিশু-কিশোরদের শিক্ষাদানের পাশাপাশি তাদের পুষ্টি জোগাতে নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে গিয়েছিলেন। তৈরি করেছিলেন 'ভালো পাহাড়' সোসাইটি। জামশেদপুরের একটি হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন শুক্রবার তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।

পুরুলিয়া শহর থেকে অনেক দূরে ঝাড়খণ্ড-বাংলা সীমান্তে কমল শুরু করেছিলেন তাঁর ভালো পাহাড়ের স্বপ্ন দেখা। জামশেদপুরের মানুষ ছিলেন তিনি। কৌরব পত্রিকার

কমল চক্রবর্তী

সহযোগী ছিলেন। নিজেও লিখতেন। কবি বন্ধুদের পাঠানো টাকায় মস্ত এক জমি কিনে শুরু করেছিলেন বনাঞ্চল বানানোর কাজ। প্রথমে সকলেই ভেবেছিলেন সাহিত্যপাগল কমল তৈরি করছেন কবিদের বাসভূমি। কিন্তু ক্রমে তা বিরাট আকার নিতে শুরু করে। পুরুলিয়ার বান্দোয়ান থেকে দুয়ারসিনি যাওয়ার পথেই কমল চক্রবর্তীর এই ভালো পাহাড়। পাথুরে জমিতে সবুজের বিপ্লব করে দিয়ে গিয়েছেন তিনি। প্রায় ২০ লক্ষ গাছ তৈরি করেছেন কমল।

তিনি ছিলেন কবি, লেখক, সমাজ ও পরিবেশ সংস্কারক। তাঁকে কথার জাদুকর বলা হত। তাঁর বেশ কয়েকটি সাড়া জাগানো বই রয়েছে। তাঁর কবিতায় লোকগান হয়েছে। তাঁর মৃত্যুতে কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ফের বৃক্ষচ্ছেদন লাটাগুড়ির জঙ্গলে। লাটাগুড়ি জঙ্গলের মাঝে নিউ মাল-চ্যাংরাবান্ধাগামী রেললাইনে বৈদ্যুতিকরণের জন্য একাধিক গাছ কাটা হবে। বর্ষার তিন মাস জঙ্গল বন্ধ রয়েছে। এর মাঝে রেললাইনের পাশে গাছের ডাল কাটার কাজ শুরু হয়েছে। বন দপ্তর কেন এসময় ডাল কাটার অনুমতি দিয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

উচ্ছেদ বন্ধে

প্রথম পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর থেকেই ইসলামপুর শহরজুড়ে সরকারি জমি জবরদখলকারীদের নোটিশ ধরাতে শুরু করেছে মহকুমা প্রশাসন। ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য ও পূর্ত দপ্তর সহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের জমি দখলকারীদের নোটিশ ধরিয়ে শুনানিতে ডাকা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে রাজ্য সড়কের দু'পাশে থাকা হাইড্রেনের উপর জবরদখল সরিয়ে ফেলতে বলা হয়েছে ব্যবসায়ীদের। প্রশাসনের উচ্ছেদের এই নির্দেশিকার পর থেকে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন বিধায়ক করিম চৌধুরী। শুক্রবার মহকুমা শাসকের সঙ্গে দেখা করে উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন তিনি।

করিমের কথায়, 'ইসলামপুরের গরিব মানুষের উপর যাতে অন্যায় অত্যাচার না হয় তার জন্যই আমি মহকুমা শাসকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। ইসলামপুরের মাঝখান দিয়ে যাওয়া সড়কের দু'পাশে থাকা ড্রেনের কোনও আউটলেট নেই। গোটা ড্রেন আবর্জনায় ভরে রয়েছে। সেই ড্রেনের উপর নির্মাণ করে গরিব ব্যবসায়ীরা রোজগার করছেন। ড্রেনের উপর থেকে দোকান ভাঙার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। আমি পালটা স্মারকলিপি দিয়ে মহকুমা শাসককে ড্রেনের উপর থেকে কাউকে না সরানোর নির্দেশ দিয়েছি।'

তাঁর সংযোজন, 'মুখ্যমন্ত্রী আমাদের কলকাতায় ডেকেছেন, তাই যাব। কিন্তু আমি যাওয়ার পর ইসলামপুরে কোনও ঘটনা ঘটলে আমি মুখ্যমন্ত্রীর ওখানে থাকব না।'

এদিন করিমের সঙ্গে সাক্ষাতের পর মহকুমা শাসক মহম্মদ আবদুল শাহিদকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। বিষয়টি নিয়ে তিনি দোটানায় পড়েছেন বলে খবর। এদিকে ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে করিমের বার্তা, 'কেউ আপনাদের তুলতে এলে আপনারা সাফ জানিয়ে দেবেন, করিম চৌধুরী আমাদের এখানে থাকতে বলেছেন। তাই আমরা এখানেই থাকব।'

তাহলে কি ঘুরিয়ে কানাইয়ালালকেই বার্তা দিতে চাইলেন করিম, তা অবশ্য স্পষ্ট হয়নি। ইসলামপুর পথিপার্শ্বস্থ ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুভাষ চক্রবর্তী বলছেন, 'করিম সাহেব অভিভাবকের মতো সবসময় ব্যবসায়ীদের পাশে ছিলেন। আমাদের কথা ভেবে তিনি যদি এই পদক্ষেপ করে থাকেন তাহলে আমরা তাঁকে সাধুবাদ জানাই।'

জলপাইগুড়িতে আছেন, দাবি সুশান্তর

শিলিগুড়ি, ৩০ অগাস্ট : আরজি কর কাণ্ডের পর চর্চায় রয়েছেন উত্তরবঙ্গের চিকিৎসক ডাঃ সুশান্ত রায়। চিকিৎসকদের একাংশ জানিয়েছিলেন, কয়েকদিন ধরেই খোঁজ মিলছিল না সুশান্তর। তিনি কোথায় আছেন কেউ জানেন না। শুক্রবার উত্তরবঙ্গ সংবাদে 'সুশান্ত বেপাত্তা' খবর প্রকাশের পর নিজেই ফোন করে দাবি করলেন, তিনি জলপাইগুড়িতেই আছেন। সুশান্ত বলছেন, 'আমি জলপাইগুড়িতেই রয়েছি, প্রতিদিন রোগীও দেখছি। আমার নামে অপপ্রচার চলছে।'

সুশান্ত বর্তমানে রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের সহ সভাপতি। আরজি করে তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুর পর তিনি সেই হাসপাতালে গিয়েছিলেন। যা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় সুশান্ত দাবি করেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই অন্য চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্তাদের সঙ্গে তিনি আরজি কর মেডিকেল কলেজে গিয়েছিলেন। চিকিৎসাক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গ লবির প্রভাব নিয়েও তাঁর বক্তব্য, 'এসব লবিটবি বলে কিছু নেই।'

বদলি বিতর্কিত রাজীব প্রসাদের

একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৩০ অগাস্ট : শেষপর্যন্ত একাধিক দুর্নীতিতে অভিযুক্ত এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি রাজীব প্রসাদকে বদলি করে দেওয়া হল। দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক কেলেঙ্কারি, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট বদলে দেওয়া, পড়ুয়াদের নম্বর বাড়ানোর মতো গুরুতর অভিযোগ উঠছিল। যা নিয়ে স্বাস্থ্য ভবনে এর আগে একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছিল। চিকিৎসকদের 'উত্তরবঙ্গ লবি'-র প্রভাবশালী হওয়ায় এতদিন তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। তবে দিনকয়েক আগেই মেডিকেল কলেজের এক প্রাক্তন অধ্যাপক তনয় মোহন্ত অভিযোগ তুলছিলেন, তিনি দুর্নীতি ফাঁস করায় তাঁকে বদলি করে দেওয়া হয়েছে। সেই ঘটনা সংবাদমাধ্যমে প্রকাশের এক সপ্তাহের মধ্যেই এমএসভিপি-কে বদলি করা হল। তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রফেসর হিসেবে বদলি করা হয়েছে। রাজীব প্রসাদের জায়গায় নতুন এমএসভিপি হলেন সৌরদীপ রায়। তিনি এতদিন এমজেএন মেডিকেলেই ইএনটি বিভাগের প্রফেসর ছিলেন।

জেলা হাসপাতাল থেকে মেডিকেলে উন্নীত হওয়ার পর কোচবিহারে প্রথম এমএসভিপি-র দায়িত্ব পেয়েছিলেন রাজীব প্রসাদ। ২০১৮ সালের ২১ জুন থেকে প্রায় সাড়ে ছয় বছর তিনি সেই দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন। মাঝে প্রায় সাত মাস এমএসভিপি-র পাশাপাশি অধ্যক্ষের দায়িত্বেও ছিলেন। তাঁর এই বদলিকে অবশ্য তিনি রুটিন বদলি বলে দাবি করেছেন। বদলি নিয়ে রাজীব প্রসাদ বলেছেন, 'সাধারণত একজন এমএসভিপি একই জায়গায় ৩-৪ বছর দায়িত্বে থাকেন। সেখানে আমি একই পদে সাড়ে ছয় বছর কাজ করলাম। এতদিন ধরে তো এক জায়গায় কেউ কাজ করে না। বহুদিন ধরেই বদলির জন্য আবেদন করছিলাম। এটি রুটিন বদলি। এখানে অন্য কোনও বিষয় নেই।' তিনি একে রুটিন বদলি বলে দাবি করলেও অধ্যক্ষ নির্মলকুমার মণ্ডল অবশ্য অন্য কথা বলছেন। তাঁর পর্যবেক্ষণ, 'রাজীব প্রসাদের বিরুদ্ধে বহুদিন ধরেই নানারকম অভিযোগ ছিল। তার তদন্তও হয়েছে। সে কারণে বদলি হয়ে থাকতে পারেন। নতুন যিনি দায়িত্ব পেলেন তিনি ভালো কাজ করবেন সেটাই আশা করছি।'

দুই বছর চার মাস ধরে এমজেএন মেডিকেলের ইএনটি বিভাগে কর্মরত রয়েছেন ডাঃ সৌরদীপ রায়। প্রথমে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হিসেবে কাজে যোগ দিলেও মাস দুয়েক আগে তাঁর পদোন্নতি হয়। তিনি প্রফেসর হয়েছেন। এমএসভিপি-র দায়িত্ব পাওয়ায় অনেকটাই উচ্ছ্বসিত। সৌরদীপবাবু বলেছেন, 'পদের সঠিক মর্যাদা দিয়ে সকলকে নিয়ে ভালোভাবে কাজ করব।' হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়ও অবশ্য একে রুটিন বদলি বলে দাবি করেছেন। তাঁর কথায়, 'রাজীব প্রসাদ সরকারি নিয়মেই বদলি হয়েছেন। এখানে অন্য কোনও বিষয় দেখছি না।'

এমএসভিপি-র বিরুদ্ধে প্রথম দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল ২০২৩ সালের মে মাসে। হাসপাতালের প্রাক্তন অ্যাকাউন্টস অফিসার নুরউদ্দিন মল্লিক ওই বছর ৬ মে স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিবের কাছে একটি লিখিত অভিযোগ পাঠান। অভিযোগে তিনি জানান, হাসপাতালে রোগীর খাবার, বেডশিট ও অন্যান্য সামগ্রী সাফাই করার লন্ড্রি খরচ, পিপিপি মডেলের এমআরআই, এক্স-রে, সিটি স্ক্যান, ডায়ালিসিসের খরচ, সরকারি গাড়ির তেল খরচ সহ আনুষঙ্গিক নানা বিষয়ে আর্থিক তছরুপ হয়েছে। অভিযোগের তির যায় এমএসভিপি-র দিকেই।

লালসার শিকার

প্রথম পাতার পর

কাকা ও ঠাকুরদাকে বেধড়ক মারধর করে। এদিকে, বিকেল থেকেই নির্যাতিত নাবালকের শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। তাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বিষয়টি স্থানীয় একটি মহল ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে বলে প্রতিবেশীদের কয়েকজন জানিয়েছেন। সেদিনই সমস্ত ঘটনার বিবরণ জানিয়ে নাবালকের বাবা নিউ জলপাইগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। হাসপাতাল সূত্রে খবর, বর্তমানে নাবালকের অবস্থা অনেকটাই স্থিতিশীল। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বলছেন, 'শিশুটির শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করে ফরেন্সিকে পাঠানো হয়েছে।'

জেলার খেলা

চ্যাম্পিয়ন মোবার্ট

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে মোবার্ট হাইস্কুলের ফুটবলারদের উল্লাস।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩০ অগাস্ট : দিল্লি পাবলিক স্কুল (ডিপিএস) শিলিগুড়ির ভরপাইদেবী আগরওয়াল মেমোরিয়াল আন্তঃস্কুল ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল মোবার্ট হাইস্কুল শিলিগুড়ি। ফাইনালে তারা হিবর্ন স্কুল নিউ রঙ্গিয়াকে হারিয়েছে। তৃতীয় হয়েছে ডিপিএস শিলিগুড়ির 'এ' দল। পুরস্কার তুলে দেন ডিপিএস শিলিগুড়ির প্রো ভাইস চেয়ারপার্সন কমলেশ আগরওয়াল, চেয়ারম্যান শরদ আগরওয়াল, ডিপিএস ফুলবাড়ির ডিরেক্টর স্নিগ্ধা আগরওয়াল, প্রিন্সিপাল মনোয়ারা বি আহমেদ, ডিপিএস শিলিগুড়ির প্রিন্সিপাল অনীশা শর্মা, ভাইস প্রিন্সিপাল সুকান্ত ঘোষ, হেডমাস্টার অম্লান সরকার, সিনিয়ার শিক্ষক মৌমিতা দেবনাথ প্রধান প্রমুখ।

অকশন ব্রিজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩০ অগাস্ট : মিত্র সম্মিলনীর আন্তঃসদস্য অকশন ব্রিজে চ্যাম্পিয়ন হল মৃত্যুঞ্জয় ভার্মা-প্রদীপ সরকার। শুক্রবার ফাইনালে তারা ৬৭৩ পয়েন্টে সৌরভ ভট্টাচার্য-মিন্টু রাহা রায়কে হারিয়েছেন। পুরস্কার তুলে দেন মিত্র সম্মিলনীর সভাপতি অশোক ভট্টাচার্য, প্রাক্তন কার্যনির্বাহী সভাপতি সুদীপ ঘোষ, সহ সচিব প্রদীপ দে, ইন্ডোর গেম সচিব অমলেন্দু রাহা প্রমুখ।

লোগো প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩০ অগাস্ট : ডাবগ্রামের জাগরণী সংঘের বিপরীতে একটি অফিস ঘরে শুক্রবার শিলিগুড়ি আম্পায়ার্স অ্যান্ড স্কোরার্স অ্যাসোসিয়েশন (এসইউএসএ) আত্মপ্রকাশ করল। এদিন সংস্থার লোগো প্রকাশ করেন ঋদ্ধিমান সাহার কোচ জয়ন্ত ভৌমিক, শিলিগুড়ি জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের সভাপতি মদন ভট্টাচার্য, এসআরটি ফাউন্ডেশনের সভাপতি মণীশ তিব্রেওয়াল, রোটারি ক্লাবের জ্যোতি দে সরকার প্রমুখ। সংস্থার তরফে স্বস্তিক সাহা আশ্বাস দিয়েছেন, দিন পনেরোর মধ্যে কার্যনির্বাহী সমিতি গঠন করা হবে।

শাস্তি ছাত্রীদের

প্রথম পাতার পর

ওরা বারবার আবেদন করেছিল শৌচাগারের দরজা খুলে দেওয়ার জন্য। ওই ছাত্রী বারবার জানিয়েছিল, তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। তাও দরজা খোলা হয়নি। শেষে যখন তার সমস্যা আরও বাড়ে, তখন দরজা খুলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।'

অসুস্থ অবস্থায় ওই ছাত্রীকে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করাতে আসেন কলেজেরই কয়েকজন ছাত্র ও কর্মী। ঠিক তার কিছুক্ষণ বাদেই প্রিন্সিপাল ছাত্রীকে দেখতে হাসপাতালে পৌঁছান। তবে তিনি সংবাদমাধ্যমকে কিছু বলতে চাননি। আর এই ঘটনার পর সংবাদমাধ্যমের সামনে ভয়ে মুখ খুলতে চাইছেন না সেই ছাত্রীও। চাপা আতঙ্কের পরিবেশ রয়েছে দিনহাটা কলেজে। সেই ছাত্রীর বাবা জানিয়েছেন, এর আগেও শ্বাসকষ্টের সমস্যায় ভুগেছে তাঁর মেয়ে। সেইসঙ্গে এদিন সকালে আবার না খেয়েই কলেজে গিয়েছিল সে। দীর্ঘক্ষণ না খেয়ে থাকায় অ্যাসিডিটির ফলেও তিনি অসুস্থ হয়ে থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। হাসপাতালে ছাত্রীকে ভর্তি করানোর পর পুলিশের টনক নড়ে। সেখানে আসে দিনহাটা থানার পুলিশ। তারা দীর্ঘক্ষণ ছাত্রী এবং ছাত্রীর বাবার সঙ্গে কথাও বলেন।

যদিও ঘটনার কথা অস্বীকার করেছেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা আমির আলম। তাঁর সাফ কথা, 'কলেজে এই ধরনের কোনও ঘটনা ঘটেনি। মেয়েটির বাবার কাছ থেকে শুনেছি, দু'বছর আগেও একবার শ্বাসকষ্টে এই মেয়েটি অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। সেই একই কারণে এদিনও সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে।' আমিরের পালটা অভিযোগ, পড়ুয়াদের আটকে রাখার অভিযোগ যিনি করেছেন, সেই তরুণ ডিএসও করেন। পরিকল্পনা করেই মিথ্যা অভিযোগ করছেন।

তবে সরব হয়েছে বিরোধীরা। এবিভিপি'র রাজ্য সম্পাদক দীপ্ত দে ঘটনার তীব্র নিন্দা করে নিরপেক্ষ তদন্ত করার দাবি করেছেন। এসএফআইয়ের দিনহাটা লোকাল কমিটির সম্পাদক আবির দেব কলেজের সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে আনার দাবি করেছেন। কলেজ ক্যাম্পাসের ভেতরে প্রিন্সিপাল থাকা সত্ত্বেও এই ধরনের ঘটনায় কেন এখনও পর্যন্ত দিনহাটা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হল না, সে বিষয়েও প্রশ্ন তোলেন আবির।

বিজেপির তালা

প্রথম পাতার পর

সুপারকে সেখানে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। বৃহস্পতিবার যে তিনটি অডিও ক্লিপ সামনে এসেছিল, তাতে একটি মহিলা কণ্ঠ নিজেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার পরিচয় দিয়ে ওই তরুণী চিকিৎসকের অসুস্থতা, আত্মহত্যার সম্ভাবনার খবর দিয়েছিল। মনে করা হচ্ছে, সেই ক্লিপের সূত্র ধরে ওই মহিলা অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হল।

সল্টলেকে রাজ্য মহিলা কমিশনে তালা লাগানোর মতো জঙ্গি কর্মসূচি অনেকটাই সফল বলে দাবি বিজেপির। করুণাময়ীতে জমায়েতের উদ্দেশে যাওয়ার পথে বিজেপির অনেক মহিলা কর্মীকে আটক করে পুলিশ। ধরপাকড়ের মধ্যেই মিছিল শুরু হয়। লকেট চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল, মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র, প্রাক্তন সভাপতি পারমিতা দত্ত প্রমুখ মিছিল নিয়ে এগোন মহিলা কমিশনের দিকে।

কয়েকটি জায়গায় কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি হয়। পরে মিছিল পৌঁছোতে দেওয়া হয় মহিলা কমিশনে। দপ্তরের গেটে তালা ঝুলিয়ে দেওয়ার পর বিজেপি নেত্রীরা ভিতরে গিয়ে রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের অভিযোগ জানান।

অন্যদিকে, আন্দোলনরত ডাক্তাররা শুক্রবার সাফ জানিয়ে দেন, নিরাপত্তা না পেলে তাঁরা কাজে যোগ দেবেন না। তাঁদের বক্তব্য, খুনে কয়েকজন জড়িত। একা কারও পক্ষে ওইভাবে খুন করা সম্ভব নয়। বাকি অভিযুক্তরা আরজি করেই ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে তাঁরা সুরক্ষিত বোধ করছেন না।

দুই কন্যার রূপকথা

প্রথম পাতার পর

জ্যাভলিন থ্রো, ডিসকাস থ্রোয়ে সোনা জিতেছিলাম। পাওয়ার লিফটিংয়েও তিনটি সোনা রয়েছে আমার। এই খেলাগুলি আমার শরীরকে সঙ্গ দিচ্ছিল না। এমন কোনও স্পোর্টসের সঙ্গে যুক্ত হতে চেয়েছি যা আমার শরীরের জন্য সহজ হয়।' মোনা বন্দুক হাতে নেন ২০২১ সালে। দুই বছর বাদে ক্রোয়েশিয়া বিশ্বকাপে আন্তর্জাতিক অভিষেক হয় মোনার। চলতি বছর নয়াদিল্লি ও চ্যাংওয়ানে প্যারা বিশ্বকাপে সোনা জিতেছিলেন তিনি। এবার প্যারালিম্পিকের আসরে প্রথম ব্রোঞ্জ মোনার কেরিয়ারকে আলাদা উচ্চতায় পৌঁছে দিল।

স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ বনাম রাজনৈতিক সংকীর্ণতা

প্রথম পাতার পর

একটি তাজা প্রাণের মর্মান্তিক মৃত্যুজনিত আবেগ, প্রতিবাদী চেতনায় সেই ডাক সংকোশ থেকে হুগলি নদীর মাঝে বাংলার বিস্তীর্ণ ভূভাগে 'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে' আগুন জ্বালতে চেয়েছিল।

নিঃসন্দেহে তাতে সাড়া পড়েছিল, স্বতঃস্ফূর্ততা আকাশ ছুঁয়েছিল। মেয়েদের রাত দখলের স্লোগানে নারীর ক্ষমতায়নের আত্মবিশ্বাস আভাস স্পষ্ট ছিল। সেই আন্দোলনকে সবাই অরাজনৈতিক মেনে নিয়েছিলেন। তবে রাজনীতি সেই জনপ্লাবনে অংশ নিতে মরিয়া ছিল। তাতে যত না ধর্ষণ-খুনের প্রতিবাদ, তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল সরকারের বিরোধিতা ও ভোটের অঙ্ক। শিলিগুড়িতে সিপিএম ওই মিছিলে ঢুকে যেতে চাইলে রাত দখলের মেয়েরা তাদের এড়িয়ে সরে গিয়েছিলেন।

জলপাইগুড়িতে মহিলাদের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ ধাক্কা দিয়ে সেই চেষ্টা ব্যর্থ করেছিল। শিলিগুড়িতে নেপথ্যে থেকে বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষের নানাভাবে সহযোগিতা চোখে পড়েছে। অরাজনীতি জোয়ার তৈরি করলে রাজনীতি সেই জোয়ারের চুড়োয় উঠে নিজের অভীষ্ট সিদ্ধ করতে মরিয়া হয়। রাত দখলের বিপুল আবেগ ছড়িয়ে পড়েছে বটে। কিন্তু ১৪ অগাস্টের মতো ঐক্যবদ্ধ, বাংলার চেতনাকে নাড়িয়ে দেওয়ার মতো প্রয়াস যেন থিতিয়ে গিয়েছে।

যদিও রাজ্যের নানা প্রান্তে বিভিন্ন মহলের উদ্যোগে, এমনকি ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করে প্রতিবাদ চলছে। কিন্তু ১৪ অগাস্টের উন্মাদনা ছিল পথে। এখন সেটা সোশ্যাল মিডিয়ায় চর্চায় থমকে থাকছে বেশি। এতে অস্বাভাবিকত্ব নেই। স্বতঃস্ফূর্ত নাগরিক প্রতিবাদের স্থায়িত্ব আজকাল এ রকমই। কিন্তু সেই জনচেতনার জোয়ারে ভেসে রাজনীতি এখন সক্রিয়। সেটা রাজনীতির উদ্দেশ্য। ফলে দোষ দিয়ে লাভ নেই। তবে রাজনীতির অন্দরে অনেক মতভেদ দেখছি।

সোশ্যাল মিডিয়ায় একপক্ষ লিখছে, প্রতিবাদের এই স্বতঃস্ফূর্ততায় বাধাদান অনুচিত। জোর করে রাজনীতি যুক্ত করতে গেলে আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। অন্য পক্ষের মতে, অরাজনৈতিক প্রতিবাদটা আসলে সোনার পাথরবাটি। 'এখানে রাজনীতি চলবে না' ন্যারেটিভে লুকিয়ে থাকে রাজনীতিই। ওটা সবচেয়ে সুবিধাবাদী স্লোগান ইত্যাদি আলোচনায় ভরে যাচ্ছে নেটদুনিয়া।

রাজনীতি, অরাজনীতির ফারাক নিয়ে এত চর্চার মাঝে ভিন্ন একটি সত্য আছে। সেটা হল রাজনীতির চরিত্র যদি দলীয় না হয়, তবে তার সঙ্গে অরাজনীতির মেলবন্ধনে সমস্যা হয় না। কিন্তু সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির স্বার্থকে অরাজনীতির সঙ্গে মেশাতে গেলে সেই তেল-জলের উদাহরণ সামনে আসে। তেলে-জলে মিশ খায় না। যে কোনও দলের বাইরে অনেক মানুষ থাকেন। যাঁরা ভোট দেন কোনও না কোনও দলকে। কিন্তু সবসময় দলের অন্ধ সমর্থক হন না। তাঁদের চিন্তা-চেতনা নানা রঙে বর্ণময় থাকে।

দলীয় গোঁড়ামি দিয়ে শতফুল বিকাশের সেই পথকে রুদ্ধ করে দেওয়ার প্রবণতা অবশ্য নতুন নয়। তাতে স্বাধীন ভাবনার অধিকারীদের আহত হয়ে দল থেকে দূরে সরে যাওয়ার উদাহরণ অতীতে অজস্র ছিল। সব দলে। দলীয় সংকীর্ণতার ভয়াবহতার জালে তাই শেষপর্যন্ত পিছু হটতে পারে আরজি করে নিহত চিকিৎসকের খুনিদের খুঁজে বার করার প্রক্রিয়া। বাংলাদেশের একটি কাগজের কার্টুনে দেখলাম, রাজনীতির দলীয় অ্যাজেন্ডায় নেতা বদল হয়েছে, সিস্টেমের পচন না আটকাতে পারার আক্ষেপ।

ফের পথে নামছে আইএমএ

শিলিগুড়ি, ৩০ অগাস্ট : আরজি করে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুনের প্রতিবাদে ফের রাস্তায় নামছে ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের (আইএমএ) শিলিগুড়ি শাখা। রবিবার সন্ধ্যায় শহরে প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে সংগঠনের তরফে। চিকিৎসকদের পাশাপাশি শহর এবং শহরতলির বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমের চিকিৎসাকর্মীরাও অংশ নেবেন। ইতিমধ্যেই ৩৮টি বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোম তাদের সম্মতি জানিয়েছে।

আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে এর আগে আইএমএ'র ডাকে শহরে প্রতিবাদ মিছিল হয়েছে। সেখানে সরকারি, বেসরকারি ক্ষেত্রের চিকিৎসক, নার্স সহ বিভিন্ন সমাজসেবী সংগঠন অংশ নিয়েছিল। তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের প্রতিবাদে ফের শহরের রাস্তায় দেখা যাবে চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মীদের।

আইএমএ'র শিলিগুড়ি শাখার সম্পাদক ডাঃ শঙ্খ সেন বলেছেন, 'রবিবার সন্ধ্যা ৬টায় বাঘা যতীন পার্ক থেকে শুরু হয়ে কোর্ট মোড়, কাছারি রোড, হিলকার্ট রোড ধরে সেবক মোড় পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল হবে। মিছিলে আমরা সাধারণ মানুষকেও আহ্বান জানাচ্ছি।'

কলেজের প্রাক্তনীদের মিছিলে ডাক

শিলিগুড়ি, ৩০ অগাস্ট : আরজি করে তরুণী চিকিৎসককে খুন-ধর্ষণের ঘটনার ন্যায়বিচার চেয়ে এবার পথে নামবেন শিলিগুড়ি কলেজের প্রাক্তনীরা। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক করে আগামী ৪ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭টায় প্রতিবাদ মিছিলে সমস্ত প্রাক্তনীকে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানালেন এই কলেজের প্রাক্তনী সুদীপ কুণ্ডু, মান্না পাল, বলাকা চট্টোপাধ্যায়রা। সুদীপ জানান, এই মুহূর্তে রাজ্য থেকে দেশ, সব জায়গাতেই আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে পথে নেমেছেন সকলেই। শিলিগুড়ি কলেজের প্রাক্তনীরাও একইভাবে এবার পথে নামবেন।

হামলার প্রতিবাদে ধিক্কার মিছিল

শিলিগুড়ি, ৩০ অগাস্ট : পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুরে সিপিএমের দলীয় কার্যালয়ে হামলার প্রতিবাদে শিলিগুড়িতে রাস্তা অবরোধ করল সিপিএমের যুব সংগঠন ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন (ডিওয়াইএফআই)। বুধবার দুর্গাপুরে সিপিএমের কার্যালয়ে ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগ করা হয়। ওই ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার সন্ধ্যায় শিলিগুড়িতে ধিক্কার মিছিল বের করে ডিওয়াইএফআই।

দলীয় কার্যালয় অনিল বিশ্বাস ভবন থেকে মিছিলটি বের হয়ে হাসমি চকে পৌঁছানোর পর পথ অবরোধ করা হয়। ১৫-২০ মিনিটের মধ্যে পুলিশি অনুরোধে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। সংগঠনের দার্জিলিং জেলা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সাগর শর্মা বলেন, 'যেভাবে দলীয় কার্যালয়ে হামলা এবং অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে, তার তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি।' পার্টির ধারণা চলতি পরিস্থিতিতে দলকে টার্গেট করতে এই হামলা চালানো হয়েছে।

বরাভয়।। *শুক্রবার কুমোরটুলিতে তপন দাসের তোলা ছবি।*

গানের সুরে ভাষা পাচ্ছে প্রতিবাদ

পারমিতা রায়

শিলিগুড়, ৩০ অগাস্ট : গোটা দেশ আজ প্রতিবাদ করছে। কেউ রাস্তায় নেমে পুলিশের সামনে দাঁড়িয়ে। আবার কেউ হাতে মোমবাতি নিয়ে শহরের রাজপথে নেমে। ধরন আলাদা হলেও উদ্দেশ্য এক। ঠিক একই লক্ষ্যে মহিলা চিকিৎসক ধর্ষণের ঘটনায় সুবিচার ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে শহরের কিছু তরুণ-তরুণী নিজেদের প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে বেছে নিয়েছে গানকে।

অরিজিৎ সিংয়ের করা প্রতিবাদী গান 'আর কবে' যখন সোশ্যাল মিডিয়ায় স্লোগান হয়ে উঠেছে তখন শিলিগুড়ির দেবজিৎ সরকারের লেখা ও সুর দেওয়া প্রতিবাদী গান 'বিচার পাবে তিলোত্তমা' গেয়ে নিজেদের ভঙ্গিমায় প্রতিবাদ জানাচ্ছেন দেবজিৎ সহ দেবস্মিতা সরকার, ভিএলভি বিনোদ, বলরাম প্রসাদ, উপাসনা বিষ্ণুরা।

যখন গোটা দেশ উত্তাল আরজি করের প্রতিবাদে সেই সময় কিছুটা অন্যভাবেই নিজেদের প্রতিবাদ গড়ে তুলতে চাইছিলেন দেব। যেমন ভাবনা তেমন কাজ। গোটা পরিস্থিতিকে নিয়ে তৈরি করলেন একটি গান। বাণী ও সুর তাঁরই দেওয়া। পাঁচজন এই গানে গলা মিলিয়েছেন। 'বিচার পাবে তিলোত্তমা, তোমার আমার তিলোত্তমা, সবার তিলোত্তমা, বিচার পাবে তিলোত্তমা' – এই লাইনগুলিতে সুর দেওয়ার সময় যেন ভেতর থেকে আলাদা এক অনুভূতি হচ্ছিল দেবের। বলছিলেন, 'প্রথমে কিছু গানের লাইন লিখলাম, তারপর সুর দেওয়া যখন ঠিক শুরু করলাম একের পর এক লাইন যেন মিলে যাচ্ছিল। মনে হল একদম ভেতর থেকে উঠে আসছে প্রত্যেকটা কথা।'

দেশ যখন একত্রিত হয়ে প্রতিবাদ করছে সেই সময় একজন সংগীতশিল্পী হিসেবে প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে গানকেই বেছে নিয়েছে বলে জানান তিনি। রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় দেবের এই গান মুক্তি পাবে। এই প্রতিবাদী গানে কণ্ঠ দিতে পেরে ও এই আন্দোলনের অংশ হতে পেরে কিছুটা স্বস্তি পেয়েছেন বলে জানান দেবস্মিতা, বলরামরা। গোটা দেশের যখন একটাই স্বর জাস্টিস ফর আরজি কর সেই সময় 'বিচার পাবে তিলোত্তমা' হয়ে উঠতে পারে নতুন স্লোগান।

প্রতিবাদী গানের দলে দেবজিৎ, দেবস্মিতা, বিনোদ, বলরাম, উপাসনা।

দেবের গান

- প্রতিবাদের নতুন গান লিখেছেন শিলিগুড়ির দেবজিৎ
- 'বিচার পাবে তিলোত্তমা' এই বাণীর সঙ্গে সুরও তাঁরই
- রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় দেবের এই গান মুক্তি পাচ্ছে বলে খবর

চার দুষ্কৃতী গ্রেপ্তার, অস্ত্র উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ৩০ অগাস্ট : গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার রাতে চার দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। আপার ভানুনগর এলাকায় কয়েকজন দুষ্কৃতী জড়ো হয়। সেখানে অভিযান চালিয়ে চারজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ধৃতদের কাছ থেকে ধারালো অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। ধৃতরা হল রাজু ওরাওঁ, বাইজু সাহানি, প্রবীণ সাহা ও গোবিন্দ পাশোয়ান। ধৃতদের মধ্যে রাজু মালবাজারের বাসিন্দা। বাইজু রতনলাল বস্তির বাসিন্দা। প্রবীণ কমলানগরের বাসিন্দা ও গোবিন্দ বস্তির বাসিন্দা। শুক্রবার ধৃতদের জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

শিলিগুড়ি শহরের গণপতি উৎসবে এবার আরজি করের প্রভাব পড়তে চলেছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে শহরের পুজোমণ্ডপ বেশ কিছুক্ষণ আলো নিভিয়ে প্রতীকী আঁধারে থাকবে। পাশাপাশি চলবে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে সচেতনতা প্রচার।

পুজো প্রস্তুতির সঙ্গে প্রতিবাদের ভাবনার খোঁজ নিলেন **পারমিতা রায়**

পুজো ও প্রতিবাদ

ছায়া পড়ছে

আর মাত্র কয়েকদিনের অপেক্ষা। তারপর শহরবাসী মেতে উঠবেন সিদ্ধিদাতা গণেশের পুজোয়। সেই মতো প্রতিমা, মণ্ডপ তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছেন উদ্যোক্তারা। প্রত্যেকটি পুজো কমিটি একে অপরকে টেক্কা দিতে প্রস্তুতিও নিচ্ছে। তবে যে বিষয়টিকে কেন্দ্র করে এই মুহূর্তে তোলপাড় রাজ্য থেকে দেশ। সেই ঘটনার ছায়া পড়তে চলেছে শহরের গণেশপুজোয়।

উচ্চতম গণেশ

চতুর্থ বর্ষে ৩০ ফুটের গণেশ মূর্তি তৈরি করে সম্ভবত শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গে উচ্চতম গণেশ প্রতিমার পুজো করবে শিলিগুড়ির প্রধাননগর গণেশপুজো কমিটি। এই পুজোতেও নারী নিরাপত্তাকে সামনে রেখে মণ্ডপের সামনে ব্যানার লাগানো হবে। পুজো কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট দেবরাজ পাল বলেন, 'এবছর গণেশপুজোয় প্রতিমায় শহরবাসী নতুন কিছু দেখবে। পাশাপাশি মহিলা নিরাপত্তা ও আরজি করের ঘটনাকে সামনে রেখে ব্যানার লাগানো হবে।'

আলো নিভিয়ে

পুজো কমিটিগুলির তরফে জানানো হয়েছে, আরজি করের তরুণী চিকিৎসক খুন-ধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে মণ্ডপে আলো বন্ধ করে রাখা হবে কিছুক্ষণ। কোথাও মহিলাদের নিরাপত্তার বিষয়ে সচেতন করতে থাকবে ব্যানার।

পুরুলিয়ার ঢাকি

কলেজপাড়া গণেশপুজোর তোড়জোড় চলছে। এ বছর পুরুলিয়া থেকে ঢাকি আনবেন উদ্যোক্তারা। তবে, পুজো আয়োজনের মধ্য দিয়েই আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদ জানাবেন তাঁরা। তরুণী চিকিৎসকের খুন-ধর্ষণে দোষীদের শাস্তির দাবিতে সাময়িক মণ্ডপের আলো বন্ধ করে রাখবেন।

নতুন কিছু

পুজো কমিটির সদস্য সুতীর্থ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'প্রতিবছর শহরবাসীর কাছ থেকে ভালো সাড়া পাই। এবছরও নতুন কিছু থাকছে। তারই সঙ্গে আরজি করে ঘটে যাওয়া ঘটনার প্রতিবাদে সাময়িক মণ্ডপের আলো বন্ধ করে রাখা হবে।'

রত্নগিরি মন্দির

উত্তরবঙ্গের বিশেষ গণেশপুজোগুলির অন্যতম বিধান মার্কেটের পুজো। বহুদিন আগে থেকে জোরকদমে মণ্ডপ তৈরির কাজ চলছে এখানে। এবছর মহারাষ্ট্রের রত্নগিরির গণেশ মন্দিরের আদলে মণ্ডপ তৈরি হবে। তবে শুধু পুজোর আনন্দে মেতে থাকবেন না উদ্যোক্তারা। পুজোর মধ্য দিয়েই আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদ জানাবেন তাঁরা।

বার্তা দিতে

সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে এবং নারী সুরক্ষা ও নিরাপত্তার বার্তা ছড়িয়ে দিতে মণ্ডপের সামনে ব্যানার লাগানো হবে বলে কমিটির সদস্যরা জানিয়েছেন। পুজো কমিটির সদস্য বাপি সাহার কথায়, 'আলো, প্রতিমা, মণ্ডপ সব কিছুতেই আমাদের এবার বিশেষত্ব থাকছে। পাশাপাশি আরজি কর সহ দেশজুড়ে হওয়া নারী নির্যাতন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সমাজে বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে।'

নারী সুরক্ষা

ঠিক একইভাবে পুজোর মধ্য দিয়েই নারী সুরক্ষার সচেতনতা গড়ে তুলবে আশ্রমপাড়ার গণেশপুজো কমিটি। এবছর তাদের দশম বর্ষ। প্রতি বছরের মতো এ বছরও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ নানা কর্মসূচির পাশাপাশি এবছর মহিলা নিরাপত্তা নিয়ে ব্যানার, ফেস্টুন লাগানো হবে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

আলো নিভবে

- গণেশপুজোর মণ্ডপে কলেজপাড়ায় পুজোর চলার সময় মণ্ডপের আলো সাময়িক বন্ধ করে প্রতিবাদ জানানো হবে
- বিধান মার্কেট পুজো কমিটি, প্রধাননগর গণেশপুজো কমিটি, আশ্রমপাড়া পুজো কমিটিও নারীদের নিরাপত্তা নিয়ে মণ্ডপে সচেতনতার ব্যানার লাগাবে

ছত্রপতি।। *রোদ থেকে বাবাকে বাঁচাতে। শুক্রবার। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য*

ফেক নিউজ

সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে এখন বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গ, নয়াদিল্লি থেকে নিউ ইয়র্ক- সর্বত্র রমরমা ফেক নিউজের। হোয়াটসঅ্যাপের কল্যাণে ভুল খবর ছড়িয়ে পড়ে মুহূর্তে। অতীতে পাড়ায় পাড়ায় রটনা, গুজব ছড়াত। যা সীমাবদ্ধ থাকত পাড়াতেই। এখন মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে কোচবিহার থেকে ক্যালিফোর্নিয়া। এবারের প্রচ্ছদে ফেক নিউজ ছড়ানোর গল্প।

প্রচ্ছদ কাহিনী : দীপঙ্কর দাশগুপ্ত, সুমন ভট্টাচার্য ও অনিন্দিতা গুপ্ত রায়
ছোটগল্প : ইন্দ্রনাথ ঘোষ ও মনিজা রহমান
ফুড ব্লগ : শুভ সরকার
কবিতা : সোহেল ইসলাম, সুদেষ্ণা মৈত্র, মৈনাক ভট্টাচার্য, তীর্থঙ্কর দাশ পুরকায়স্থ, সৈকত পাল মজুমদার, তন্ময় দেব ও জয়তী ঘোষ

পূর্বা সেনগুপ্তর ধারাবাহিক দেবাঙ্গনে দেবার্চনা

প্রতি সপ্তাহে শহরে প্রাদেশিক পণ্যের হাট

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৩০ অগাস্ট : পুজোর বাজার করতে গিয়ে আপনি ধোকলা খাবেন, না থেপলা, তা আপনার রুচি। কিন্তু পাবেন কোথায়? গুজরাটি খাবার খেতে অনেকেই পছন্দ করেন। অনেকে আবার মাড়োয়ারিদের তৈরি আচারের ভক্ত। ওই গন্ধ আর স্বাদ অন্য কোনও আচারে পাওয়া যায় না। তবে এই ধরনের খাবার কোথায় গেলে পাওয়া যাবে সেই ঠিকানা অনেকেরই জানা নেই। শহরে এখন সংস্কৃতিক মেলবন্ধনের জন্য শুরু হয়েছে মাড়োয়ারি ও গুজরাটি হাট।

এই হাটে শুধু যে ওই রাজ্যের পছন্দসই খাবারই মিলবে তা নয়, সেখানে মাড়োয়ারি ও গুজরাটি কমিউনিটির মানুষ তাঁদের ঐতিহ্য ও কৃষ্টিকে তুলে ধরে এমন সব জিনিসই বিক্রি করছেন। সেবক রোডে একটি মলে প্রতি শনিবার এই বাজার বসে। বাজারে ঢুকতেই দেখা যাবে মাড়োয়ারি ও গুজরাটি কমিউনিটির ধাঁচে সাজিয়ে তোলা হয়েছে পুরো বাজার।

সামনেই আসছে দুর্গাপুজো। ইতিমধ্যে অনেকেই পুজোর সাজ কী হবে বা কোন দিন কোন পোশাক পরবেন তার লিস্ট তৈরি করা শুরু করে দিয়েছেন। পুজোর বাজারকে সামনে রেখে মানুষের মধ্যে সব কমিউনিটির সংস্কৃতি ভাগ করার জন্য এই বাজারের আয়োজন করেছেন উদ্যোগকর্তারা। ইতিমধ্যেই পাহাড়ের সঙ্গে সমতলের মানুষের মেলবন্ধনের জন্য প্রতি রবিবার এখানে অনেক আগে থেকেই বসছে গোর্খা হাট।

বিভিন্ন কমিউনিটির মানুষের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া পাওয়ার পর এবার উদ্যোক্তারা আয়োজন করেছেন মাড়োয়ারি ও গুজরাটি বাজার। গুজরাটি খাবার বিক্রির ফাঁকে হর্ষ আগরওয়াল জানান, মলে ঘুরতে এসে অনেকেই এই বাজারে আসছেন। কেনাকাটা ও খাওয়াদাওয়াও করছেন।

শহরের বুকে গুজরাটি কমিউনিটির সদস্যদের এমন বাজার দেখে অনেকেই কী রয়েছে এই কৌতূহলে একবার ঢুঁ মারছেন এই বাজারে। তবে প্রাথমিকভাবে এই বাজার শুরু হয়েছে বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন। পরবর্তীতে গুজরাটি আরও অনেক জিনিস ক্রেতারা এখানে দেখতে পাবেন।

লেবু, আম, তেঁতুল সহ আরও বিভিন্ন রকমের আচার নিয়ে বাজারে স্টল দিয়েছেন ইয়াশিকা মিন্ডা। তিনি জানান, মাড়োয়ারি স্টাইলে আচার প্রস্তুত করেছি। পুরোটাই বাড়িতে তৈরি করা। স্বাদে ভালো বলে অনেক ক্রেতাই তা কিনছেন। বিভিন্ন রকমের জুয়েলারির পসরা নিয়ে বসা শ্বেতা ফেরিয়ার এই বাজারে ক্রেতাদের সাড়া পেয়ে ভীষণ খুশি। তিনি জানান, ক্রেতারা আমার ট্রেন্ডি জুয়েলারি খুব পছন্দ করছে। বিশেষ করে তরুণীদের কাছে এধরনের অলংকার খুবই আকর্ষণীয়।

হাতের কাছে এরকম বাজার পেয়ে গুজরাটি খাওয়া মিস করেননি মাটিগাড়ার বাসিন্দা পৌলোমী নাথ। তিনি জানান, মলে ঘুরতে এসে দেখি ধোকলা বিক্রি হচ্ছে। তাই আর না কিনে থাকতে পারলাম না। মেলার এই সাড়া যে দিন-দিন আরও বেশি বাড়বে তা নিয়ে অনেকটাই আশাবাদী উদ্যোক্তারা।

সেবক রোডের মলে গুজরাটি ও রাজস্থানি বাজারে সাজের সম্ভার।

আপনাকে ব্যবহার করা হচ্ছে?

গানের কথাতেই আছে, ‘ভালোবাসার আরেকটি নাম, পদ্মপাতায় জল’। কারণ, টলমল করাটাই যে তার স্বভাব। অনেক সময় সম্পর্ক হয়ে যায় টক্সিক। কিছু সম্পর্কে আবার আপনাকে ‘ব্যবহার’ও করা হয়ে থাকে। এ ধরনের সম্পর্ক কীভাবে বুঝবেন? আপনি নার্সিসিস্টিক পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডারে আক্রান্ত ব্যক্তির পাল্লায় পড়েননি তো?

যোগাযোগ কখন?

আপনার সঙ্গে কি তখনই যোগাযোগ করে, যখন তার বা তাদের ‘প্রয়োজন’ হয়? আপনার সঙ্গে যোগাযোগ, দেখা-সাক্ষাৎ কি সেভাবে করে বা করতে চায়? যে কোনও সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কেউ যদি বারবার শুধু তার সুবিধামতোই যোগাযোগ করে এবং আপনার প্রয়োজনের সময় আর তাকে না পাওয়া যায়, তাহলে সেই সম্পর্ক বজায় রাখার মানে হয় না।

না বলার সুযোগ নেই

আমাদের জীবনে এমন কিছু সম্পর্ক তৈরি হয়, যেখানে আপনি হয়তো ‘না’ বলতে পারেন না। সম্পর্কটা মিষ্টি বলেই এমনটা আপনি পারেন ন। কিন্তু কিছু সম্পর্কে আবার যুক্তি-বুদ্ধি বা সমালোচনার সুযোগ থাকে না। সম্পর্কেও যে একটা অধিকার বোধ জন্মায়, তা কিন্তু এক্ষেত্রে বজায় থাকে না। কারণ এই ধরনের মানুষ ভাবে তারা যখন যা কিছু চাইবে, তখনই যেন অন্য পক্ষ তার পাশে এসে দাঁড়ায়। অথচ অন্য পক্ষের যখন প্রয়োজন হয়, তখন আর তার প্রয়োজনে পাশে গিয়ে দাঁড়ায় না। এই ধরনের মানুষেরা সারাক্ষণ বলে চলে, কেউ আমার জন্য কিছু করল না! একবারও ভাবে না, সে বা তারা অন্য কারোর জন্য কিছু ভাবে না, করে না। শুধু পেতে চায়।

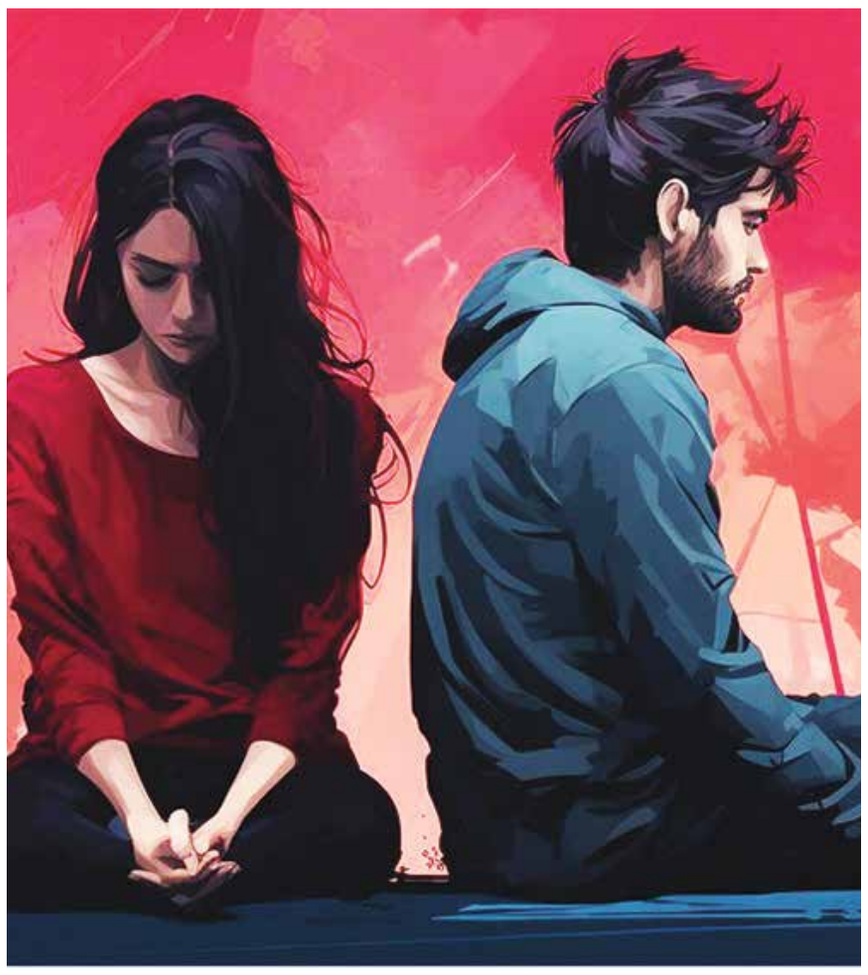

কথা না রাখা

কথা দিয়ে না রাখাটা, অনেকের কাছে স্বাভাবিক বলে বোধ হয়। এই ধরনের মানুষদের এড়িয়ে চলাই ভালো। আপনার কাছে তাদের দেওয়া কথার আসলে কোনও মূল্য নেই।

অকৃতজ্ঞ

একতরফা সম্পর্কে বেশিরভাগ সময় একপক্ষ ঝামেলায় পড়ে, অন্য পক্ষ এগিয়ে আসে সাহায্য করতে। কিন্তু এতকিছুর পরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মতো মৌলিক অনুভূতিও আশা করা যায় না তাদের কাছ থেকে। একসময় মনে হয়, এসব আপনার দায়িত্বই, তাই শুধু পালন করে যাচ্ছেন। কিন্তু সবসময় একতরফা দায়িত্বই কি সব?

নিজের সুখ, নিজেই সব

সম্পর্ককে অনেকে একতরফা প্রয়োজন মেটানোর উৎস হিসেবে দেখেন। এমন মানুষদের কাছে অপর পক্ষের চাওয়া-পাওয়া, প্রয়োজন-প্রত্যাশা কিছুই গুরুত্ব পায় না। তাদের গল্পে ‘আমরা’ শব্দটা কখনো সত্যিকার অর্থে স্থান পায় না। থাকে শুধু ‘আমি, আমি এবং আমি’। তাই নার্সিসিস্টিক পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডারে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যদেরকে ক্রমশ ব্যবহার করে যাওয়ার বেশ ভালোরকম প্রবণতা দেখা যায়। তখন আপনাকে স্রেফ ব্যবহার করা হয়।

নারীর স্কুটি যানজটকে ছুটি

নারীর স্বাধীন পথচলায় স্কুটি এখন নিরাপদ এক বাহন। যানবাহনের ভিড় কিংবা দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার বদলে স্কুটিচড়ে মহিলাদের এখানে-ওখানে যাওয়াটা এখন স্বাভাবিক। আপনি কি স্কুটি চালাতে পারেন না? স্কুটি চালানো শেখা কঠিন নয়। মোটরবাইকের মতো এত জটিল সেটিংস স্কুটিতে নেই। তাই মহিলাদের আদর্শ বাহন স্কুটি। কিন্তু এখনও অনেকে স্কুটি চালানো শিখবেন কীভাবে তা নিয়ে চিন্তিত। বিষয়টি যে খুব কঠিন তা নয়। স্কুটি চালানো শেখার জন্য প্রয়োজন শেখার ইচ্ছে। সাহসটাই আপনাকে শক্তি দেবে। তবুও কারিগরি কিছু বিষয়ে মনোযোগ রাখা জরুরি। সেগুলো এই রকম:

✦ নিজের কেনা স্কুটিই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। কারণ যন্ত্র আপনার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারছে কিনা এই বিষয়টি খেয়াল রাখা জরুরি।

✦ আপনার শরীরের সঙ্গে মানানসই একটি স্কুটি কিনে নিন। দুদিকে পা ঠিকভাবে রেখে চালাতে পারছেন কিনা সেটা দেখে নেওয়াও খুব জরুরি।

✦ স্কুটি চালানোর ক্ষেত্রে বুটজুতো পরার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। সড়কে স্কুটির ব্যালেন্স ঠিক রাখার জন্য আপনাকে পা ফেলতে হবে। তখন জুতো ক্ষয়ে যাওয়ার মতো সম্ভাবনার পাশাপাশি আপনার পায়ের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে।

✦ যদি স্কুটিতে অনেকক্ষণ বাইরে থাকতে হয় তাহলে মেকআপ ব্যবহারে সতর্ক হোন। আইশ্যাডো কিংবা মাসকারা লাগাবেন না।

✦ চলার পথে লম্বা চুল কিন্তু বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে। অবশ্য এজন্য চুল কেটে ফেলতে হবে না। শুধু বেঁধে রাখলেই চলবে।

✦ স্কুটি চালানো শেখার সঙ্গে সঙ্গেই রাস্তায় নেমে পড়বেন না। অন্তত মাসখানেক মানিয়ে নিন। চলার বিভিন্ন কৌশলের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াটা সহজ নয়।

✦ অভ্যস্ত হওয়ার পর রাস্তায় নামুন কিন্তু সঙ্গে অভিজ্ঞ একজনকে রাখুন। যখন সব ঠিক হয়ে যাবে তখন আর ঝুটঝামেলা হবে না। যানজটের অস্বস্তিকে বলুন বাই-বাই।

বৃষ্টিতে পথ চলতে গিয়ে

ফ্ল্যাট স্যান্ডেল আরামদায়ক হলেও এ সময় তা এড়িয়ে চলুন। কারণ ফ্ল্যাট স্যান্ডেল থেকে কাদা ছিটে কাপড় নষ্ট হয়। আবার কাদা লেগে পা নোংরাও হয়। তাই এই সময়টা একটু উঁচু এবং পা ঢাকা জুতো পরুন।

বৃষ্টি মানেই নাকি অপরূপ সৃষ্টি! গানের খাতায় এর পাশাপাশি বলা হয়, বৃষ্টি মানে অনাসৃষ্টির প্রলয়ও হতে পারে। প্রকৃতির রূপ যতই ভালো লাগুক, বৃষ্টির বিড়ম্বনাও কিন্তু কম নয়। ঘর থেকে বেরোতে না পারা, রাস্তাঘাটে কাদাজলে বাটিক প্রিন্ট হওয়া, চলতি পথে হঠাৎ বৃষ্টিতে কাদাজলে একাকার হওয়াসহ নানা ঝক্কি পোহাতে হয়। তাই বলে বৃষ্টি উপভোগ করবেন না তা কি হয়! কিছু প্রস্তুতি নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন।

বর্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হল ছাতা। হঠাৎ বৃষ্টি থেকে বাঁচতে এই সময় বৃষ্টি হোক বা না হোক ছাতা ছাড়া বাইরে যাওয়া মোটেই উচিত নয়।

ছাতাতে কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটি নিরাপদে রাখা অনেক সময়ই সম্ভব হয় না। তাই এই আবহাওয়ার জন্য বেছে নিন ওয়াটার প্রুফ ব্যাগ।

বৃষ্টি বাদলের এই সময়টা সুতি কাপড়ের বদলে আরামদায়ক জর্জেট, সিল্ক কাপড়ের পোশাক পরুন। বৃষ্টিতে ভিজলেও তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে।

বৃষ্টিদিনে কাপড় বা চামড়ার জুতো এড়িয়ে চলুন। বৃষ্টিতে এই ধরনের জুতো যেমন নষ্ট হতে পারে তেমনি চামড়ার জুতো ভিজে পায়ে দুর্গন্ধে মাতিয়ে দেয়।।

ফ্ল্যাট স্যান্ডেল আরামদায়ক হলেও এ সময় তা এড়িয়ে চলুন। কারণ ফ্ল্যাট স্যান্ডেল থেকে কাদা ছিটে কাপড় নষ্ট হয়। আবার কাদা লেগে পা নোংরাও হয়। তাই এই সময়টা একটু উঁচু এবং পা ঢাকা জুতো পরুন।

বাইরে যাওয়ার সময় ছোট প্লাস্টিকের জিপার ব্যাগে মোবাইল, হেডফোনসহ বিভিন্ন গ্যাজেট রাখুন। নয়তো সঙ্গে পলিব্যাগ রাখুন গ্যাজেট রাখার জন্য।

বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে এখন একটু বড় হ্যান্ডব্যাগ ব্যবহার করতে চেষ্টা করুন। আর সঙ্গে থাকা ব্যাগটিতে রেখে দিন প্রয়োজনীয় কসমেটিকস, রুমাল, ছোট টাওয়াল, টিস্যু।

বর্ষায় হাত-পায়ে ইনফেকশন, চুলকানিসহ বিভিন্ন চর্মরোগ থেকে সুরক্ষিত থাকতে বাইরে থেকে ঘরে ফিরে সরাসরি স্নানে যান। উষ্ণ গরম জল ব্যবহার করতে চেষ্টা করুন। পোশাক একঘণ্টা ডিটারজেন্টে ভিজিয়ে রেখে ধুয়ে নিন।

বৃষ্টিদিনে কাপড়ের যত্নে

বৃষ্টিদিনে বাইরে রাস্তার কাদাজল এবং ময়লা লাগতে পারে কাপড়ে। এ ক্ষেত্রে কাপড় ফেলে না রেখে তাড়াতাড়ি ধুয়ে ফেলুন।

এতে কাপড়ের কাদা দূর হবার পাশাপাশি কাপড়ের মানও থাকবে ভালো।

আলমারির মধ্যে রাখা কাপড়ে ছত্রাক বা ফাঙ্গাস আক্রমণ করলে সেই কাপড় বের করে ধুয়ে ফেলুন। এরপর ভালোমতো শুকিয়ে আয়রন করে নিন। বিশেষ করে আয়রন একটু কড়া হলে ভালো। এতে ছত্রাকের আক্রমণ দ্রুত দূর হবে।

রোদ উঠলেই আলমারিতে থাকা কাপড় শুকিয়ে নেবার চেষ্টা করুন। এতে কাপড়ের স্থায়িত্ব বাড়বে।

ভেজা ভেজা দিনে খুশকির বাড়বাড়ন্ত!

বৃষ্টিদিন মানেই অনেকের মাথাভরা খুশকির সমস্যা। সামনে পুজো আসতে চলেছে। নিত্যদিনের কর্মব্যস্ততায় ঠিকঠাক যত্নের অভাবে চুল হয়ে পড়ে প্রাণহীন, নির্জীব। এক্ষেত্রে ঘরোয়া যত্ন নিলে চুলে জেল্লা ফিরবে, পাশাপাশি প্রাণও ফিরবে।

যাদের চুল স্ট্রেট, নীচের অংশ ঢেউ খেলানো কিন্তু অযত্নে খসখসে হয়ে গেছে তারা সপ্তাহে দুবার খাঁটি নারকেল তেল গরম করে চুলে লাগাতে পারেন। এরপর গরম জলে তোয়ালে ডুবিয়ে নিয়ে অতিরিক্ত জল চিপে চুলে ৫ মিনিট জড়িয়ে রেখে পুনরায় গরম জলে ভিজিয়ে ৩-৪ বার ব্যবহার করুন। এতে চুল ও স্ক্যাল্প তেল ভালোমতো শুষে নেবে। পরদিন অল্প মাইল্ড হারবাল শ্যাম্পু দিয়ে ভালোভাবে চুল ধুয়ে নিন। শ্যাম্পু করার পর কোনও নারিশিং ক্রিম কন্ডিশনার ব্যবহার করুন। চুলে নীচের অংশে আলতো করে ম্যাসাজ করে ২ মিনিট রেখে জল দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। চুল এরপরও নিষ্প্রাণ হলে কন্ডিশনার ব্যবহার করুন। শেষে ব্যবহার করুন হেয়ার সেরাম।

খুশকি থেকে মুক্তি পেতে মেথি ব্যবহার করতে পারেন। ২ টেবিল চামচ মেথি সারারাত জলে ভিজিয়ে রাখুন। পরদিন জলসমেত বেটে নিয়ে তাতে ১ টেবলচামচ অলিভ অয়েল এবং ১ টেবলচামচ পাতিলেবুর রস মিশিয়ে স্ক্যাল্পে লাগিয়ে রাখুন আধঘণ্টা। তারপর জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিন। মেহেদিও খুশকি প্রতিরোধে কার্যকরী। চুলের দৈর্ঘ্য বিবেচনা করে মেহেদিগুঁড়োর সঙ্গে ২টি ডিম, ৪ চা-চামচ পাতিলেবুর রস, ৪ চা-চামচ কফিগুঁড়ো এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে টক দই মিশিয়ে ঘন মিশ্রণ তৈরি করুন। এই মিশ্রণ স্ক্যাল্পসহ চুলে লাগিয়ে আধঘণ্টা রেখে ধুয়ে নিন।

ভালো থেকো পা

ভরা ভাদ্র। হুটহাট বৃষ্টি। এই অবস্থায় পায়ে সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা যায় বেড়ে। সেজন্যেই পায়ের যত্ন নিতে হবে। চলুন, জেনে নিই এই দিনগুলিতে কীভাবে ধাপে ধাপে পায়ের যত্ন নেবেন:

সঠিক জুতো বাছাই করুন

বর্ষা কিংবা বৃষ্টির দিনে যেমন তেমন জুতো পরলে হবে না। এমন জুতো বেছে নিন যাতে অস্বস্তি হয় না। বিশেষ করে কাপড়ের জুতো এড়িয়ে চলুন। বৃষ্টিতে রাবারের জুতো ব্যবহার করাই শ্রেয়।

ভালোমতো পরিষ্কার করুন

অফিসে পৌঁছে পা পরিষ্কার করতে হবে। আবার অফিস থেকে বের হওয়ার সময়েও পা ধুয়ে বের হওয়া ভালো। বৃষ্টির মুখোমুখি হয়ে বাড়ি ফিরে হালকা গরম জলে পা চুবিয়ে রাখুন।

পা স্ক্রাব করুন

বৃষ্টিদিনে বাড়ি ফিরে লবণ দিয়ে পা স্ক্রাব করুন। আপনি চাইলে বডি স্ক্রাব দিয়েও করতে পারেন। পামিস স্টোন দিয়ে ভালো করে ঘষে মরা চামড়া তুলুন। ভালো থাকবে পা।

খাবার পাতে শ্যামলে-সবুজে

বর্ষার মরশুমেও পাতে সবুজ রাখা যায় সহজে, অবশ্যই পোকামাকড় এড়িয়ে। কিন্তু কীভাবে? রইল দুই রেসিপি।

লালশাক জলপাইয়ের টক

যা যা লাগবে: লালশাক ১ আঁটি, জলপাই বড় ৫/৬টি, লবণ আন্দাজমতো, হলুদগুঁড়ো ১/২ চা চামচ, কাঁচালংকা ৬/৭টি কেটে ফালি করে নেওয়া, রান্নার তেল দেড় টেবিল চামচ, পেঁয়াজ কুচি দুই টেবিল চামচ, রসুন কুচি তিন কোয়া, জল চারকাপ।

যেভাবে তৈরি করবেন: শাক বেছে ধুয়ে জল ঝরিয়ে কেটে নিন। জলপাই কেটে জলে ভিজিয়ে রাখুন। কড়াই ওভেনে দিন। গরম হলে তেল দিন। তেল গরম হলে পেঁয়াজ ও রসুন কুচি দিন। হালকা নরম হয়ে রং বদলে এলে এতে এককাপ জল ও লবণ দিয়ে জলপাই দিন। নেড়েচেড়ে নিন। হলুদগুঁড়ো ও কাঁচালংকা ফালি দিন। ফুটে এলে এতে কেটে রাখা শাক দিন। জলপাই আর শাক একটু কষে এলে কড়াইতে তিনকাপ জল দিন। মিনিট পাঁচেক ফুটে এলে ওভেনের আঁচ কমিয়ে কিছুক্ষণ রেখে ওভেন বন্ধ করে দিন।

করলা, পাবদা মাছের মাখা

যা যা লাগবে: পাবদা মাছ আড়াইশো গ্রাম, ১টি বড় মাপের করলা, পেঁয়াজ কুচি আধকাপ, ১টি টমেটো কুচি, জিরেগুঁড়ো আধ চা-চামচ, লংকাগুঁড়ো আধ চা-চামচ, হলুদগুঁড়ো আধ চা-চামচ, রান্নার তেল তিন টেবিল চামচ, লবণ আন্দাজমতো, কাঁচা লংকা ৫/৬টি।

যেভাবে তৈরি করবেন: কড়াইতে তেল গরম হলে পেঁয়াজ কুচি দিন। একটু বাদামি রং এলে এতে টমেটো কুচি দিয়ে লবণ দিন ও নাড়ুন। নরম হয়ে এলে গুঁড়োমশলা মিশিয়ে কষিয়ে জল দিন। জল ফুটে এলে মাছ দিন। মিনিট চারেক পর সাবধানে মাছ উল্টে দিন। করলা দিন। কড়াই ধরে হালকা নেড়ে দিন। এতে মাছের ঝোলে করলা একটু ডুবে যাবে। একটু পর আবার কড়াই ধরে ঘুরিয়ে নেড়ে দিন। করলা দেবার পর পারলে খুন্তি দিয়ে না নাড়লেই ভালো। মাছ ভাঙবে না। কাঁচা লংকা ফালি দিন। ঝোল গা মাখা থাকতেই নামিয়ে নিন।

খেলায় আজ

১৯৬৮ : প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে এক ওভারে ছয় ছক্কা মেরেছিলেন স্যর গারফিল্ড সোবার্স। নটিংহামশায়ারের হয়ে কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে খেলতে নেমে গ্ল্যামারগনের স্পিনার ম্যালকম ন্যাশের বোলিংয়ে তিনি এই কীর্তি গড়েন।

সেরা অফবিট খবর

রাধাকে উদ্ধারে এনডিআরএফ

ভদোদরার বন্যায় আটকে পড়েছিলেন রাধা যাদব। তাঁকে উদ্ধার করেছে এনডিআরএফ। বন্যায় বাড়ি-গাড়ি ডুবে যাওয়ার ছবি দিয়ে সামাজিক মাধ্যমে রাধা লিখেছেন, 'খুব খারাপ পরিস্থিতিতে পড়েছিলাম আমরা। আমাদের সেখান থেকে বের করে আনার জন্য এনডিআরএফ-কে ধন্যবাদ।'

ভাইরাল

পাঁচ বলে পাঁচ বোল্ড

জিম্বাবোয়েতে মহিলাদের টি২০ ক্রিকেটে দেশের অনূর্ধ্ব-১৯ দলের বিরুদ্ধে জয় পেতে ঈগলসের ২ ওভারে প্রয়োজন ছিল ৯ রান। হাতে ছিল ৫ উইকেট। অনূর্ধ্ব-১৯ দলের অধিনায়ক কেলিস নধলভু পাঁচ বলে পাঁচজনকে বোল্ড করে দলকে স্মরণীয় জয় এনে দেন।

উত্তরের মুখ

হরিনাভিতে রাজ্যস্তরের ব্যাডমিন্টনে অনূর্ধ্ব-১১ ছেলেদের ডাবলসে রানার্স হল উত্তর দিনাজপুরের অঙ্কুশ পাল। অঙ্কুশ পশ্চিম বর্ধমানের ঋতম মাঝিকে নিয়ে ফাইনালে হাওড়ার ঈশান পাল ও অত্রি দুলাইয়ের কাছে ২১-১৩, ২১-১৯ পয়েন্টে হেরে যায়।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. একদিনের আন্তর্জাতিকে সবচেয়ে বেশিবার এক ইনিংসে পাঁচ উইকেট কে নিয়েছেন?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. হরমনপ্রীত কাউর,
২. শচীন তেন্ডুলকার।

সঠিক উত্তরদাতারা

ঋষিরাজ রায়, টাবু মণ্ডল, অরিজিৎ মণ্ডল, সবুজ উপাধ্যায়, নীলরতন হালদার, অসীম হালদার, নিবেদিতা হালদার, সুখেন স্বর্ণকার, অমৃত হালদার, সুজন মহন্ত, সমরেশ বিশ্বাস, নীলেশ হালদার, নির্মল সরকার, শিবেন্দ্র বীর, অঞ্জলি বীর, কৌশোভ দে, মেঘাদ্রি ভোজ।

ফলোঅন করাল না ইংল্যান্ড

লন্ডন, ৩০ অগাস্ট : টেস্ট কেরিয়ারের প্রথম শতরান করে ইতিহাসের পাতায় নাম লেখালেন ইংরেজ বোলার গাস অ্যাটকিনসন (১১৮)। ইয়ান বোথামের পর প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে তিনি মরশুমে এক টেস্টে ১০ উইকেট ও শতরান করলেন। গতকালের ৩৫৮/৭ স্কোর থেকে শুরু করে এদিন আরও ৬৯ রান তুলে ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসে অল আউট হয় ৪২৭ রানে। তার মধ্যে ৪৪ রান জোড়েন অ্যাটকিনসন। জবাবে শ্রীলঙ্কা প্রথম ইনিংস ১৯৬ রানে শেষ করে। তাদের সর্বাধিক ৭৪ রান করেন কামিন্দু মেন্ডিস। শ্রীলঙ্কার আর কোনও ব্যাটারই ত্রিশের গণ্ডি পেরোতে পারেননি। ম্যাথু পটস, ক্রিস ওকস, অ্যাটকিনসন ও ওলি স্টোন দুইটি করে উইকেট নিয়েছেন। ২৩১ রানে এগিয়ে থাকার পরও ইংল্যান্ড তাদের ফলোঅন করায়নি। ইংল্যান্ড দ্বিতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে ১ উইকেটে ২৫ রান তুলেছে।

ইউএস ওপেনে ইন্দ্রপতন

ছিটকে গেলেন আলকারাজ

ওয়াশিংটন, ৩০ অগাস্ট : 'অঘটন আজও ঘটে'। নাহলে যাঁকে মনে করা হয়েছিল ভবিষ্যতে টেনিস বিশ্বে একচ্ছত্র দাপট দেখাবেন সেই স্প্যানিশ তারকা কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া ইউএস ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডেই বিদায় নেন। চলতি বছরে ফরাসি ওপেন, উইম্বলডন জিতেছেন। ঝুলিতে রয়েছে অলিম্পিকের রুপোর পদক। সেই আলকারাজ এভাবে বিদায় নেবেন তা টেনিসপ্রেমীরা স্বপ্নেও ভাবেননি। আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে অখ্যাত ডাচ খেলোয়াড় বোটিক ভ্যান ডি

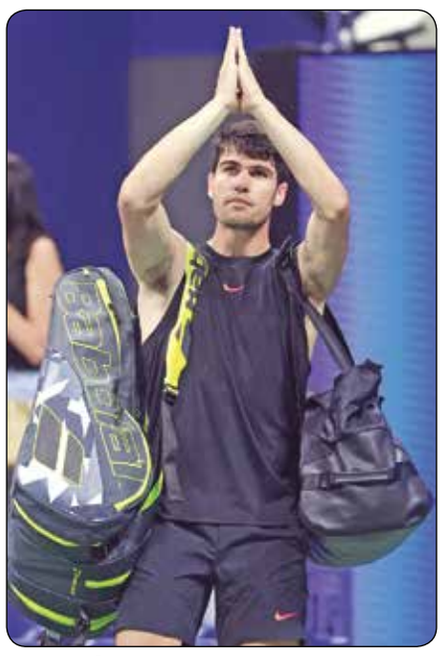

দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে বিদায় নেওয়ার পর কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া। ছবি : এএফপি

জান্ডস্কালপের কাছে ১-৬, ৫-৭, ৪-৬ গেমে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে এই স্প্যানিশ তারকার। এভাবে স্ট্রেট সেটে স্প্যানিশ তারকা হারবেন, তা বোধহয় অতিবড় আলকারাজ সমালোচকরাও ভাবেননি।

ইউএস ওপেন থেকে দ্রুত বিদায়ের পর কোনও অজুহাত দিতে চাননি স্প্যানিশ তারকা। বরং ডাচ প্রতিপক্ষকে জয়ের জন্য কৃতিত্ব দিলেন তিনি। আলকারাজ বলেছেন, 'ম্যাচের সময় আমার মনে হয়েছিল, নিজের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছি। এমন এক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ম্যাচটি ছিল, যে আমার মতোই ম্যাচটা জিততে চায়। বোটিক দুর্দান্ত টেনিস খেলেছে। প্রথমে ভেবেছিলাম ওর বিরুদ্ধে সহজে পয়েন্ট পাব। কিন্তু সেই সুযোগ আমি পাইনি। আমাকে সামান্য বিভ্রান্ত করেছিল। এই পরিস্থিতি কীভাবে মোকাবিলা করতে হয়, তা আমার জানা ছিল না।'

একটানা টেনিস খেলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন আলকারাজ। পর্যাপ্ত বিশ্রাম পাননি বলে দাবি করেছেন তিনি। স্প্যানিশ তারকা বলেন, 'ফ্রেঞ্চ ওপেন, উইম্বলডনের পাশাপাশি অলিম্পিকেও খেলেছি আমি। অলিম্পিকের পর সামান্য বিশ্রাম পেলেও সেটা আমার জন্য যথেষ্ট ছিল না। তবে এটাকে আমি অজুহাত হিসেবে রাখতে চাই না।' ২০২১ সালের পর এই প্রথমবার কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামের দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে বিদায় নিয়েছেন আলকারাজ। অন্যদিকে অঘটন ঘটিয়ে এখনও ঘোর কাটেনি বোটিকের। তিনি বলেছেন, 'আমি ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। অসাধারণ একটা রাত। এই স্টেডিয়ামে প্রথমবার আমি খেলতে নেমেছিলাম। এখানকার দর্শকরাও অসাধারণ।' তিনি আরও বলেছেন, 'আগের ম্যাচটা জিতে আত্মবিশ্বাস বেড়ে গিয়েছিল। আমি এদিন ভালো খেলেছি। কোচ আমাকে সামান্য আক্রমণাত্মক খেলতে বলেছিল। সেটাই করেছি।'

এদিকে ইউএস ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন ড্যানিশ তারকা ড্যানিল মেদভেদেভ। তিনি হারিয়ে দেন হাঙ্গেরির ফ্যাবিয়ান মারোসানকে। ম্যাচের ফলাফল ৬-৩, ৬-২, ৭-৬ (৭/৫)। পরের রাউন্ডে তিনি খেলবেন ইতালির ফ্লাবিও কোবোলির বিরুদ্ধে। মহিলাদের সিঙ্গলসেও নক্ষত্র পতন ঘটেছে। চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক জাপানের নাওমি ওসাকা চেক প্রজাতন্ত্রের ক্যারোলিন মুচোভার কাছে ৩-৬, ৬-৭ (৫/৭) গেমে পরাজিত হয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জেসিকা পেগুলা স্বদেশীয় সোফিয়া ক্যানিনকে ৭-৬ (৭/৪), ৬-৩ গেমে পরাজিত করেছেন। তবে চোটের জন্য দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে নাম প্রত্যাহার করেছেন কাজাখস্তানের এলিনা রাইবাকিনা।

> বোটিক দুর্দান্ত টেনিস খেলেছে। প্রথমে ভেবেছিলাম ওর বিরুদ্ধে সহজে পয়েন্ট পাব। কিন্তু সেই সুযোগ আমি পাইনি। আমাকে সামান্য বিভ্রান্ত করেছিল। এই পরিস্থিতি কীভাবে মোকাবিলা করতে হয়, তা আমার জানা ছিল না। -কার্লোস আলকারাজ

সোনা জয়ের পর কোচ সুমা শিরুরের (বাঁয়ে) সঙ্গে অবনী লেখারা। রুপো হাতে মণীশ নারওয়াল।

শুটিংয়ে একদিনে তিন প্রাপ্তি ভারতের

রেকর্ড গড়ে আরও পদকের নেশায় অবনী

প্যারিস, ৩০ অগাস্ট : বছর তিনেক আগে টোকিও প্যারালিম্পিকে জোড়া পদক তাঁকে পাদপ্রদীপের আলোয় এনেছিল। শুক্রবার প্যারিস প্যারালিম্পিকে রেকর্ড গড়ে মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেলের এসএইচ ওয়ান ইভেন্টে সোনা জিতে নিজেকে ভিন্ন উচ্চতায় নিয়ে গেলেন রাজস্থানের অবনী লেখারা। শুধু অবনী নয়, এদিন শুটিং থেকে তিনটি পদক এল ভারতের ঘরে। অবনীর ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জিতলেন মোনা আগরওয়াল। পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে রুপো জিতলেন মনীশ নারওয়াল। অলিম্পিকে শুটারদের হাত ধরেই ভারতের পদকপ্রাপ্তি শুরু হয়েছিল। প্রেমের শহরে প্যারালিম্পিকেও সেই ধারা বজায় থাকল।

এবারের প্যারালিম্পিকে ভারতের যে কজন অ্যাথলিট চর্চায় রয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম ২২ বছরের অবনী। কারণটা এদিন বোঝালেন তিনি। কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডে ৬২৫.৮ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় হয়ে ফাইনালে জায়গা পেয়েছিলেন। ফাইনালে অবনীর জন্য নতুন করে রেকর্ডবুক লেখা হল। টোকিও প্যারালিম্পিকে ২৪৯.৬ স্কোর নিয়ে সোনা জিতেছিলেন। এদিন যা ছাপিয়ে ২৪৯.৭ স্কোর নিয়ে সোনার পদক গলায় ঝোলালেন অবনী।

তবে কেরিয়ারের দ্বিতীয় প্যারালিম্পিক সোনা অবনীর খুব সহজে আসেনি। আটজনের ফাইনালে শেষের আগের শট পর্যন্ত দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন অবনী। শেষ শটে দক্ষিণ কোরিয়ার লি ইউনরি ৬.৮ পয়েন্ট পান। এটাই অবনীকে অ্যাডভান্টেজ দেয়। সুযোগ কাজে লাগিয়ে ১০.৫ স্কোর করে সোনা জিতে নেন অবনী।

২০১২ সালে ১১ বছর বয়সে গাড়ি দুর্ঘটনায় শরীরের নিজের অংশ প্যারালাইসিস হয়ে যায় অবনীর। কিন্তু শারীরিক অক্ষমতা কখনোই রাজস্থানের এই শুটারের সাফল্যের পথে বাধা হয়নি। এদিন উত্তেজক জয়ের পর অবনী বলেছেন, 'খুব ক্লোজ ফাইনাল ছিল। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়র মধ্যে খুব বেশি ব্যবধান ছিল না। আমি শুধু প্রক্রিয়ায় বিশ্বাস রেখেছিলাম। ফল নিয়ে ভাবিনি।'

অভিনব বিন্দ্রার ভক্ত অবনী চলতি প্যারালিম্পিকে মহিলাদের ৫০ মিটার এয়ার রাইফেল ও ১০ মিটার মিক্সড ইভেন্টে নামবেন। এই দুই ইভেন্ট থেকেও পদকের স্বপ্ন দেখছেন অবনী। বলেছেন, 'এদিন পোডিয়ামে দাঁড়িয়ে জাতীয় সংগীত শোনার সময় আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম। আরও দুটি ইভেন্ট আছে। সেখানেও দেশকে পদক দিতে চাই।' অবনীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্যারিস অলিম্পিকে জোড়া পদকজয়ী শুটার মনু ভাকের।

২২৮.৭ পয়েন্ট নিয়ে ব্রোঞ্জ জেতেন মোনা। শেষ রাউন্ডে ১০-এর বেশি স্কোর করতে পারলে তিনি রুপো জিততে পারতেন। টোকিওতে ৫০ মিটার পিস্তলে সোনা জিতেছিলেন ২২ বছরের মনীশ। এবার অবশ্য পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে ২৩৪.৯ পয়েন্ট নিয়ে রুপো নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল তাঁকে। একটা সময় পঞ্চম থেকে প্রথম স্থানে উঠে এসেছিলেন মনীশ। কিন্তু শেষ রাউন্ডে বাজে শট মনীশকে দ্বিতীয় স্থানে ঠেলে দেয়।

অ্যাথলেটিক্সে উত্তরপ্রদেশের প্রীতি পাল মহিলাদের ১০০ মিটারে টি৩৫ ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জিতলেন। তিনি ১৪.২১ সেকেন্ড সময় নিয়েছেন। যা প্রীতির ব্যক্তিগত সেরা।

সাকিবদের নিয়ে সতর্কবার্তা ভাজ্জির

২০২৫ আইপিএলেও খেলুন ধোনি, চান রায়না

নয়াদিল্লি, ৩০ অগাস্ট : সবে এক বছর কাঁধে অধিনায়কত্বের গুরুভার।

চেন্নাই সুপার কিংসের মতো হেভিওয়েট দল ঠিকঠাকভাবে সামলাতে আরও কিছুটা সময় দরকার রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের। তাই রুতুরাজের মাথার ওপর 'ছাতার' মতো থাকুন মহেন্দ্র সিং ধোনি। খেলুন অন্তত আরও একটা আইপিএল। চেন্নাই এবং ধোনির উদ্দেশে এমনই অনুরোধ সুরেশ রায়নার।

২০২৫ সালের লিগে ধোনির খেলা প্রসঙ্গে সিএসকের প্রাক্তন তারকা রায়না বলেছেন, 'গতবছর যেভাবে ব্যাটিং করেছে, আমি চাই এমএস ২০২৫ আইপিএলেও খেলুক। আর রুতুরাজ গতবার যেভাবে নেতৃত্ব দিয়েছে, তাতে আরও একটা বছর লাগবে ওর। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে হারের পর প্রচুর আলোচনাও হয়েছে।' আগামী আইপিএলে খেলা প্রসঙ্গে এর আগে মাহি বলেছিলেন, এখনও সময় আছে। দলের স্বার্থের কথা মাথায় রেখেই সিদ্ধান্ত নেবেন।

এদিকে, আগামী মাসে বাংলাদেশ টেস্ট সিরিজ নিয়ে রোহিত শর্মাকে সতর্ক করছেন হরভজন সিং ও রায়না। স্পিনের বিরুদ্ধে ভারতীয় ব্যাটারদের ঠকঠকানি এবং বাংলাদেশের স্পিন-শক্তির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন। ১৯ সেপ্টেম্বর শুরু সিরিজের দুই টেস্ট যথাক্রমে চেন্নাই ও কানপুরে অনুষ্ঠিত হবে। দুই কেন্দ্রই স্পিন-পিচের জন্য পরিচিত। যেদিকে ইঙ্গিত করে রায়না-ভাজ্জির সতর্কবার্তা, টাইগারদের হালকাভাবে

দলীপ ট্রফির জন্য অনুশীলনে নেমে পড়লেন শুভমান গিল।

নেওয়ার ভুল যেন ভারত না করে।

হরভজনের কথায়, উত্তেজক সিরিজ হতে চলেছে। ভারতীয় ক্রিকেট দলের দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন চলে না। তবে সহজেই বাংলাদেশ-প্রাচীর অতিক্রম করা নিয়ে আত্মতুষ্টির কোনও জায়গা নেই। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট জয়ে তা বুঝিয়ে দিয়েছেন সাকিব আল হাসানরা। রোহিত শর্মা ব্রিগেডকে মনে রাখতে হবে, ছোট দলগুলিও চমক দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

রায়না বলেছেন, 'টেস্ট দলের একঝাঁক ক্রিকেটার দলীপে খেলবে। নিঃসন্দেহে বিসিসিআইয়ের ভালো উদ্যোগ। লাল বলের ক্রিকেটের চ্যালেঞ্জ অনেক বেশি। আর বাংলাদেশকে হালকাভাবে নেওয়ার জায়গা নেই। ওদের স্পিন আক্রমণ বেশ ভালো। দীর্ঘদিন ধরে যারা পারফর্ম করছে। বছরের শেষদিকে অস্ট্রেলিয়া সফর রয়েছে। যার নিরিখে বাংলাদেশ সিরিজের গুরুত্ব আরও বেশি।'

প্যারিস অলিম্পিকে জেতা জোড়া ব্রোঞ্জ পদক শচীন তেন্ডুলকারকে দেখিয়ে এলেন মনু ভাকের।

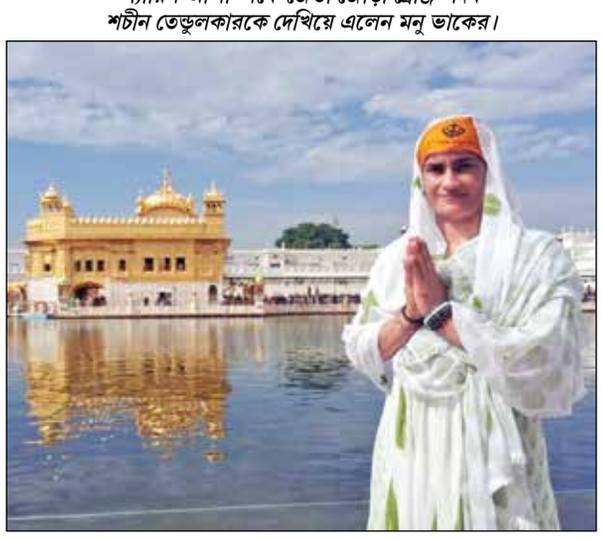

অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে প্রার্থনায় ভিনেশ ফোগট।

সম্মান করলেও কাউকে ভয় পান না বুমরাহ

নয়াদিল্লি, ৩০ অগাস্ট : অদ্ভুত বোলিং অ্যাকশন।

নিখুঁত ইয়র্কার দেওয়ার ক্ষমতা। গতির হেরফেরে ব্যাটারদের রাতের ঘুম কেড়ে নেওয়া। ২০১৬ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের পর সাফল্যের গ্রাফ উর্ধ্বমুখী। তিন ফরম্যাট মিলিয়ে বর্তমান ক্রিকেট বিশ্বের অলিখিত এক নম্বর বোলার। সেই জসপ্রীত বুমরাহর কথায়, সব ব্যাটারকেই তিনি সম্মান করেন। কিন্তু কাউকে নিয়ে বাড়তি চিন্তিত নন।

ব্যাটারদের নাম নয়, নিজের বোলিংয়ে মনোনিবেশেই বেশি জোর দেন সবসময়। পরিস্থিতি, পিচকে গুরুত্ব দেওয়ার বদলে বরাবর ভরসা রাখেন নিজের দক্ষতাতেই। গত কয়েক বছর জসপ্রীতের যে 'বুম বুম' বোলিংয়ে নাস্তানাবুদ বিশ্বের তাবড় ব্যাটাররা। এখন প্রশ্ন, বুমরাহ কোন ব্যাটারকে নিয়ে চিন্তা করেন?

সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া ভিডিওয় বুমরাহ 'চিন্তিত' হওয়ার ভাবনাকে কার্যত উড়িয়ে দিয়েছেন। স্পিডস্টার বলেছেন, 'দেখুন, এই প্রশ্নের একটা ভালো উত্তর দেওয়াই যায়। তবে বাস্তব হল, আমি কাউকেই আমার মাথার ওপর চেপে বসতে দিতে রাজি নই। সব ব্যাটারকে আমি সম্মান করি। তবে আমার মনের মধ্যে একটা কথা সবসময় ঘোরাফেরা করে, নিজের কাজ যদি আমি ঠিকঠাক করতে পারি, তাহলে বিশ্বের কারও পক্ষে আমাকে থামানো সম্ভব নয়।'

বুমরাহর যুক্তি, প্রতিপক্ষকে নিয়ে ভাবার বদলে নিজের বোলিংয়ের দিকে

বেশি নজর রাখেন। মন্ত্র একটাই, যদি নিজের হাতে যা রয়েছে, তার সঠিক প্রয়োগ করা। সুযোগের সদ্ব্যবহার। আর সেরাটা দিতে পারলে প্রতিপক্ষ ব্যাটারকে নিয়ে অযথা চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। গত টি২০ বিশ্বকাপে জসপ্রীত-মন্ত্রের সফল প্রয়োগ প্রত্যক্ষ করেছে গোটা ক্রিকেট দুনিয়া। ৮.২৬ গড়ে ১৫ উইকেট নেন। ওভার পিছু রান দেন মাত্র ৪.১৭।

শুধু শাহিন কেন বলির পাঁঠা : শেহজাদ

রাওয়ালপিন্ডি, ৩০ অগাস্ট : মরণবাঁচন ম্যাচ।

জিততেই হবে পরিস্থিতি। যদিও যে লক্ষ্যে শুরুতেই ধাক্কা খেল পাকিস্তান। প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ নয়, এক্ষেত্রে বাবর আজমদের পথের কাঁটা বিরূপ প্রকৃতি, তুমুল বৃষ্টি। বৃষ্টির দাপুটে ইনিংসের জেরে দ্বিতীয় তথা অন্তিম টেস্টের প্রথম দিন একটা বলও খেলা হল না। ফলে বাকি চারদিনে বাংলাদেশকে হারানোর লক্ষ্যপূরণের অ্যাসিড টেস্ট পাক ব্রিগেডের জন্য।

প্রথম টেস্টে হেরে সিরিজে পিছিয়ে পাকিস্তান। ১৪তম সাক্ষাৎকারে প্রথমবার পাকিস্তানকে হারিয়ে জয়ের স্বাদ পায় বাংলাদেশ। দ্বিতীয় টেস্ট অমীমাংসিত রাখতে পারলেও সিরিজ জয়ের ইতিহাসও হাতের মুঠোয়। দুই শিবিরের চাওয়া-পাওয়ার মাঝে হাজির বৃষ্টি। গতকাল থেকেই রাওয়ালপিন্ডিজুড়ে বৃষ্টি।

বৃষ্টিতে পণ্ড প্রথম দিন, আরও চাপে বাবররা

বৃষ্টির দাপট এতটাই যে দুই দল মাঠে যাওয়ার প্রয়োজন মনে করেনি। হোটেলেই কাটায়।

দুপুরের দিকে আম্পায়াররা একবার পর্যবেক্ষণের জন্য মাঠে গিয়েছিলেন। কিন্তু বৃষ্টি না কমায় পরিস্থিতি বদলায়নি। টসও পর্যন্ত করা যায়নি। শেষপর্যন্ত বৃষ্টি আর ভেজা আউটফিল্ডের কারণে প্রথম দিনের খেলা বাতিল। পাক-শিবিরের রক্তচাপ আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে আগামী কয়েকদিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস। কালও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা। পূর্বাভাস মিললে শান মাসুদ ব্রিগেডের অবস্থা সহজে অনুমেয়।

বৃষ্টিভেজা দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনেও চর্চার কেন্দ্রে শাহিন শা আফ্রিদির (বারোজনের দলে রাখা হয়নি) বাদ পড়া। প্রাক্তনদের অনেকেই জেসন গিলেসপি (হেডকোচ) এবং মাসুদের (অধিনায়ক) যে সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। প্রাক্তন ব্যাটার আহমেদ শেহজাদ যেমন পালটা প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে বলেছেন, পাকিস্তানের টানা ব্যর্থতার দায় কি শুধু শাহিন আফ্রিদির?

সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করা ভিডিওতে শেহজাদ বলেছেন, 'জিম্বাবোয়ের কাছে তোমরা হেরেছ। আয়ারল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছেও হার। হার ভারতের বিরুদ্ধেও। এবার বাংলাদেশ। সব ব্যর্থতার জন্য কি একমাত্র শাহিন দায়ী?' প্রশ্নের জবাব নিজেই দিয়ে শেহজাদ দাবি করেছেন, 'একা শাহিন দোষী হতে পারে না। সবাইকে কাঠগড়ায় তোলা উচিত। তাদের কথাও বলা উচিত।'

শেহজাদ আরও বলেছেন, 'মানছি পারফরমেন্সে টান পড়েছে শাহিনের। আচরণ নিয়েও ওর সমস্যা আছে। সেদিক থেকে বাদ দেওয়া সঠিক উদ্যোগ। কিন্তু আবদুল্লা শফিক, সাইম আয়ুব, বাবর আজমদের পারফরমেন্স নিয়ে কী বলবেন? বাকিদের বাদ দিয়ে শুধু শাহিনকে বলির পাঁঠা করলে পাকিস্তানকে সাফল্যের ট্র্যাকে ফেরানো সম্ভব নয়।'

এদিকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি বিতর্কে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের পাশে দানিশ কানেরিয়া। প্রাক্তন পাক স্পিনারের মতে, পাকিস্তানে খেলতে যাওয়া উচিত নয় ভারতের। প্রয়োজনে এশিয়া কাপের মতো হাইব্রিড মডেলেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হোক। ভারতীয় দল তাদের ম্যাচগুলি অন্য দেশে খেলুক। কানেরিয়ার যুক্তি, ক্রিকেটারদের নিরাপত্তা সবার আগে। বাকি কিছু তারপর। বিসিসিআইয়ের যে ভাবনা সঠিক।

বৃষ্টি থেকে পিচ বাঁচাতে ঢেকে রাখা হয়েছে রাওয়ালপিন্ডির বাইশ গজ।

যুবভারতীই ‘অ্যাডভান্টেজ’ মোহনবাগানের

দুই সেরা আক্রমণভাগের লড়াই

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩০ অগাস্ট : মোহনবাগান ক্যান্টিনে এদিন বিকেলের পর থেকে দেখা গেল, যাবতীয় খাবারই রোজকার প্রায় অর্ধেক পরিমাণে দিচ্ছেন ওখানকার কর্মীরা। সারাদিন মানুষের খাবারের চাহিদার জোগান দিতে নাভিশ্বাস সবুজ-মেরুনের বিখ্যাত ‘কাজুদা’-র।

মরশুমের প্রথম ট্রফির গন্ধ পেয়েই ক্লাব তাঁবুতে এত ভিড়। সেমিফাইনালের পরের দুইদিনেই প্রায় ২০ হাজার টিকিট বিক্রি হয়েছে বলে খবর। এরপর আছে, ক্লাব সদস্যদের টিকিট থেকে অফলাইনের বিক্রি। শনিবারের বারবেলায় হাজার চল্লিশেক দর্শক হতেই পারে বলে আশাবাদী আয়োজকরা। তবে ফাইনালের দিন নিম্নচাপের আগাম পূর্বাভাস দিয়ে রেখেছে আবহাওয়া দপ্তর। তাই প্রচণ্ড বৃষ্টিতে যদি নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি সুবিধা পেয়ে যায়, তাহলে অবশ্য আকাশের সঙ্গে মোহনবাগানিদের চোখের জল মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে। কোচ হুয়ান পেদ্রো বেনালিও এদিন হুংকার দিয়ে রাখলেন, ‘আমরা কিন্তু এখানে বেড়াতে আসিনি। ট্রফি জিততে এসেছি।’ তাতে অবশ্য ভয় পাওয়ার মতো পরিস্থিতি নয় মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের। কারণ খাতায়-কলমে তাদের দল তো ভারী বটেই, অ্যাটাক লাইন তো রীতিমতো ভয় পাইয়ে দেওয়ার মতো। এমনই অবস্থা কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনাকে কখনও গ্রেগ স্টুয়ার্টকে বসিয়ে রাখতে হয় তো কখনও জেসন কামিংস কী দিমিত্রিস পেত্রাতোসকে।

ডুরান্ড কাপে আজ

ফাইনাল

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি

সময় : বিকেল ৫.৩০ মিনিট
স্থান : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক

এদিন কথায় কথায় তো স্টুয়ার্ট বলেই ফেললেন, ‘অবশ্যই আমি প্রথম একাদশে শুরু করতে চাই।’ যা শুনে মোলিনার আবার পালটা মন্তব্য, ‘শুধু গ্রেগ কেন, জেসন কামিংস, দিমিত্রিস পেত্রাতোস, সাহাল আব্দুল সামাদ, অনিরুদ্ধ থাপা-সবাই শুরু করতে চায়। আর কোচ হিসাবে আমার কাছে এটা বড় পাওনা যে আমার দলে এত ভালো ভালো ফুটবলার আছে। যারা সকলেই পরিশ্রম করে নিজেকে এমন জায়গায় রাখছে যে বেঞ্চ থেকে এসে পরিবর্ত হিসাবে মাঠে নামলেই গোল পাচ্ছে। কোচ হিসাবে আমাকে সেরা দলটা বেছে নিতে হয়। কে সেদিনের জন্য তৈরি, সেটা দেখাই আমার কাজ।‘ জেমি ম্যাকলারেন, ধীরাজ সিং মৈরাংথেম ও আশিক কুরুনিয়ান ছাড়া বাকি সকলেই ফিট। এমন কথা মোলিনা জানানোয় এটা পরিষ্কার হয়ে যায় শুভাশিস বসু খেলার জন্য তৈরি। বৃহস্পতিবারের মতো এদিনও পুরো সময় অনুশীলন করলেন তিনি। তবে নড়াচড়া খানিক স্লথ তো বটেই, ডান পা-ও কম নাড়াচাড়া করতে দেখা গেল। নিজেদের মাঠে ওই বিশাল জনসমর্থন নিয়ে মাঠে নামার জন্য অনেকেই মনে করছেন, অ্যাডভান্টেজ মোহনবাগান। মোলিনা অবশ্য মানছেন না, ‘কোনও বাড়তি সুবিধা আমাদের নেই। এইসব ম্যাচ কখনও সহজ হয় না। ওরাও খুব ভালো দল। বিশেষকরে ওদের অ্যাটাক লাইন যথেষ্ট শক্তিশালী। ডিফেন্সও যথেষ্ট ভালো। নেস্টর আলবিয়াক খুব ভালো খেলছে। তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হল, ওরা দল হিসাবে খেলে।’ ঘটনা হল, মোহনবাগান যেখানে ১৩ গোল করেছে সেখানে নর্থইস্টের গোলসংখ্যা ১৬। এরপর অবশ্য মোলিনা এই কথাও বললেন, ‘আমাদের মধ্যে একটা জেতার মানসিকতা তৈরি হয়ে গেছে। আমরা শেষ বাঁশি বাজা পর্যন্ত লড়াই করব। আশা করি তারপর খুশি হয়েই বাড়ি ফিরতে পারব।’

আগের দুই ম্যাচই মোহনবাগানকে জিততে হয়েছে টাইব্রেকারে। ফাইনালেও তেমন হলে চাপ হয়ে যেতে পারে বলেই সম্ভবত মোলিনা জানিয়ে দেন, ‘আমি ৯০ মিনিটে ম্যাচ শেষ করতেই পছন্দ করি। টাইব্রেকারে না। তবে অনেক সময়েই কিছু করার থাকে না।’ তবে টাইব্রেকারে গেলে যে বিশাল কেইথই তাঁর সেরা বাজি সেটাও জানাতে ভুলছেন না। নর্থইস্ট এবার অবশ্য যে ছেড়ে কথা বলবে না, সেটা বলাই বাহুল্য। প্রথমবার ডুরান্ড ফাইনালে ওঠায় ইতিমধ্যেই শহরে পৌঁছে গিয়েছেন তাদের কর্ণধার জন আব্রাহামও। সবমিলিয়ে যুযুধান দুই দলই তৈরি মরশুমের প্রথম ট্রফি জয়ের লক্ষ্যে।

অনুশীলনে মোহনবাগানের আক্রমণের দুই ফলা- জেসন কামিংস (বাঁয়ে) ও দিমিত্রিস পেত্রাতোস। ছবি : ডি মণ্ডল

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

স্নেহের সম্পৎ (আপেল) : আজ ৩১ শে অগাস্ট তোমার প্রথম শুভ জন্মদিনে জানাই প্রাণভরা আদর, ভালোবাসা ও আশীর্বাদ ইতি। - দাদু, দিদা (সুবোধ রায়, পপি), ঠাকুমা (গীতা), বাবা, মা (প্রকাশ, তানিয়া রায়), মামা, মামি, দাদা (রসগোল্লা) ও প্রিয়জনেরা, ময়নাগুড়ি, জটেশ্বর।

নীরবেই গ্লাভসজোড়া তুলে রাখলেন শিলটন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ অগাস্ট : ডুরান্ড কাপ জ্বরে কাবু মোহন জনতা। শনিবার নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র বিরুদ্ধে ফাইনাল খেলতে নামছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট কিন্তু ঠিক তার আগের দিন একপ্রকার নীরবেই ফুটবলকে বিদায় জানালেন ‘বাগানের বাজপাখি’ শিলটন পাল। শুক্রবার রেনবো এফসি-র জার্সিতে জর্জ টেলিগ্রাফের বিরুদ্ধে কেরিয়ারের শেষ ম্যাচটি খেললেন এই বর্ষীয়ান গোলরক্ষক। এই ম্যাচে রেনবো ২-০ গোলে জয় পেয়েছে।

বিদায়বেলায় বেনবোর এফসি-র তরফে সংবর্ধনা শিলটন পালকে।

ম্যাচের পর শিলটনকে দুই দলের খেলোয়াড়রা গার্ড অফ অনার দেয়। রেনবোর পক্ষ থেকে মাঠেই সংবর্ধনা দেওয়া হয়। পরে নিজের অবসর নিয়ে শিলটন বলেছেন, ‘এটাই সঠিক সময় অবসর নেওয়ার। কিছুদিন ধরে এটা নিয়ে আমি নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলাম। এবার নতুনদের জায়গা ছাড়ার সময় এসে গিয়েছে।’ ২০০৬ সালে টিএফএ থেকে মোহনবাগানে যোগ দেন মছলন্দপুরের এই ছেলেটি। তারপর দীর্ঘ ১৪ বছর একনাগাড়ে মোহনবাগানের দুর্গ সামলেছেন। সমর্থকরা নাম দিয়েছিল ‘বাগানের বাজপাখি’। ক্লাবের অধিনায়ক হিসেবে আই লিগ, কলকাতা লিগ খেতাব জিতেছেন। মোহনবাগানের হয়ে প্রায় সমস্ত ট্রফি জিতেছেন তিনি। পরে মোহনবাগান ছাড়ার পর চার্চিল ব্রাদার্স, ভবানীপুর এফসি, রেনবোর হয়ে খেলেছেন।

তবে শেষটা যদি প্রিয় ক্লাবের জার্সিতে না হওয়ায় কি কোনও আক্ষেপ রয়ে গিয়েছে। শিলটন বলেছেন, ‘আমার কোনও আক্ষেপ নেই। চার্চিলে খেলার সময় ফের মোহনবাগানে ফেরার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু কিছু কারণবশত তা হয়নি।’ তিনি আরও যোগ করেছেন, ‘অবসরের পর ফুটবলের সঙ্গে যুক্ত থাকতে চাই। তবে কোচিং করানোর কোনও আগ্রহ নেই।’ ডুরান্ড কাপের ফাইনাল নিয়ে ‘বাগানের বাজপাখি’ বলেছেন, ‘দুই দলই শক্তিশালী। মোহনবাগানের জন্য যথেষ্ট কঠিন ম্যাচ হতে চলেছে।’

‘প্রথম একাদশে থাকতে চাই’

আমাদের আক্রমণই সেরা, বলছেন স্টুয়ার্ট

সায়ন গুপ্ত

কলকাতা, ৩০ অগাস্ট : চোখ-মুখ দেখে মনে হবে স্বভাবে গম্ভীর। তেমন মিশুকে নয়। কিন্তু একবার কথা বলা শুরু করতেই ধারণাটা পালটে গেল। এক সাংবাদিক যখন তাঁকে ভুল করে ‘কোচ’ বলে সম্বোধন করে ফেলেন, তখন বিরক্ত না হয়ে একগাল হেসে বলেন, ‘একদিন হব।’ বক্তা মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের তারকা স্ট্রাইকার গ্রেগ স্টুয়ার্ট। ডুরান্ড কাপের ফাইনালের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে এমনই টুকরো মুহূর্তগুলি বলে দিচ্ছিল দলটার ফিলগুড পরিবেশ। দলের ক্রমাগত গোল খাওয়া নিয়ে তীর্যক প্রশ্ন হোক কিংবা ফাইনাল সংক্রান্ত, ড্রিবল করে পাশ কাটিয়ে না গিয়ে সোজাসাপটা উত্তর দিলেন স্টুয়ার্ট।

নতুন জার্সিতে প্রথম ফাইনাল

গত কয়েক মরশুমে (জামশেদপুর এফসি ও মুম্বই সিটি এফসি-তে খেলাকালীন) মোহনবাগানের বিরুদ্ধে খেলে দলটার সম্পর্কে ধারণা তৈরি হয়েছিল। ক্লাবের প্রস্তাব পাওয়ার পরই যত দ্রুত সম্ভব যোগ দিতে চেয়েছিলাম। মাত্র ৪ সপ্তাহের প্রস্তুতিতেই মরশুমের প্রথম খেতাবের কাছে চলে এসেছি। মরশুমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে রবিবার নামতে চলেছি। আমাদের পাশাপাশি সমর্থকদের কাছেও ম্যাচটি যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা বুঝি।

গ্রেগ-দিমি-কামিংস ত্রয়ী

এইমুহূর্তে ভারতে খেলা ক্লাবগুলির মধ্যে খাতায়-কলমে আমাদের আক্রমণভাগই সেরা। আমরা ধারাবাহিকভাবে গোল পাচ্ছি। আমাদের বেঞ্চে থাকা ফুটবলাররাও ম্যাচে যে কোনও সময় নেমে গোল করতে পারে। ম্যাচ বিশেষ পরিকল্পনা বদলায়। কখনও রক্ষণে জোর দিতে হয়, আবার কখনও আক্রমণে।

পিছিয়ে পড়েও ঘুরে দাঁড়ানো

গত দুই ম্যাচে পিছিয়ে পড়েও জিতেছি। ফাইনালে এমনটা হোক, তা অবশ্যই আমরা চাইনা। দলটি নতুনভাবে তৈরি করা হয়েছে। নতুন কোচের অধীনে মাত্র ৩-৪ সপ্তাহ আমরা খেলছি। তাই এখনও বেশ কিছু জায়গায় ভুলভ্রান্তি হচ্ছে। তবে আমরা শেষ দুইটি ম্যাচেই নিজেদের নাছোড় মানসিকতা দেখিয়েছি। এটা খুবই ভালো ব্যাপার। কিন্তু সব ম্যাচে এভাবে প্রত্যাবর্তন সম্ভব নয়। আশা করব ফাইনালে ৩ গোলে এগিয়ে থেকে ম্যাচটি ৯০ মিনিটেই শেষ করতে পারব।

প্রথম একাদশে সুযোগ

পরিবর্ত হিসাবে নয়, ম্যাচটিতে শুরু থেকে খেলতে চাই। আমি সবসময় প্রথম একাদশে থাকতে পছন্দ করি। তার জন্য পরিশ্রম করছি।

ব্যক্তিগত লক্ষ্য

ফাইনালে ব্যক্তিগত স্বার্থ মূল্যহীন। ম্যাচটি কোনও একজন নয়, দল হিসাবে খেলতে হবে। কেউ গোল করার পরও যদি ট্রফি জিততে না পারি, তাহলে গোলটি মূল্যহীন হয়ে যাবে। কে গোল করছে বা এই ধরনের বিষয়গুলির থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ট্রফি জেতা। তাই যে কোনওভাবে খেতাব জেতাই লক্ষ্য। আমি শুধু দলকে জিততে সাহায্য করতে চাই।

পছন্দের পজিশন

বয়স বাড়ার সঙ্গে অভিজ্ঞতাও বাড়ছে। সেইসঙ্গে বেশ কয়েকটি পজিশনে নিজেকে মানিয়েও নিতে পারছি। আমি কোথায় খেলব, সেটা সম্পূর্ণ কোচের ওপর নির্ভর করে। তবে যদি আমায় বাছতে দেওয়া হয়, তাহলে স্ট্রাইকারের ঠিক পিছনে ১০ নম্বর পজিশনে খেলতে পছন্দ করব।

ফাইনালের ফেভারিট

আমরা নিজেদের সমর্থকদের সামনে খেলব। এটা অবশ্যই নিজেদের উজ্জীবিত করতে সাহায্য করবে। ম্যাচটিতে আমরা ফেভারিট হিসাবে নামব ঠিকই, তবে ম্যাচটি ভীষণ কঠিন হতে চলেছে। নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি দারুণ দল। তাই এই ম্যাচটিতে প্রতিপক্ষকে একইরকম সম্মান করেই আমরা নামব।

ফিটনেস ট্রেনিংয়ে গ্রেগ স্টুয়ার্ট। শুক্রবার। ছবি : ডি মণ্ডল

‘৫ ম্যাচে ১৬ গোল করেছি’

ফাইনালের আগে হুংকার

নর্থইস্ট কোচ বেনালির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ অগাস্ট : তখন সবে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের সাংবাদিক সম্মেলন শেষ হয়েছে। বাগান কোচ হোসে মোলিনা সম্মেলনকক্ষ ছেড়ে বেরোবার সময় নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র হেডস্যর হুয়ান পেদ্রো বেনালির সঙ্গে সাক্ষাৎ। দুই স্প্যানিশ ট্যাকটিশিয়ানের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ সৌহার্দ্য বিনিময় চলে। মুহূর্তটি ক্যামেরাবন্দি করতে সংবাদচিত্রীরা দুই কোচকেই বারবার ঘুরে দাঁড়াতে বলছিলেন। তাঁদের উদ্দেশে বেনালি মজার ছলে বলেছেন, ‘আগে বন্ধুর সঙ্গে কথা বলে নিই। তারপর তোমাদের সঙ্গে বলব।’

মুহূর্তটা বলে দিচ্ছিল, দুইজনে একে অপরকে কতটা সম্মান করেন। কিন্তু প্রশ্নোত্তর পালা শুরু হতেই দেখা গেল অন্য বেনালিকে। প্রতিপক্ষ দলে তারকাদের সম্ভার। আবার তাদের ঘরের মাঠে ক্লাবের ইতিহাসে প্রথম ফাইনালে নামবে নর্থইস্ট। ইতিহাসের সামনে দাঁড়িয়ে ব্যাকফুটে নয়, প্রায় সব প্রশ্নের উত্তরই স্টেপ আউট করে উড়িয়ে দিলেন বেনালি।

মোহনবাগানের আক্রমণভাগকে তাঁরা সমীহ করছেন কি না জিজ্ঞেস করলে বেনালির স্পষ্ট জবাব, ‘ওদের তারকাখচিত দল। তবে ওরা যদি প্রতিযোগিতায় ১৩ গোল করে থাকে, তাহলে আমরা ৫ ম্যাচে ১৬ গোল করেছি। ওদের মতো আমার হাতেও এমন কিছু অস্ত্র আছে যা ম্যাচের রং পালটে দিতে পারে।’ খাতায়-কলমে যে মোহনবাগান এগিয়ে তা অস্বীকার না করলেও যুদ্ধক্ষেত্রে গুটিয়ে থাকতে নারাজ নর্থইস্ট। অকুতোভয় ফুটবলে অঘটন ঘটাতে মরিয়া বেনালি বলেছেন, ‘আমাদের হারানোর কিছু নেই। তাই ম্যাচে ছেলেরা নিজেদের উজাড় করে দেবে। আমি চাই রবিবার সমর্থকরা গ্যালারি ভরাক। শব্দব্রহ্ম উঠুক। তবে তা আমাদের চাপে ফেলতে পারবে না। কারণ, এরপর আমরা ইতিমধ্যেই ইতিহাস তৈরি করে ফেলেছি। তাই বাড়তি চাপ বা ভয় ছাড়াই আমরা নামব।’

পরিসংখ্যান বলছে, ১০ বারের সাক্ষাতে ৭ বারই বাজিমাত করেছে বাগান ব্রিগেড। সেখানে মাত্র ২টি ম্যাচ জিতেছে নর্থইস্ট। তবে অতীতকে গুরুত্ব দিতে নারাজ বেনালির কথায় আত্মবিশ্বাসের সুর, ‘পরিসংখ্যান প্রতিদিন পালটায়। আমরা যে কতটা পিছিয়ে তা গত মরশুমে টের পেয়েছিলাম। এবার নিজেদের শুধরে এই জায়গায় এসেছি। শনিবারের পর বুঝতে পারব আসন্ন আইএসএলের জন্য আমরা কতটা তৈরি।’

নর্থইস্টের জন্য প্রথম খেতাব, নাকি টানা দ্বিতীয়বার মোহনবাগানের ডুরান্ড কাপ জয়? কোন দলের জন্য ফুটবল ঈশ্বর কী লিখে রেখেছেন, সেটাই দেখার।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মঞ্চে নস্টালজিক রোনাল্ডো

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ড্রয়ের মঞ্চে একফ্রেমে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ও জিয়ানলুইগি বুফোঁ।

মোনাকো, ৩০ অগাস্ট : ইউরোপের ক্লাব ফুটবলকে বিদায় জানিয়েছেন দুই বছর হতে চলল। কিন্তু সেখানকার ফুটবলে তাঁর অবদান ভোলেনি। তাই চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ড্র-এর মঞ্চে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করা হয়। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সর্বকালের সর্বাধিক গোলদাতা হিসাবে রোনাল্ডোকে স্বীকৃতি জানাল উয়েফা।

৩৬টি দল। নতুন মরশুমে নতুন রূপে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের আগমন হতে চলেছে। শুভারম্ভের আগে মঞ্চ আলো করে যাবতীয় লাইমলাইটে সেই পর্তুগিজ মহাতারকা। ইউরোপ ছেড়ে সৌদিতে পাড়ি দিলেও কেরিয়ারের সিংহভাগ যেখানে খেলছেন, সেখানকার ফুটবলের প্রতি আবেগ থাকাটাই স্বাভাবিক। রোনাল্ডোও এর ব্যতিক্রম নয়।

তাই পুরস্কার হাতে নিয়ে প্রতিযোগিতায় ১৪০ গোলের মালিকের কথায়, ‘এখানে উপস্থিত থাকতে পারে ও পুরস্কারটি পেয়ে আপ্লুত। আমরা সবাই জানি ফুটবলের সর্বোচ্চ স্তর হল চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। ফুটবলারদের জন্যই লিগটি এই মুহূর্তে এত জনপ্রিয় হয়েছে।’ বলে চলেন, ‘অনুষ্ঠানে আসার সময় একাধিক মধুর স্মৃতির কথা মনে পড়ছিল। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে ২০০৮ সালে প্রথম চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয় সবসময় স্পেশাল হয়ে থাকবে। লিসবন থেকে ইউনাইটেডে যোগ দেওয়ার সময় সবচেয়ে দামী ফুটবলার ছিলাম। তাই দলকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতানোর জন্য চাপ অনুভব হচ্ছিল। কিন্তু একবার গোল পাওয়া ও ট্রফি জেতা শুরু হতেই পরপর সাফল্য মেলাও শুরু হয়।’ রোনাল্ডোই একমাত্র ফুটবলার যিনি সাতবার প্রতিযোগিতার সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছিলেন। পাশাপাশি তিনটি পৃথক চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে গোল করা একমাত্র ফুটবলারও তিনিই।

হিজাজির অভিষেক

কলকাতা, ৩০ অগাস্ট : দেশের জার্সিতে অভিষেক ঘটল ইস্টবেঙ্গলের বিদেশি ডিফেন্ডার হিজাজি মাহেরের। জর্ডনের এই ডিফেন্ডার বৃহস্পতিবার উত্তর কোরিয়ার কেরিয়ারের প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচটি খেলেন। এই ম্যাচে জর্ডন ২-১ গোলে উত্তর কোরিয়াকে হারিয়ে দেয়।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

স্বর্গীয় রঞ্জন কুমার সাহা
১ম প্রয়াণ বার্ষিকী
জন্ম ঃ ১৮ই এপ্রিল ১৯৫৪ খ্রিঃ
মৃত্যু ঃ ৩১ শে অগাস্ট ২০২৩ খ্রিঃ
তোমাকে স্মরণ করি অশ্রু অর্ঘ্য দিয়ে যেথা আছো ভালো থেকো চিরশান্তি নিয়ে। তোমার চলে যাওয়ায় আমরা বিদীর্ণ ও মর্মাহত। তোমার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি। ভাগ্যহীনা ঃ মনু সাহা (স্ত্রী), রুদ্র প্রসাদ সাহা (পুত্র) এবং পরিবারবর্গ

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১ কোটির বিজয়িনী হলেন
ব্যাঙ্গালোর-এর এক বাসিন্দা

কর্ণাটক, ব্যাঙ্গালোর - এর একজন বাসিন্দা মমতা ভাণ্ডারি - কে 30.06.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 52L 28104 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জিততে পারি তা আমি কোনোদিন কল্পনা করতে পারিনি। ডিয়ার লটারি আমার অর্থিক স্থিতিশীলতার উন্নতি ঘটিয়ে আমাকে ক্ষমতায়িত করেছে তাই ডিয়ার লটারি সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। এই সুন্দর সহযোগিতার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

পয়েন্ট নষ্ট রিয়ালের, চাপে এমবাপে

মাদ্রিদ, ৩০ অগাস্ট : লা লিগায় গোল-খরা অব্যাহত ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপের। বৃহস্পতিবার ভারতীয় সময় গভীর রাতে লা পামাসের বিরুদ্ধে ১-১ গোলে ড্র করেছে রিয়াল মাদ্রিদ। এই ম্যাচেও গোল পাননি এমবাপে। ম্যাচের ৫ মিনিটেই আলবার্তো মলেরিওর গোলে এগিয়ে যায় লা পামাস। ৬৯ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে রিয়ালকে সমতায় ফেরান ভিনিসিয়াস জুনিয়ার।

গতবারের চ্যাম্পিয়নদের এই পারফরমেন্সে হতাশ সমর্থকরা। আরও হতাশ এমবাপের পারফরমেন্সে। ইতিমধ্যে তাঁকে নিয়ে সমাজমাধ্যমে সমালোচনাও শুরু হয়ে গিয়েছে। উয়েফা সুপার কাপে গোল করেছিলেন এই তারকা। তারপর থেকে গোলের দেখা পাননি তিনি।

এদিকে ম্যাচের পর রিয়াল কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি বলেছেন, ‘খুব কঠিন সময় চলছে। তবে খুব দ্রুত এর সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। প্রথম তিন ম্যাচে অনেক ভুলভ্রান্তি আমার চোখে পড়েছে।’ আপাতত তিন ম্যাচে ৫ পয়েন্ট নিয়ে লিগতালিকার পঞ্চম স্থানে রয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। সমসংখ্যক ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে বার্সেলোনা।